



# ମଥେର ଦାବୀ

କାହିନୀ :

ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ

ଓରୁଦାସ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଓ୍ଵ ସନ୍ସ  
୨୦୭.୨-୨ କର୍ମଓଫିସ୍ ଫ୍ଲୋର ... କଲିକତା - ୬

দ্বিতীয় সংস্করণ — বৈশাখ—১৩৬৩

দুই টাকা

## চরিত্র

থেনমঃ	হুদা
জামাল	জেন্স
ব্রাউন	মুন্নাশ্বামী
চ্যাং	মুসলমান
রাইমোহন	জেসেফ
সব্যসাচী	মনোহর
শশি কবি	পাঁচকড়ি
রামদাস তলোয়ারকব	মানিক
ব্রজেন্দ্র	কালচাঁদ
কৃষ্ণ আইয়্যাব	তুলাল
হীরাসিং	শ্রমিক
সরকার	সিগনালাব
ভুলুয়া	সুমিত্রা
অপূর্ব	ভারতী
তেওয়ারী	নবতার
নিমাই	সুশীলা
রমেশ	মিসেস জামাল
জগদীশ	মিসেস ব্রাউন
বিলাস	মিসেস ভট্টাচার্য
অফিসার	মিসেস চ্যাং



## নাট্যরূপদাতার নিবেদন

‘পথের দাবী’ উপন্যাস নাটকে রূপান্তরিত হয় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। রূপান্তরিত নাটকখানি মঞ্চস্থ করতে নাট্যনিকেতনের মালিক শ্রীপ্রবোধ গুহ মশাইকে খুবই বেগ পেতে হয়। প্রতিবন্ধকতা করেন লালবাজারের সেন্সার-কর্তারা। তখন জনাব ফজলুল হক সাহেব আর শ্রাব নাজিমুদ্দিন মিলে-মিশে দেশের শাহি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করচেন। গুহ মশাই জনাব ফজলুল হকেব শরণাপন্ন হন। হক সাহেব খাজা নাজিমুদ্দিনকে এই যুক্তি দিয়ে জয় করেন যে, বিহার গবর্নমেন্ট যখন ‘পথের দাবী’ উপন্যাসের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে উদাবতাব পরিচয় দিয়েছেন, তখন প্রবোধ গুহ মশাইকে নাটকখানি মঞ্চস্থ কবতে না দিলে লোকে বাংলার লীগ গবর্নমেন্টকে নিশ্চিতই সঙ্গীর্ণচেতা গবর্নমেন্ট বলবে! অভিনয়ের দিন অপবাহ্নে গুহ মশাই অভিনয় কববার অন্তিমতি সংগ্রহ কবতে সক্ষম হন। দশকবা ‘পথের দাবী’র অভিনয় দেখে অতিশয় প্রীত হন কিন্তু বিপ্লবী কর্ম্মীরা ওর শেষ দৃশ্য দেখে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। আবার অনেকে মনে করেন লালবাজারেব শাসনে আমাকে এই পবিত্বর্জন করতে হয়। লালবাজার কিন্তু ও বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ কবেনি।



[ প্রথম অভিনয়, নাট্যনিকেতন, ১৩ই মে, ১৯৩৯ ]

## প্রথম রজনীর প্রধান প্রধান ভূমিকায়

সব্যসাচী	..	নটমুখ্য অহীন্দ্র চৌধুরী
থেনমং	...	ছবি বিশ্বাস
শপি কপি	...	অমল চট্টোপাধ্যায়
হীবাসিং	..	দীরেন চট্টোপাধ্যায়
রামদাস তলোয়াবকব	..	শিবকালী চট্টোপাধ্যায়
নিমাই দাবোং	...	রুঞ্চন চট্টোপাধ্যায়
অপূর্ব		ভূপেন চক্রবর্তী
রাইমোহন	.	সিন্ধুধর গাঙ্গুলী
তেওয়ারী	..	জীবন চট্টোপাধ্যায়
জামাল	..	স্বর্গ্য সেন
ব্রাউন	..	জীবন বসু
চ্যাড	..	ফণী গাঙ্গুলী
ব্রজেন্দ্র	...	দীরেন পাত্র
রুঞ্চ আইয়ার	}	...
মুন্না স্বামী		
জোসেফ	}	...
জোন্স		
ইহুদী	...	জিতেন গাঙ্গুলী

বিলাস, জগদীশ, রমেন, অফিসাব, মুসলমান, জোসেফ, মনোহর,  
পাঁচকড়ি, মাণিক, কালাচাঁদ, ছল্লাল, শ্রমিক, সিগনালার ।



সুমিত্রা	...	প্রভা দেবী
ভারতী	...	শেফালিকা
নবতারা	...	চাকবালা
সুশীলা	..	বাধা

মিসেস জামাল, মিসেস ব্রাউন, মিসেস ভট্টাচার্য্য, মিসেস চ্যাঙ

ଅଥେର ଘାବୀ



# পথের দাবী

## প্রথম অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

একটি বর্ষা পরিবারের বৈঠকখানা। ঘরটি উৎসবের উপযোগী কবিতা সাজানো  
গ্রহিয়াছে। ফুলের মালা, ফুলের তোড়া, যেখানে সেখানে। টেবিলে নানা পাত্রে ফল ও  
পান্ন রহিয়াছে। ঘরটির দুই দিকে দুইটি দরজা। দরজায় হৃদয় পর্দা। মঞ্চের  
একদিকে একটি আগনে বসিমা জামাল পা গডগড়া টানিতেছে, তাহার পাখের কাছে  
একটা বোড়ায় বসিমা মিসেস জামাল একটি মাফলার বুনিতেছে। মঞ্চের অপর দিকে  
একটা Side Table-এর সায়ে বসিমা রাউন সাহেব মদ পাইতেছে

জামাল। রাউন বড় বাড়াবাড়ি কবচে। আব এ ঘরে থাকতে  
দেবে না। চল—

মিসেস জামাল। এ ঘরে ওরও যে অধিকার, তোমারও তাই। বাবে  
কেন? চেপে বোস।

রাউন মুখে গেলাস তুলিল

জামাল। বোতল গ্লাস কেড়ে নিয়ে ছুড়ে ফেলে দোব!

উঠিতে উত্তত হইল। মিসেস জামাল তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল

মিসেস জামাল। আঃ! হান্ধামা-হুজুতে কাজ কি? চেপে বোস।

চ্যাং পাইপ মুখে প্রবেশ করিল এবং সোফার বসিয়া চোখ বুজিয়া পাইপ টানিতে লাগিল

জামাল। চীনে ব্যাটা আবার মরতে এখানেই এল। তোমাক বোনের যা রুচি ! শেষটার ঐ চীনেটাকে বিয়ে করলে !

মিসেস জামাল। বাবার চার মেয়ে আমরা...

ব্রাউন। And how blessed the husbands are ..

মিসেস জামাল। বাবার চার মেয়ে আমরা, বেছে বেছে চাবটি রত্ন বিয়ে করেছি।

ব্রাউন। A jackdaw, a donkey, a fox and a crocodile !

মিসেস চ্যাং প্রবেশ করিল। স্বামীর পাশে বসিয়া আঙ্গুল দিবা স্বামীর চোখ টানিয়া খুলিয়া দিতে দিতে কহিল

মিসেস চ্যাং। এ বাড়ীতে যতক্ষণ থাকবে, চোখ মেলে সব কিছু দেখবে। বাবার বিষয় সমান ভাগ হওয়া চাই।

জামাল। তোমার বোনটির নজর রয়েছে বাবার বিষয়ের ওপর।

মিসেস জামাল। আমরা তাই আচ্ছ।

তৃতীয় কথাকে লইয়া রাইমোহন শুট্টাচার্যের প্রবেশ

রাইমোহন। তুমি কিছু ভেব না। আমি বাঙ্গালী। আমার বুদ্ধি বিজ্ঞানীর চমক লাগিয়ে আদালত-এজলাসের হাকিম-উকিলদের মগজ ঘুলিয়ে দেবে। একটি পরিসাও কেউ পাবে না।

তাহারা টেবিলে বসিল

মিসেস চ্যাং। ফের চোখ বুজে ঢুলু ঢুমি !

চ্যাং। Never mind ! A chinaman sees while he sleeps.

মিসেস ভট্টাচার্য্য। তোর ভাগ্যি ভাগ বোন। স্বোয়ামী যুমিয়ে যুমিয়েও দেখতে পায়। তাকে ঠকতে হবে না।

জামাল। কিন্তু তোমাকে ঠকাবে ওই ভট্টাচার্য্য, সে আমি বলে দিচ্ছি।

রাইমোহন। আমি ঠকাবো আমার জীকে!

জামাল। আলবৎ!

রাইমোহন। খবরদার বলছি জামাল।

জামাল। মুখ সামালুকে ভট্টাচার্য্য!

ব্রাউন। Fight it out! Fight it out!

মিসেস ব্রাউন প্রবেশ করিল

মিসেস ব্রাউন। বাড়ীটাকে যে মেছোহাটা করে তুলে!

ব্রাউন। Let them, darling! Let them break each others head. And we will gather the spoils of war.

রাইমোহন। তোমরা ত জগদল পাথর, বুকে চেপে রয়েছ।

জামাল। সাহেব লোক ভালো। কিন্তু তুমি বাঙালী, আর ওই সেজ চীনে বহৎ হারামী আছ।

মিসেস ভট্টাচার্য্য। জাত ভুলে গাল দেওয়া কিসের জন্তে!

মিসেস চ্যাং। আমার স্বামী চীনে বলে কেউ যে তাকে তুচ্ছ করবে, তা আমি সহিব না।

মিসেস জামাল। বাবার চার মেয়ে আমরা, চার জাতের চারটি পুরুষকে বিয়ে করেছি। বাবা বলেছেন বিষয় সমান চার ভাগে বন্টন করে দেবেন। তাই আমরা বুঝে পড়ে নোব। তাতে আর ঝগড়া-ঝাটি কেন?

জামাল। খাম্ তুই। সমান ভাগ হবে কেন? আমরা বড়, বড়  
ভাগটাই চাই।

রাইমোহন। আদালতে দাবী টিকবে কিনা।

জামাল। আইন আদালতের ধাব আমরা ধাবি না।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া কোমর হইতে একখানা ছোরা বাহির  
করিয়া হাতে ঘসিতে লাগিল

মিসেস ভট্টাচার্য্য। ছোরা মারবে নাকি!

স্বামীর পিছনে গিয়া দাঁড়াইল  
চ্যাং একটি রিভলবার বাহির করিয়া কহিল

চ্যাং। A lovely weapon. Chinaman loves it.

রাইমোহন। না, না, এ ত বড় ভাল কথা নয়। পুলিশে একটা  
খবর দেওয়া দরকার!

একটা প্যাড টার্নিষা লিখিতে বসিল

চ্যাং। Bang! Bang! And down goes the enemy.

মিসেস ব্রাউন। টমি! টমি! টম্! টম্!

চল ধরিয়া টার্নিষা তুলিল

ব্রাউন। Yes darling!

মিসেস ব্রাউন। ওরা লড়াই করবে।

ব্রাউন। Let them!

মিসেস ব্রাউন। আমাদেরও তৈরি হওয়া দরকার।

ব্রাউন। Must we?

মিসেস ব্রাউন। নইলে ওরাই সব নিয়ে যাবে, আমরা কিছুই

পাব না। (ব্রাউন উঠিয়া দাঁড়াইয়া টলিতে লাগিল) এত করে বলি, অত মদ গিলো না। তুমি টল্, আব ওবা জাতিয়ার বার করেছে।

ব্রাউন। (একটু টলিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তার পর ছুই পকেট হইতে ছুইটি বিভলভার বাতিব করিয়া ছুই হাতে ধরিয়া কহিল) Hands up! All of you! You scribbler over there! Hands up!

পুৰুষ মেয়ে সকলেই হাত তুলিয়া দাঁড়াইল। একটা পদ্ম ঠেলিয়া

শ্মিতহাস্তে খেনমঙ্, প্রবেশ করিল

খেনমঙ্। একি!

শশি কবির প্রবেশ

শশি। Hold up না কি Mr. Maung?

সকলে হাত নামাইল

খেনমঙ্। কবি এসেচ! welcome! welcome my friend! বেহাণাটাও এনেচ। একটা গৎ গুনিয়ে দাও। মেয়ে জামাইরা বড় তেতে উঠেচে, শুন শুন গোন্ধ। গোস সবাই; বোস!

সকলে বসিল

শশি। মেয়ে জামাই?

খেনমঙ্। ইঁা, এই আমার মেয়েরা, আর এরাই আমার জামাই; একটা বাঙালী ভট্টাচ্, একটা ফিবিলী, একটা চুলিয়া মুসলমান, আব একটা চীনেম্যান।

শশি। My God! you are then the world's most cosmopolitan father-in-law, Mr. Maung.

খেনমঙ্। কবি সব্যসাচী বলতেন, মানুষকে সামাজিক বন্ধন থেকে



মুক্তি দিলেই সে রাজনীতিক বন্ধন থেকে মুক্তি পাবে। তিনি আরো বলতেন, জাতীয়তার চেয়ে আন্তর্জাতিকতা বড়।

শশি। তিনি আমাকেও একদিন বলেছিলেন, শশি, বর্ম্মাদেব অশ্রদ্ধা কোর না। এরা সংস্কার বর্জন কবেচে, স্বাধীনতার হাওয়া এদের অন্তঃপুরেও বয়ে চলেছে। ধর্ম্মের বাধা, বর্ণের বাধা, আচারের বাধা, এরা জয় করেছে। বর্ম্মাতেই সাম্য সহজে প্রতিষ্ঠিত হবে।

থেনমণ্ড। আমরা তাই বিশ্বাস, কবি। এস বাবা ভট্টাচার্য্য, তুমি বাঙ্গালী, তাই আগে বাঙ্গালী কবির সঙ্গে তোমারই পরিচয় করিয়ে দিই! এটা আমার ছোট জামাই রাইমোহন ভট্টাচার্য্য।

শশি। তাই ত থেনমণ্ড! আপনার ছোট জামাই কেবল বাইমোহন নন, রমণীমোহনও।

থেনমণ্ড। তা বলতে পাব কবি। আমার ছোট মেয়ে নিজে পছন্দ কবে ওকে বিয়ে করেছে।

শশি। আমি আজ গুরুই গোঁজে এসেছি মিঃ মণ্ড।

বাইমোহন। আমরাও গোঁজে।

শশি। আজ্ঞে হ্যাঁ। দড়ি ছিঁড়ে গোরাল থেকে আপনিই পালিয়ে এসেছেন ত?

বাইমোহন। আপনি বলছেন কি!

শশি। বুঝতে পারছেন না, নবতারা আমাকে পাঠিয়েছেন।

রাইমোহন। নবতারা!

শশি। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

রাইমোহন। তিনি হন কে!

শশি। নবতাবাকে আপনি চেনেন না নাকি!

রাইমোহন। নামও কখনও শুনিনি। আর শুনতে চাইও না।

চ্যাং প্রবেশ করিল

এস চ্যাং ভায়া, এস। আরম্ভলাও নেই, ফড়িংও নেই। তুমি কি থাকবে বল ত ?

চ্যাং। A chinaman eats everything. A chinaman lives without eating anything.

থেনমঙ্। না বাবা, আমার বাড়ীতে বতদিন থাকবে, পেটভরে পেতে পাবে। সেজ জামাই, কবি। আব আমার বড় জামাই ওই মতম্মদ জামাল।

জামাল। আপনারই একদেশের লোক মোশাই।

শশি। তাই নাকি !

জামাল। চুলিয়া মুগনমান।

থেনমঙ্। আব সেজ জামাই ওই টম ব্রাউন।

ব্রাউন। ( গেলাসটী তুলিয়া কহিল ) Ladies and gentlemen, Let us drink the health of the world's most cosmopolitan father-in-law Mr. Thein Maung.

থেনমঙ্। Thank you my dear son-in-law. সন্তি কবি, পৃথিবীতে একা আমিই চরিত্র এ গৌরব করতে পারি।

ব্রাউন। Thank you, sir.

থেনমঙ্। বোস, বোস তোমরা।

সকলে টেবিলে বসিল

মিসেস ভট্টাচার্য্য। আপনি তখন নবতারাব কথা কি বলছিলেন না ?

শশি। বলছিলাম মিসেস ভট্টাচার্য্য, যে, নবতারা আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার স্বামীর খোঁজে।

মিসেস ভট্টাচার্য্য। নবতারা কে ?

শশি। আপনার স্বামী তাঁকে জানেন।

রাইমোহন। আমি জানি ! মিথ্যাবাদী কোথাকার।

থেনমঙ্। ওকি বাবা ভট্‌চাৰ্‌! অতিথিব অপমান।

জামাল। ওই ভট্‌চাৰ্‌ শালা সকলেবই অপমান করে।

মিসেস ব্রাউন। নবতাবার কথা তোলবার দরকারই বা কী ছিল ?

শশি। নবতারা কে জানেন ?

রাইমোহন। কেব নবতাবাব নাম কববে ত ঘুসিয়ে তোমাব দাঁত  
ভেঙ্গে দোব।

শশি। নবতারা কে শুনবেন ?

মিসেস জামাল। আব শুনতে পাবি না বাবা ! নবতারা ! নবতাবা !  
নবতারা !

ছুইজন পুলিস অফিসারের প্রবেশ

অফিসার। মিঃ থেনমঙ্ !

থেনমঙ্। ( উষ্ণিয়া ) Yes officer.

অফিসাব। কোন বাঙালী বাবু আপনার এখানে এসেচে ?

থেনমঙ্। বাঙালী বাবু !

অফিসাব। আজ্ঞে, হ্যাঁ !

মিসেস ভট্টাচার্য্য। এই বে ইনিই একজন বাঙালী।

অফিসাব। আপনি বাঙালী ?

শশি। বাপ-মা তাই ছিলেন বটে।

অফিসার। আপনি ?

শশি। বর্নাবাসী।

অফিসার। কতদিন এদেশে আছেন।

শশি। বছর দশেক।

থেনমঙ্। কবি অনেক দিন এদেশে আছেন।

অফিসার। না,না, আমবা যাকে খুঁজছি, তিনি কবি টবি কিছু নন।

থেনমঙ্। তবে ?

অফিসার। বিপ্লবী।

থেনমঙ্। বিপ্লবী !

অফিসার। হুদাত্ত বিপ্লবী। তাঁব মাথার দাম দশ হাজার টাকা।

চ্যাং। A chinaman may offer his head for ten thousand Rupees. But no one needs it.

জামাল। গাঙালী এখানে আরো একজন আছেন।

অফিসার। কোথায় ?

জামাল। ওই ! রাইমোহন ভট্টাচার্য।

অফিসার। আরে না, না। সে রাইমোহন বাধারমণ নথ।

থেনমঙ্। রাইমোহন আমাব জামাই।

অফিসার। আমরা যাকে খুঁজছি তিনি কাকব জামাই নন।

থেনমঙ্। যাকে খুঁজছেন তাঁব নামটা শুনতে পাই না।

অফিসার। সব্যসাচী।

থেনমঙ্। স-ব্য সা-চী।

অফিসার। শোনা গেছে তিনি পাগড় ডিঙ্গিয়ে এদেশে এসেছেন।  
কোথায় আছেন, কী ভাবে আছেন, তা জানা নেই বলে, আমাদের  
ওপব লুকুম তথেষ্টে সব বাঙালীকে পরখ কবে দেখতে। ওই নামেব  
কাউকে যদি দেখতে পান, কি কাউকে ওই লোক বলে সন্দেহ করেন,  
তাহলে থানায় খবর দেবেন, দশ হাজার টাকা পুরস্কার পাবেন।

খেনমণ্ড্। তাঁর চেহারাটা ?

অফিসার। চেহারা...

খেনমণ্ড্। চেহারার আঁচ না পেলে চিনব কেমন কবে ?

অফিসার। নতুন বাঙালী দেখলেই খবর দেবেন। আমবা মিলিয়ে নোব। কেমন ?

খেনমণ্ড্। বেশ তাই দোব।

অফিসার। আচ্ছা আমরা তবে আসি।

খেনমণ্ড্। চলুন। I will see you off.

অফিসারের পেছনে পেছনে খেনমণ্ড্ গেলেন

শশি বেহানার ছুড়ে টান দিল

জামাল। দশ হাজার টাকা চাও ত দিতে পারি।

মিসেস জামাল। কোথায় পাবে ?

জামাল। চল বুঝিয়ে দিচ্ছি।

জামাল ও মিসেস জামালের প্রস্থান

মিসেস ভট্টাচার্য্য। ওখা টাকার কথা কী বদতে গেল, চল শুনবে চল।

রাইমোহন। একটা পরসাদ কাউকে দেবে না। চল।

উভয়ের প্রস্থান

মিসেস ব্রাউন। ( ব্রাউন গেলাস তুলিল ) ফের গেলান তুলে নিলে।

দেখচ না ওরা বাবার কাছে বখরা নিতে গেল।

ব্রাউন। Well, let us follow them.

ব্রাউন ও মিসেস ব্রাউনের প্রস্থান

মিসেস চ্যাং। ( চ্যাং-এর চোখ টানিয়া ) আব্বার চোখ বুজে চুপচ। ওঠ। চল, দেখি ওরা কোথায় গেল।

তাহারা উভয়ে চলিয়া গেল। শশি এক মনে বেহালা বাজাইতে লাগিল।

বাহির হইতে খেনমণ্ড আসিল

খেনমণ্ড। সব্যাসাচী বর্ষায় ফিরে এসেছেন শুনে তোমার বেহালার বাজনায় তোমার মনের আনন্দ ঝরে পড়চে। তুমি ধন্ত কবি, তুমি ধন্ত!

ধীরে ধীরে যেখানে দৃদ্ধনেবের মূর্তি সাজান ছিল সেইখানে গিয়া

নতজানু হইয়া বসিলেন

তে তথাগত! জরা-মৃদ্যাব শোক থেকে মানুষকে মুক্তি দেবার জন্তে প্রবজ্যা নিয়ে তুমি একদিন দ্বাবে দ্বারে অমৃত বহন করে দিবেছিলে। তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজকার অমানিশায় দারা দিকভ্রান্ত দিশেচালা মানুষকে পথের সন্ধান দেবার দ্রুত পথের দাবী নিয়ে পথে পা দিবেছে, তাদের তুমি রক্ষা কর, তাদের তুমি শক্তি দাও, তাদের প্রতি হও প্রসন্ন।

লবির বেগালা বাঁচিয়া চাঁদিয়া

## দ্বিতীয় দৃশ্য

১৭

রেজুন পুলিশ আপিন। প্রকাণ্ড টেবিলে কাগজপত্র কাইল ফোন প্রভৃতি বহিয়াছে। তার পাঁচজন কর্মচারী বসিয়া আছেন। সকলের ইর্ভানফরম পরা। মাঝখানে বিনি বসিয়াছিলেন তিনি বাঙালী। দীর্ঘ আকৃতি। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। টেবিলের পিছন দিকের দেওয়ালের গায়ে এঁশয়ার একখানি বড় ন্যাপ। সেই ন্যাপেই তিনি একটি একটি করিয়া ফাগাপণ পুঁতিতেছেন আর বলিতেছেন

নিমাই। ক্যান্টন, আঙুচাই, হংকঙ, পেনাও, বাটাভিয়া, সিঙ্গাপুর, চিটাগঙ, ঢাকা, কোলকাতা, বেনারস, লাহোব, মীরাট, পেশোয়ার,

সব জায়গাতেই এদের আড্ডা রয়েছে। কোথাও ক্লাব, কোথাও সমিতি, কোথাও সাহিত্য-সভার আড়ালে থেকে এরা কাজ করচে। চায়নার ব্রিটিশ লিগেশন সেখানকার খবর সংগ্রহ করেছে; সিঙ্গাপুর, পেনাঙের খবরও আমাদের হস্তগত। শুধু বর্ম্মা সম্বন্ধেই আমরা বিশেষ কিছু জানতে পারিনি।

জগদীশ। তার কারণ বর্ম্মাতে হয়ত আসলে কিছুই হয় নি।

নিমাই। হব ত হয় নি। কিন্তু হবে যে তাব আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। যিনি এই সব আড্ডা তৈরী করেচেন, তিনি চীন থেকে মহা অতিথানে বেরিয়ে পেশোয়ার পর্য্যন্ত ছুটেছিলেন। সম্প্রতি তিনি এই দিকেই দৃষ্টি দিয়েচেন। খুব সম্ভব বর্ম্মা তাঁর পাষেব ধুলোয় এব মথোই পবিত্র হয়ে উঠেছে। (টেবিলের কাছে আগিয়া একটা পড়েটার লইয়া) পেশোয়ার থেকে চট্টগ্রামে যে Chain তৈরী হয়েছে, আর সিঙ্গাপুর থেকে শ্রাঙহাই হয়ে যে Chain ছড়িয়ে পড়েছে, তাব মাঝে ফাঁক পড়ে, দেখতে পাচ্ছি, এই বর্ম্মা। এই ছেদ পূর্ণ করবার জন্যই তিনি বর্ম্মাব এসেচেন। এই link যাতে না গ্রথিত হয়, তাই দেখবার গুরুভার পড়েচে আমাদের ওপর। And I expect you will give me your hearty co-operation.

বিলাস। কিন্তু আর, এদের উদ্দেশ্য কি?

নিমাই। অল্পসত্র খোলা নিশ্চয়ই নয়! যেখানে সেনানিবাস cantonment, camp, সেইখানেই এরা আড্ডা গেড়েচে। যেখানে মিল, ফ্যাক্টরী, মাইন, সেইখানেই এরা বিপ্লবের বীজ বপন করতে চাইছে। Treaty ports, international settlements করেছে এদের আশ্রয়স্থল, অস্ত্র সংগ্রহের কেন্দ্র।

জগদীশ। সিপাই বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ করতে চায় নাকি?

নিমাই। তার চেয়ে ব্যাপক, তার চেয়ে ভয়ানক, একটা কিছু করতে চাইছে জগদীশ।

রমেন। বাঙালীর ছেলেরা এত আয়োজন করেছে।

নিমাই। বাঙালী ছেলেদেব এই কাজের জন্তে মনে মনে যদি গর্ব অনুভব করতে চাও, কর। But you must be true to your King and Country. Your loyalty, your duty, demands that you shall be ruthless in your attempt to suppress these terroristic activities—activities however noble, however heroic may they be, are sure to bring a state of anarchy in this land.

সকলে। For our King and Country.

নিমাই। Yes, Yes brothers, for our King and Country. (টেলিফোন বাজিল) Hallo! Port Police! বাঙালী! সন্দেহ জনক! D'on't let them escape! হ্যা, হ্যা, আমি জগদীশকে পাঠাচ্ছি! In a minute! (রিসিভার রাখিলেন) জগদীশ, তোমাকে ভাই একবার জেটিতে যেতে হবে। ওদের সন্দেহ হয়েছে। প্রয়োজন হলে গ্রেপ্তার কবে থানায় নিয়ে আসবে।

One minute Jagadish.

জগদীশ প্রস্থানোচ্চত

টেবিল হইতে একখানা কাগজ লইয়া নিমাইবাবু জগদীশের সহিত বাহির হইয়া  
গেল। আবার টেলিফোন বাজিল, রমেন ধরিল

রমেন। Hallo! Railway station! বলুন! জ্যা? স্টেশন  
থেকে বলচে, স্তার!



নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই । ( ফোন ধরিল ) কে ! পূর্ণ ! তোমার বখন সন্দেহ হয়েছে, তখন দেখতে হবে বৈকি ! Keep a close watch on him. Ramen, run on to the Railway station ! পূর্ণ দেখিয়ে দেবে ! সোজা এখানে নিয়ে এস !

রমেন । Yes, Sir.

প্রস্থান

নিমাই । বিলাস, তুমি খানিকটা বিশ্রাম কর, দরকাব হলে ডেকে পাঠাব ।

বিলাস । Sir, আপনার অহুমান বে মিথ্যা নয়, হয়ত তা আজই সবাই বুঝতে পারবে ।

নিমাই । অহুমান ! অহুমান নয় বিলাস । আমি নিশ্চয় জানি সবাসাচীন্দ্রায় এসেচে ।

বিলাস । Goodbye, Sir.

নিমাই । Goodbye.

বিলাস প্রস্থান করিল । নিমাই লিখিতে লাগিল । আরদালি প্রবেশ করিল

আরদালি । ছুঁব, এক বাঙ্গালী বাবু বহোৎ হুজ্জৎ কর্ত্তা হায ।

নিমাই । বাঙ্গালী বাবু ?

আরদালি । মোলাকাংকা লিয়ে.....

নিমাই টেবিল চাপড়াইয়া কহিলেন

নিমাই । ভেজো হিঁয়া—

আরদালি প্রস্থান করিল। নিমাই পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিয়া টেবিলের  
ওপর রাখিয়া তাহাতে কাগজ চাপা দিল। অপূর্ব প্রবেশ করিল

কে! অপূর্ব!

অপূর্ব পাষের খুলো লহল

নিমাই। তুমি এখানে! কবে এলে?

অপূর্ব। এখানকার বোঁধা কোম্পানীর কাজ নিয়ে এসেছি,  
কাকাবাবু!

নিমাই। বোস, বোস। কতকাল তোমাদের কোনো খবর  
পাইনি। জানত এই চাকরি আমি পেয়েছিলুম তোমার বাবার চেষ্টায়।  
মা ভালো আছেন ত? দাদারা?

অপূর্ব। আপনার আশীর্বাদে সবাই ভালো। আমরা কেউ কিছু  
জানাম না আপনি এখানে আছেন। মা জানলে আশ্চর্য হবেন। আজই  
চিঠি লিখে দোব।

নিমাই। হাঁ, হাঁ, লিখে দিয়ো, আমি বহু দিন থাকব তোমার কোনো  
অসুবিধা হবে না। লিখে তাই দাও, কিন্তু তোমাকে বলে রাখি, কবে  
যে কোথায় থাকি তার ঠিক নেই।

অপূর্ব। আচ্ছা কাকাবাবু, কাঁচ খোঁজে এখানে এসেছেন।

নিমাই। ওবে বোঁকা ছেলে, তা কি বলতে আছে? পেনসন মাঝে  
যাবার ভয় রয়েছে যে! তবে একটু কাল যদি এখানে বসে থাকিস,  
তাহলে হয়ত মহাপুরুষের দর্শন পেতেও পারিস! বন্দুক পিস্তলে তাঁর  
অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মা নদী সঁতার কেটে পার হন—বাধে না। সম্প্রতি  
অহুমান, চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে তিনি বর্ষা মূলুকে প্রবেশ

করেচেন। বলিহারি তাঁর প্রতিভা, গিনি এই ছেলের নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী।

অপূর্ব। সব্যসাচী! সব্যসাচী নাম ত কখনও শুনিনি।

নিমাই। অর্জুনের মতো দেশে দেশে কত নামই হয়ত এঁর প্রচারিত আছে। পুণায় একদফা তিন মাস, আর সিঙ্গাপুরে একদফা তিন বছর, জেল খেটেছেন জানি। দশ বায়েটা ভাষা বলতে পারেন।

অপূর্ব। বলেন কি!

নিমাই। এতেই আঁতকে উঠলে, বাবা। তাহলে সবটাই শোনো, জারমানির জেনা না কোথায় ডাক্তারি পাশ করেচে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ কবেচে, বিলেতে আইন পাশ কবেচে, আমেরিকায় কি পাশ কবেচে জানিনে। তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে। এসব বোধ করি এব তাম পাশা খেলার সামিল, বিক্রিয়েমান। কিন্তু কিছুই কোন কাজে এলনা, বাবা। এর সর্বস্বত্ব শিরায় শিবাম, ভগবান এমন আগুন জ্বলে দিয়েচেন যে, একে জ্বলেই দাও, আব শূলেই চড়াও, কিছুতেই কিছু হবে না। না আছে দয়া মায়া, না আছে ধর্ম কर्म, না আছে ঘর দোর। বাপরে বাপ! আমরাও তো এদেশেরই মানুষ কিন্তু এ ছেলে যে কোথেকে বাংলা দেশে এসে জন্মাল, তা ভেবেই পাওয়া যায় না।

জগদীশের প্রবেশ

কিহে জগদীশ!

জগদীশ। চার পাঁচটি নিয়ে এসেচি। আপনার informerদের যা কাণ্ডজ্ঞান। চেহারা দেখেই বুঝতে পারবেন এদের চোদ্দপুরুষ কেউ এনার্কিষ্ট ছিল না।

নিমাই। যেখানে দেখিবে ছাই, উড়ায়ে দেখিও ভাই, পেলেও পাইতে পাব অমূল্য রতন। কি বল অপূর্ব! বাও জগদীশ, ওদের নিয়ে এস।

জগ। ইনি—

নিমাই। অপূর্ব! আমার ভায়েব ছেলে। বোথা কোম্পানীর চাকরী নিয়ে এসেচে।

অপূর্ব জগদীশকে জগদীশ অপূর্বকে নমস্কার করিয়া বাতিরে গেল

অপূর্ব। সহাই কি আপনারা তাঁকে arrest কববেন কাকাবাবু?

নিমাই। পেলে ত arrest কবব?

অপূর্ব। ঠুঁরা হয় ত পেয়েচেন।

নিমাই। না বাবা, অত সহজ ব্যাপার নয়। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস শেষ মুহুর্তে আব কোন পথ দিযে সে নবে গেছে।

জগদীশ। তিন চাবটি লোক লভয়া প্রবেশ করিস। ছোট ছোট টিনের ভোরঙ্গ ও খুঁটলী বগলে করিয়া তিনটি লোক তাহার সঙ্গে। তাহাদের সঙ্গে আব একটি লোক, রাগা, লম্বা, বাসিতেছে আর ঠাকাত্তেছে। তাহার নাম গিরিশ মহাপাত্র।

জগদীশ। এস, বসো বসো সন!

অপূর্ব। এ কাদের নিয়ে এলেন কাকাবাবু!

জগদীশ। এবা সব বন্দী অয়েল কোম্পানীর পনিতে কাজ করত।

নিমাই। রেজুনে আসবার হুকুম কেন হল বাপ সব?

গিরিশ। বেশ কাজ পেয়েছিলুম, কপালে সইল না।

নিমাই। কেন সইল না?

গিরিশ। গুনচেন না এই কাসি। এই কাসিই কাল গোলো বাবু।

নিমাই। স্বাস্থ্যটি ত গেছে, কিন্তু সখটুকু ত যোগ আনা বজাষ আছে।

গিরিশ । আজ্ঞে, মনের সাধ আর মেটাতে পারলুম কৈ !

কাসিতে লাগিল

জগদীশ । দেখো, মেজেতে যেন ফেলো না । বন্দার বীজাণু ছড়িয়ে  
যেয়ো না ।

গিরিশ । কাঠ কাসি, বাবু । ছিটে ফোঁটাও পড়বে না ।

নিমাই । এদের জিনিষ-পত্রগুলো search কবেচ জগদীশ ?

জগদীশ । হ্যাঁ Sir, কিছুই পাইনি ।

নিমাই । তাহলে নাম ধাম লিখে রেখে এদের ছেড়ে দাও ।

গিরিশ কাসিতে কাসিতে সবার আগে উঠিয়া দাঁড়াইল

গিরিশ । বাঁচালেন বাবু, দম আটকে আসচে ।

নিমাই । উহ্ ! উহ্ ! তুমি নও । তুমি একটু বোস ।

গিরিশ ক্যাল ক্যাল করিয়া নিমাইবাবুর মুগের দিকে চাহিয়া রহিল

জগদীশ । ( অন্য ক'জনকে ) তোমরা এস আমার সঙ্গে !

অপর তিনজন জগদীশের সঙ্গে সঙ্গে গেল

গিরিশ । আমার জন্ত ভেবোনা ভাই সব । আমি পথ চিনি । এঁরা  
ছেড়ে দিলে সোজা চলে বাব ।

নিমাইবাবু তাঁর দৃষ্টিতে গিরিশকে দেখিতে লাগিলেন । গিরিশের গায়ে জাপানী  
সিঙ্কের রামধনু রংয়ের চুড়ীদার পাঞ্জাবী । পকেটে বাঘ আঁকা কম্বলের খানিকটা দেখা  
যাইতেছে । পরণে বিলিভী মকমল পায়ের স্লান্স শাডী, পায়ে সবুজ রংয়ের ফুল মোজা  
লাল ফিতে দিয়ে হাঁটুর ওপরে বাঁধা । বার্গিশ করা পাম্পাশু । হাতে হরিণের শিংয়ের  
হাতল দেওয়া বেতের ছড়ি ।

অপূর্ব । ' কাকাবাবু, এই লোকটাকে ছেড়ে দিন । বাকে খুঁজছেন,  
এবে সে নয়, তা আমি হলফ করে বলতে পারি ।

নিমাই । দেখাই যাক । তোমার নাম কিহে কর্তা ?

গিরিশ । আজ্ঞে, গিৰিশ মহাপাত্র ।

নিমাই । একদম মহাপাত্র ।

গিরিশ । আজ্ঞে, ছোট লোকের কাজ করি, তবু বাপদাদাব ঐ পদবীটা নামেব শেষে রয়েচে বলে ভাই-বেরাদার ইয়ার-বন্ধু একটুখানি খাতিব কবে ।

কাসিতে লাগিল

রমেন শশি কবিকে লইয়া প্রবেশ করিল । দেগা গেল শশির বগলে বেহালার বাজ

রমেন । এই যে Sir, ষ্টেশনে এঁকে পাওয়া গেল । ট্রেন থেকে নেমেচেন কিন্তু টিকিট নেই ।

শশি গিরিশ মহাপাত্রকে দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

নিমাই । এই ! হাসচ কেন ? আবে ! পাগল নাকি !

শশি । না Sir ! চেহারা আব কাপড় চোপড় দেখচেন Sir !

নিমাই । থাম, থাম, অমন করে হেসনা !

শশি তবু হাসিতে লাগিল । গিরিশ পা পা করিয়া শশির কাছে গেল

গিরিশ । আপনাব ব্যায়লাটা একটিবার দেবেন ?

নিমাই । তুমি ব্যায়লা বাজাতে পার নাকি মহাপাত্র ?

গিরিশ । আজ্ঞে, সখের মাঝে ওই জিনিষটাই আছে । সাড়ে তিন বছর হাত ঘসেচি ।

নিমাই । দাও ত হে, তোমাব ব্যায়লাটা ।

শশি বেহালা দিল । গিরিশ মেজের বসিয়া বেহালা বাজাইল । শুনিবা অপূৰ্ণ, শশি, রমেন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল । গিরিশ বাজনা থামাইবা কবণ চোখে ভাহাদের দিকে চাহিল ।

নিমাই। আরে তুমি দেখচি বীতিমত ওস্তাদ হয়ে পড়েচ মহাপাত্র।

গিরিশ। আজ্ঞে লজ্জা দেবেন না। আর বছর খানেক হাত সাধতে পারলেই হবে।

নিমাই। বমেন, একে ছেড়ে দাও। এ নতুন লোক নয়। রেঙ্গুণের রাস্তায় রাস্তায় একে আমি ঘুবে বেড়াতে দেখেচি। II: is a loafer.

শশি। ঠিক বলেচেন Sir.

নিমাই। ঠিক বলেচেন Sir। বাঙালীর মুখ পোডাতে এদেশে কেন এসেচ? অত বড় দেশে মববার জায়গা হলনা তোমাব?

শশি। জাহাজ ভাডাব টাকা যোগাড় করতে পাবলেই দেশে চলে যাব Sir.

নিমাই। টাকার যোগাড় হবে না ছাই হবে! বেঙ্গুণেব কুট্ পথেব ওপর মরে কুকুর বেড়ালেব মত পচতে হবে!

শশি। ঠিক বলেচেন Sir। বরাতে ভাই হয় ত আছে।

নিমাই। আর জ্যাঠামো কবোনা। যাও।

। রমেন। একে ছেড়ে দেওয়া যাবেনা Sir।

নিমাই। কেন?

রমেন। রেলওয়ে পুলিশ ট্রেন ফেয়ার চার্জ করেছে। 'ওর কাছে পয়সা নেই।

নিমাই। তাহলে হাজতে দাও।

অপূর্ব। ট্রেন ফেয়ার কত চার্জ করেছে রমেনবাবু?

নিমাই। কেন হে! তুমি দিয়ে দেবে নাকি?

অপূর্ব। হাজার চোক বাঙালীর ছেলে। চুরি-চামারি না করেও হাজতে থাকবে!

শশি। তিন টাকা চার্জ করেছে স্ত্রার। আমার ব্যায়লাটা বাঁধা রেখে তিনটে টাকা দিন। টাকা বোঁগাড় করে ব্যায়লাটা খালাস করে নোব।

অপূর্ব। না, না, ব্যায়লা ট্যাংলা আমি বাঁধা রাখতে পারব না।

শশি। তা হলে হাজতেই আমাকে থাকতে হবে স্ত্রার। অগ্নি আমি টাকা নোব না।

গিরিশ। এই ব্যায়লা। বাঁধা দেবে? দাঁড়াও, আমি টাকা দিচ্ছি।

বেহালাটা টেবিলের ওপর রাগিয়া পকেট হঠাৎ বাব টাকা কামাল বাহির করিয়া টাকা গণিয়া চূপ করিয়া চাতিয়া রহিল

নিমাই। কি গোলো দশপান্দ ?

গিরিশ। আছে, ছ' আনা পয়সা কম পড়ে বাচ্ছে। তার মানে হল, আমার কাছে আছে—

নিমাই। দুটাকা দশ আনা।

গিরিশ। ঠিক বলেচেন! মাথা ঝেটে! দুটাকা দশ আনা।

শশি। ওতেই হবে। ওতেই হবে। আমার কাছে সাত আনা আছে। ঈ! ঠিক সাত আনা। তাহলে দাঁও ছে তোমাব দুটাকা দশ আনা দাঁও। এই নাও ব্যায়লা। আব একটা কাগজে তোমাব নাম ঠিকানাটা লিখে দাঁও। টাকা বোঁগাড় কবে ব্যায়লাটা খালাস কবে আনব। Sir, একটু কাগজ দিন না।

গিরিশ। ( কাগজ বইয়া ঠিকানা লিখিয়া দিল ) এই দাঁও আমাব ঠিকানা।

শশি। চলুন, টাকা কোথায় জমা দিতে হবে। চলুন Sirs, নমস্কার।



নিমাই। নাম ধাম লিখে রেখো হে রমেন ।

গণি ও রমেনের প্রস্থান

তার পর মহাপাত্র, টাকা পয়সা ত দিয়ে দিলে । এখন চলবে কি করে ?

গিরিশ । আজ্ঞে, চলে যাবে কোনমতে । ভাই-বেরাদার সব রয়েছে । ব্যায়লাটা ত পাওয়া গেল ! নির্ধাৎ কবে বলে দিচ্ছি বাবু, এ ব্যায়লা ও আর খালাস করতে পারবে না !

নিমাই । তোমাব বাক্স-বিছানা তলাস হয়ে গেছে । দেখি তোমার ট্যাকে আর পকেটে কি আছে ?

গিরিশ । দেখতে সাধ হয়েছে দেখুন ।

নিমাই । এটা কি ?

গিরিশ । আজ্ঞে ওটা কম্পাস । মিস্তুরির কাজ করতুম কিনা ।

নিমাই । এটা দেখচি ফুট-বল ।

গিরিশ । মাপ জোঁকের কাজ করতে হয় ।

নিমাই । 'বুঝিচি ! বুঝিচি !

বিড়ি দেশলাই ও গাঁজার কক্ষে বাহির করিয়া রাখিল

এটা কি হে ! তুমি গাঁজা খাও !

গিরিশ । আজ্ঞে না ।

নিমাই । তবে এ বস্তুটি পকেটে কেন ?

গিরিশ । আজ্ঞে, পথে কুড়িয়ে পেলাম । কারু কাজে লাগতে পারে ভেবে পকেটে রেখেচি ।

নিমাই । বটে !

জগদীশের প্রবেশ

এই যে জগদীশ ! ছাখ, ইনি কিরূপ সদাশয় লোক । বদি কারো কাজে লাগে তাই এই গাঁজার কলকেটি কুড়িয়ে পকেটে রেখেছেন ।

জগদীশ । দয়ার সাগর ! পরকে সেজে দিই, নিজে থাইনে ।  
মিথ্যাবাদী কোথাকাব !

গিরিশ । মাইরি থাইনে । তবে ঠায়াব-বন্ধু চাইলে তৈরী কবে দিই, নইলে নিজে—এই বাবা বিশ্বনাথের নাম স্মরণ কবে বলচি—কখনো থাইনা ।

নিমাই । দেখি বাবা তোমার হাতখানা ?

গিরিশ । হাত দেখতেও জানেন ? দেখুন ত বরাতে আর কত হুঃখ আছে ।

নিমাই । ( ডান হাতের আঙ্গুল দেখিয়া ) অনেক গাঁজা তৈরীর চিহ্ন যে এখানে বিদ্যমান, বাবা । বললেই পারতে থাই ।

জগদীশ । এই ! মাথায় ওকি মেখেচ ?

গিরিশ । আজ্ঞে, নেবুর তেল । কাসতে কাসতে মাথা গরম হয়ে ওঠে কিনা, তাই একটু কবে নেবুর তেল মাখি ।

জগদীশ । বেশ কর । গন্ধে থানা শুদ্ধ লোকের মাথা ধবিয়ে দিলে । একে ছেড়ে দিন, স্নাব ! এ সে নয় ।

অপূর্ব । একে কি করে সন্দেহ কবেন কাকাবাবু ! তাব কালচারের কথাটা ভেবে দেখুন ।

নিমাই । আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি এখন বেতে পার মহাপাত্র ।

গিরিশ । আজ্ঞে পাহাবাওয়ালাদের বলে দেবেন গিরিশ মহাপাত্রকে ঝুটমুট আর হয়বাণি না কবে ! তাহলে আসি বাবু মশাইরা—

গিরিশ সবাইকে প্রণাম করিয়া ভাস্মা তোরঙ্গ চ্যাটাই জড়ানো বিছানার বাণ্ডিল মাথায় চাপাইয়া বেহালাটা বগলে এবং ছড়ি হাতে লইয়া কাসিতে কাসিতে প্রস্থান করিল ।

## তৃতীয় দৃশ্য

৩

সুমিত্রার বাড়ীর হলঘর। এক কোণ দিয়া একটা সিঁড়ি উঠিয়া গিয়াছে। সেই সিঁড়ির ওপরে রেলিং ধরিয়া সুমিত্রা দাঁড়াইয়া আছে। যেন রাজরানী। বর্ণ বাঁচা সোনার মত, দক্ষিণাত্যের ধরণে এলো করিয়া মাথার চুল বাধা, হাতে কয়েকগাছা সোনার চুড়ি। ঘাড়ের কাছে সোনার তারের কিয়দংশ চিক্‌চিক্‌ করিতেছে, কানে লাল পাথরের ডলের উপর আলো পড়িয়া যেন সাপের চোখের মত ফলিতেছে, সবুজ শাড়ী। তাহা বিহীন জরদা রংয়ের গ্রাউন্ড। পায়ে বন্দী জুতা। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। নীচে একটি গোল টেবিল ঘিরিয়া চারটি লোক আসিয়া খেতেছে আর মদ খাইতেছে। একজন নিগ্রো, একজন মুসলমান, একজন বন্দী, অন্য বয়সের একজন ইন্দী হলের মধ্যে পাখচাপি করিতেছে।

সুমিত্রা। আব কতক্ষণ আমায় বাঁচী বসে এ অত্যাচার ভোমব কববে ?

ইন্দী। বংশধ না তুমি আমাদেব সঙ্গে যেতে রাজী হবে।

সুমিত্রা। আমি যাব না একথা অস্বীকার একশাব তোমাকে বলিচি।

নিগ্রো। To you Rose, darling.

মদের গ্লাস তুলিয়া খাবল। সুমিত্রা পাথের শিপার ছুড়িয়া মারিল

মুসলমান। তুমি বড় বদরাসী হয়ে উঠেচ, বোজ।

সুমিত্রা। আমি বলচি আমি বোজ নই, সুমিত্রা।

মুসলমান। এখন সুমিত্রা হয়েছ, আগে না ছিলে তা কি ভুলে গেছো।

ইন্দী। শোন, বোজ। আমাদের ব্যবসারটা মাটী হতে চলেছে।

তোমাব না আমাব কোন ছিলেন। তাই তোমাকে আমি স্নেহ করি।

তা ছাড়া আমার বাবা—তোমার দাদামশাই—তোমার জন্তে চকল হয়ে উঠেচেন। মনে বেথ তাঁর অনেক টাকা।

স্বমিত্রা । নাপের টাকা কুমিই ভোগ কোরো ।

ইতদী । তোমাকে আমরা রাণীর মতোই রাখব ।

মাদ্রাজা । I salute thee, O my queen.

স্বমিত্রা । Don't be silly Munnaswamy.

নিগ্রো । Jones is a good boy. Jones ready to die for you ! Come to Jones, Rose.

স্বমিত্রা । Be off. Be off, I say.

মাদ্রাজী । Say, what you will, but we won't move an inch.

ইতদী । আচ্ছা কেন এমন করচ বলত ? আমাদের ওখানে তোমার কোনো অধিকার হবে না । তুমি আসাব আপনি ডন ।

স্বমিত্রা । তোমাদের সঙ্গে আসাব কোনো সম্বন্ধ নেই ।

ইতদী । নেই বলে শুনব কেন ! তুমি আমার বোনের মেয়ে । রক্তের সম্বন্ধ বয়েচে যে ।

মাদ্রাজী । And blood is thicker than water.

মুসলমান । শাব ওস্তে আমাদের ছেড়ে এলে, সে যে তোমায় ছেড়ে চলে গেলো । সেবার আমাদের একজনকে খুন করেছিল, দুজনকে ধরেছিল ভগ্নম । এবার দেখা গেলে সমঝে দিতুম !

স্বমিত্রা নীচে নামিল, সকলে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল

স্বমিত্রা । তোমাদের ভাগ্য ভাল যে, আর তিনি এখানে নেই ; থাকলে তোমাদের কাউকে মাথা নিয়ে ফিরতে হোতনা ।

মাদ্রাজী । Is that so ?

স্বমিত্রা । Sure !

ইহুদী। আহা রাগারাগি কেন? আমরা বা বলতে এসেছি  
তাই শোন।

সুমিত্রা। বেশ বল!

ইহুদী। ডাচ পুলিশ—

সুমিত্রা আঙ্গুল উঁচু করিল। ইহুদী চুপ করিল। সুমিত্রা টেবিলের কাছে গেল।

টেবিলে বসিয়া নিগ্রো মদ পাইতেছিল

সুমিত্রা। Jones!

নিগ্রো। You are very kind to jones, darling.

সুমিত্রা। This is not a public house. You must not  
drink here.

নিগ্রো। What!

সুমিত্রা। If I am your queen, you must obey me.

মাদ্রাজী। Do what she asks you to do, Jones.

নিগ্রো। All right.

জোস বোতল গেলাস লইয়া বাহিরে গেল

মাদ্রাজী। You see, we obey you.

সুমিত্রা। Quiet! Quiet!

মুদলমান। এই ত বাবা বোজ, ঠিক আগেকার মূর্তি হবেচ। আংরেজী  
বুলি আওড়াচ্ছ—আব আমরা চুপ বনে যাচ্ছি।

সুমিত্রা। চুপ। বা বলবার আছে একজন বলুক। বোস। You  
Munnaswami take your seat. বল মায়া, ডাচ পুলিশ কি করেছে?

ইহুদী। ডাচ পুলিশ আমাদের ব্যবসা প্রায় অচল করে দিয়েচে।  
বান্ধ পাঞ্জ আপিম আমাদের বাটাভিয়ার ভেঁটে জমে উঠেচে। আমবা না

পারিচি তা বাইরে চালান দিতে, না পারিচি সেইখানে বেচতে। অথচ  
চীনের আড্ডা থেকে রোজ জকরী তাগিদ আসচে।

সুমিত্রা। তোমরা মনে কব পুলিশ আমাদের কিছু বলবে না ?

ইহুদী। কিছু বলবে না তা মনে কবি না। তবে ..

সুমিত্রা। বল, তবে—

ইহুদী। তবে তোমার কণ আছে, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আছে—পরগাও আছে  
প্রচুর। তুমি যদি দশটা চালাও, তাহলে ব্যাসা জাঁকিয়ে তুলতে পারব।

মাদ্রাজী। And we appeal...

সুমিত্রা। Quiet !...

ইহুদী। ভালো কবে ভেবে ঝাথ বোজ, এতদিন ভাল ভাবে ব্যবসা  
চালিয়ে এসে আজ ডাচ পুলিশের ভয়ে...

সুমিত্রা। ডাচ পুলিশ ! ডাচ পুলিশকে ভয় কববে আমি !

জোসের প্রবেশ

জোস। Look here Rose, Jones has no bottle with  
him now.

সুমিত্রা। Silence Jones !

মাদ্রাজী। She is agitated !

জোস। She will go with us.

মুসলমান। চুপ ! আবার চটে যাবে।

ইহুদী। ভেবে ঝাথ বোজ—ভাল করে ভেবে ঝাথ।

সুমিত্রা। ( স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ) শোন মামা, তোমাদের কথা শুনে  
আমাব শিরার রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। ইচ্ছে হচ্ছে তোমাদের হাত ধরে  
ছুটে যাই বাটাভিষায় ..ইচ্ছে হচ্ছে আন একবার আগেকার মত মহশ্র

বিপদ মাথায় নিয়ে সুমাত্রায়, জাভায়, চীনে, রেনে, ষ্ট্রামারে, জাভাজে, বিহায় গতিতে ছুটোছুটি করে বেড়াই—ইচ্ছে হচ্ছে হাসি দিয়ে, কটাক্ষ দিয়ে, কপেব আলো দিয়ে, নির্ঝোঁধ কতকগুলো পুরুষকে পিছু পিছু ছুটিয়ে নিয়ে বিজয়িনীর জয়মালা গলায় পবি ! সত্যই মনে হচ্ছে, সেই উত্তেজনা, সেই উদ্ভাসনা, সেই প্রতিনিয়ত বিপদের সঙ্গে, মরণের সঙ্গে, খেলা করাই ত সত্যিকাবের জীবন ।

জোস। Right you are !

মাদ্রাজী। You are born for it !

মুসলমান। বক্তে রয়েছে তোমার সেই মাতনের নেশা !

ইহদী। ইচ্ছা তোমার অপূর্ণ রেখ না ।

সুমিত্রা। আব এক বছর আগে হলে ছুটে যেতুম তোমাদের সঙ্গে ; এক বছর আগে হলে এই ইচ্ছাকে আমি বশ করতে চাইতুম না, পারতুমও না—কিন্তু আজ...

ইহদী। আজ কি হয়েছে, রোজ ?

সুমিত্রা। আজ আমি যে ব্রত নিয়েছি, তাতে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করবার অনন্ত অবসর আমি পায়ে। তর্কায় এই যে, তোমাদের পথে আমার নাবীহ, আমার মল্লসহ, আমার অস্তিত্ব, বার্থভায় পুষ্ট হবে যেত ; আব নে পথে আজ পা বাড়িয়েছি। ব্যর্থতা এলেও তা আমার জীবন, আমার জনম, আমার ইতিকাল, আমার পরকাল উজ্জল হবে রাখবে। আমাকে তোমরা আর বিরক্ত করোনা। অতীতের কথা বলে আর আমাকে ব্যথা দিয়ে না। আমি যাব না স্থির জেনে তোমরা তোমাদের নরকে ফিরে যাও—

সুমিত্রা দ্রুত দোতলার সিঁড়িতে উঠতে গেল। ইহদী তাহাকে ধবনি

ইহদী। না, না তোমাকে ছেড়ে আমরা যাব না ।

মাদ্রাজী। We shall carry you with us !

জোস। We shall carry you by force !

গিরিশ। ( অদৃশ্য হইতে ) Try, if you will, cowards !

পিস্তলের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে চিমনি ভাঙ্গার শব্দ হইল

মাদ্রাজী। What's that !

আগর পিস্তলের শব্দ

জোস। The police !

মাদ্রাজী। Run on boys, run on. British police will finish us.

তাহারা নৌডাঙ্গা বাহির হইয়া গেল, সুমিত্রা টেবিলের ওপর মুখ গুঁজিয়া দুই হাত রাখিয়া বসিয়া রহিল। গিরিশ মহাপাত্র নামগা আনিল। দরজা দিয়া বাহিরটা দেখিল। তার পর সুমিত্রার কাছে দাঁড়াইল।

গিরিশ। Are you hurt, please ? কোথাও লেগেছে ?

সুমিত্রা। কে ! কে তুমি ?

শশি একটা প্রকাণ্ড আলো লইয়া প্রবেশ করিল।

গিরিশ। অধানের নাম গিরিশ মহাপাত্র !

সুমিত্রা ও শশি। সব্যসাচী !

গিরিশ। না, না, গিরিশ মহাপাত্র। সাক্ষী এই গাভাব কল্লি, আর সাক্ষী হাতের এই হলুদ দাগ !



## চতুর্থ দৃশ্য

অপূর্বর বাসার সিঁড়ির পথ

তেওয়ারী। কোন শালার একাজ আছে হামি দেখিয়ে লেবে।  
ওপরমে কোন হায়? পানি কোন ফেকা? আরে! বাত নেহি শুনতা  
হায়।

ওপরের সিঁড়িতে দুখানি পা দেখা গেল

জোসেফ। হল্লা কেঁও করতা হায় উল্লু?

তেওয়ারী। তুম উল্লু—তোমবা বাপ উল্লু হায়।

জোসেফ। Shut up।

তেওয়ারী। আও শালা নীচে, দেখে কেতনি হিস্মৎ—আও ঔব  
এক কদম বাটো! বাটো, দেখে কেতনি হিস্মৎ—

জোসেফ। ফিন চিল্লাতে হো!

তেওয়ারী। কেবেস্তান হোকর তুম হামাবা খানা'পর পানি  
কেকেনে আউর হাম কুছু বোলেদে নেহি?

জোসেফ। Get away! Get away, you fool.

এপাং করিয়া চাবুকের আওয়াজ হইল। তেওয়ারী এক ধাপ নীচ

নামিয়া লাঠি তুলিয়া কহিল

তেওয়ারী। শালা চাবুক চালাতা হায়।

অপূর্বর প্রবেশ

অপূর্ব। কি করছিস তেওয়ারি।

তেওয়ারী। শালা সাহাবকো আজ খুন কোরবে ছোটাবাবু।

অপূর্ব। মুখ খারাপ করিসনে, চলে আয়।

তেওয়ারী। আওনাবে শালা!—আও বাবু মেবা সাথ—আও—  
বাবু—

অপূর্ব। কি পাগলামো কবচিস তেওয়ারি। বিদেশ বিভূঁই ঠাই।  
শেষে একটা ফোজদারি মামলা বাধাবি ?

তেওয়ারী। কি কোববে বোলো ? র'সুই শেষ করে হামি বসুলো,  
আউর শালা সাহাব ওপরসে পানি গিরায়ে দিলো। মেনেছ কা পানি  
খানা'পর গিরলে তিন্দুলোক কখনো তা খেতে পারে ?

অপূর্ব। তুই চল, যরে চল।

তেওয়ারী। ই চলো দেখবে। খুঁচুড়ী হাড়িমে পানি, বর্তনমে  
পানি, বিস্তাবা বকস টিখিল ট্রাঙ্ক, সব কুছপর পানি। কিতাব কাগজ  
ভি তোমার পানিমে ভিজ়ে গেলো !

অপূর্ব। ত্রা সাহেব এরবম কবে জল ঢেলে দিলে কেন ?

তেওয়ারী। আবে ! গিযান বিবেচনা থাকবে ত কিস্তান কেনো হোবে,  
বাবু ? দারু পিয়ে সাহাব ওপরমে নাচ'তখা। হামি ভাবলো কাঠ'কো  
ছাদ শিবপব ভেজ়ে পোড়বে। তো আমি বল্লে—সাহাব মত নাচনা।  
মত নাচনা। আউর কাঁগা যাবে ? সাহাব ওপর সে কালো কালো  
পানি গিবায়ে দিলো, আব হামাদেব ঘোরে বম্নাকা জোয়ার বহে গেলো।

অপূর্ব। ভগবান না মাপালে এমনই মুখের গ্রাস নষ্ট হ'য়ে যায়।

তেওয়ারী। হামার বাত শুনো, ছোটাবাব। এহি বোণী তুম  
ছোড় দেও।

অপূর্ব। তোর মতে আমাদের পালিয়ে যাওয়াই ভালো, না ?

তেওয়ারী। তুরন্ত ! রাগে হামিও কামঠো বহুং খাবাপ কোরলো,  
সাহাবকো বহুং গালি গালাজ করলো।

অপূর্ব। গাল না দিয়ে মারাই উচিত ছিল।

তেওয়ারী। আরে সত্যনাশ। কী বলডো তুমি ছোটাবাবু!  
বাঙালি হোয়ে সাহাবকো মা'ববো জামি। আরে নহি, নহি—

তেওয়ারীর হাত হইতে লাঠি লইয়া সিঁড়িতে উঠিল

তেওয়ারী। আবে! লাঠি নিয়ে কাঁচা ফলো তুমি?

অপূর্ব। তুই যা দিকিনি।

বাহাত দিখে তেওয়ারীকে ঠেলিয়া দিয়া অপূর্ব উপরে উঠিতে লাগিল।

ভারতী নামিয়া আসিল। অপূর্ব শমকিয়া দাঁড়াইল

ওপরের মাতাল সাংঘেবটা কোথায় থাকে বলতে পারেন?

ভাবতী। কেন বলুন ত!

অপূর্ব। তাকে দেখাতে চাই, সে আমার কত ক্ষতি কবেছে। তা'ব  
ভাগ্য ভালো যে আমি বাড়ি ছিলাম না।

ভাবতী। থাকলে কী কবতেন?

অপূর্ব লাঠি ঠুকিল

অপূর্ব। শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতুম।

ভারতী। তিনি গুয়ে পড়েচেন।

অপূর্ব। আমি তাকে টেনে তুলব।

ভারতী। ট্রেসপাসের চার্জে পড়বেন যে।

অপূর্ব। আপনি ঠাট্টা করচেন।

ভাবতী। না। সত্যি কথাই বলছি।

অপূর্ব। 'অত্যায়েব প্রতিকার আমাদের করতেই হবে।

ভারতী। ও! তাই বৃদ্ধি তেওয়ারীর লাঠি আপনার হাতে।

অপূর্ব। দেখুন লাঠী চালাবাব কাজ আমার নয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন ওপরের ওই সাহেব বর্ষরের মতো আমাদের যথেষ্ট লোকসান কবেচে। অথচ আমরা তার কোন ক্ষতি করিনি।

ভারতী। আমার বাবাব এই ব্যবহারের জন্য আমি সত্যিই লজ্জিত।

অপূর্ব। আপনার বাবা !

ভারতী। হ্যাঁ।

অপূর্ব। ওপরের ওই সাহেব ?

ভারতী। আমি তাঁরই মেয়ে।

অপূর্ব। আমি ভেবেছিলুম আপনি বাঙালী।

ভারতী। আমি আর আমার মা তাই বটে।

অপূর্ব। জাত, ধর্ম, স্বদেশ, সর্বস্ব খুঁটিয়েচেন !

ভারতী। বিশ্বাসীদের আপনি বুঝি খুবই গুণ করেন ?

অপূর্ব। ওকথা থাক। আপনার বাবাকে বলবেন তিনি যেন কাল সকালে নিজে দেখা করে আমাব সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া করবার চেষ্টা করেন।

ভারতী। বেশ, তাই বলব। কিন্তু তার আগে বাবার হয়ে আপনার কাছে আমিই ক্ষমা চাইছি।

অপূর্ব। ক্ষমা তাঁকেই চাইতে হবে।

ভারতী। তিনিই চাইবেন।

ভারতী উপরে উঠিয়া গেল

অপূর্ব নামিয়া কহিল

অপূর্ব। খামকা খামকা লোকের সঙ্গে ঝগড়া করিস ! যাকে যা না বলবার তাই বলিস তুই !

তেওয়ারী। হামার খানা পর পানি গিরাবে, আউর হামি কুছ বলবে না।

অপূর্ব। তুই মুখা, তুই কী করে বুঝবি বে, পৃথিবীর বাবো আনা লোকের খাবার অপর চার আনা লোক নিভা কেড়ে খায়, আব বারো আনা লোক নীরবে নিজেদের খাবার অপরের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। তুই এমন কি মাতঙ্গব হলি নে, এটা আব সহিতে পারবিনি।

তেওয়ারী। তোমাব কোথা হামি বুঝলো না ছোটাবাবু।

অপূর্ব। বুঝতে তুই পারবিনে। আর বোঝবার চেষ্টাও তুই করিসনি। সায়েব জাহাঙ্গেই তোকে আমি কোলকাতায় পাঠিয়ে দোব।

তেওয়ারী। হঁ। পাঠিয়ে দোব। তোমাব ভকুমে হামি আসলো, তে তোমার ভকুমসে লোটে বাবে।

অপূর্ব। আমাব গার্জিয়ান হয়ে এসেছিস তুই। এম, এ, পাশ করলুম, এত বড় একটা চাকরি গোগাড় কবে বাংলা থেকে বন্দী আসতে পারলুম, আব নিজের ইচ্ছে মতো কোনো কাজ করতে পারব না? কেন? কিসের ভুল?

ভারতী দুয়ারের কাছে আদিখ ফলভরা টুকরি বসে হাত বাড়াইয়া

রাখিল—তেওয়ারী বলিল

তেওয়ারী। নেতি, নেতি মেনদাব। সব লে যাও! মেলেহকা ফঁ-  
হামলোক নেহি খাতা।

অপূর্ব। আঃ! তেওয়ারী বড় অসভ্য। এসব কেন?

ভারতী। মা পাঠিয়ে দিলেন। আপনাদের খাওয়া হয়নি।

অপূর্ব। আপনার মাকে ধন্তবাদ। কিন্তু আমাদের'থাওয়া হয়নি, তাঁকে কে বলে ?

ভারতী। আমরা জানি। আর এসব বাজারের ফল। এতে ত কোন দোষ নেই।

অপূর্ব। না, না, দোষের কথা নয়। ইয়া তেওয়ারি, বাজারের ফলে দোষ কি ?

তেওয়ারী। বাজারকা ফল বাজারসে হানি ভি লে আনে সক্তা। টোকরী উঠাও মেমসাব—ইসমে হামারা কুছ কাম নেই হোগা। টোকরী উঠাও ! ঘর কিন পানিগে সাফা কবনে হোগা।

ভারতী। সাজিটা বেখেছি তাতেই জায়গাটা ধুয়ে ফেলতে হবে ?

তেওয়ারী। আলখৎ ! তুমলোক মেলেছ, কেদেস্তান, অচ্ছুং !

অপূর্ব। তেওয়ারী ! দেখুন, ওব কথাব আপনি বাগ করবেন না। ওটা কাঠ-মুখ্য, বিষম গোয়াব ! আপনি ভেতবে আসুন।

ভারতী। আমি যে অচ্ছুং।

অপূর্ব। না, না, আসুন দয়া কবে।

ভারতী। সাজিটা বেখেছিলুম বলে এই দারগাটাই আপনারা ধুয়ে ফেলবেন, আর আমি হবে ঢুকলে কাঠের পাটাতন অবধি যে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।

অপূর্ব। না এলে কিন্তু দুঃখ, আপনি আমাদের ক্ষমা করতে পারেন নি।

ভারতী। সেকি ! অজ্ঞার যে আমবাই কবিচি।

অপূর্ব। আমরা আচার বাঁচিয়ে চলতে অভ্যস্ত, কিন্তু অসভ্য নই। আপনি আসুন।

ভারতী । না । এই বাতের বেলায় আর আপনাদের ধোয়'-মোছার  
কষ্ট দিয়ে লাভ নেই ।

হাত বাড়াইয়া টুকুরিট লইয়া প্রস্থান

তেওয়ারী । ও দইয়ারে দইয়া ! শালা পাপ নিকলে গেল ।

তেওয়ারীর প্রস্থান

অপূর্ব । তার মিনতির, তার ব্যগ্রতার, তার বিনয় নম্র ব্যবহারের  
কোন দাম নেই । সর্ব্ব্ব হয়ে রইল আচার ।

রামদাস তলোয়ারকরের প্রবেশ

রামদাস । বাবুজি—

অপূর্ব্ব । রামদাসবাবু !

রামদাস । নামের প্রথম অংশ আমার পছন্দ হয় না । তলোয়ারকর  
বলেই আমি পরিচিত হতে ভালবাসি । কেন না তলোয়ার ইম্পাতেব, আর  
তাতে ধার থাকে বলে সব কিছু কাটে । আব বলতে পাবেন বুদ্ধিতেও  
আমার মরচে ধরে না । হাঃ হাঃ হাঃ !

অপূর্ব্ব । হ্যাঁ, দেখুন মিঃ তলোয়ারকর, এ বাড়ীতে আমাদের থাকা  
হবে না ।

তলোয়ারকর । কেন বলুনত !

অপূর্ব্ব । আমাদের ওপর বড় উপদ্রব চলচে ।

তলোয়ারকর । সে কি !

অপূর্ব্ব । ওপরে একটা মাতাল ফিরিজি থাকে ।

তলোয়ারকর । তাতে আপনার কি বাবুজি ?

অপূর্ব্ব । তার একটা মেয়ে আছে ।

তলোয়ারকর। আপনাকে বিয়ে করতে চায় না কি? হাঃ  
হাঃ হাঃ—

অপূর্ব। না, না, বাপ আর মেয়ে দুই—ই—

তলোয়ারকর। মাতাল?

অপূর্ব। না, না, বজ্জাত।

তলোয়ারকর। তার আর করতেন কি! সংসাবে বহু বজ্জাত বাসা  
বঁধে রখেচে।

অপূর্ব। কিন্তু ওরা যে আমাদের ওপর বড় উপদ্রব করচে! ওপব  
থেকে জল ঢেলে আমাদের খাবার দাবার নষ্ট করেছে। বিজানা-পত্র  
সব ভাসিয়ে দিয়েচে। তেওয়ারী বলতে গিছিলো চাবুক নিয়ে তাড়া  
করেচে।

তলোয়ারকর। আপনি কি করলেন?

অপূর্ব। আমি তার অস্ত্রায়াটা বুঝিয়ে দেবার জন্তে ডাকাডাকি  
করলুম, কিন্তু এখনো সে এলো না।

তলোয়ারকর। আপনিও চেপে গেলেন?

অপূর্ব। কি করি বলুন।

তলোয়ারকর। ভালো কাজ করেননি। আমি হলে ব্যাপারটা  
অস্ত্র রকম দাঁড়াত, ক্ষমা প্রার্থনা না করিয়ে ছাড়তাম না।

অপূর্ব। সে ক্ষমা না চাইলে কি করতেন?

তলোয়ারকর। ঘরে গিয়ে ঘাড় ধবে নাকে ধৎ দেওয়াতুম।

অপূর্ব। তাহলে ত সেই ক্রিমিগুল assaultই হোত।

তলোয়ারকর। হোত হোত।

অপূর্ব। আমি বলি, নিত্য নানা গুণগোল হবার সম্ভাবনা যেখানে,  
সেখানে না থাকাই ভাল।



তলোয়ারকর। কিছু এল্লি করে সরে সরে কোথায় যাবেন বলুন  
ত? পিছু হটতে হটতে এমন একটা জায়গায় আমরা দাঁড়িয়েছি, যে  
আব পিছনে গেলে অতলে তলিয়ে যাব! মনে সাহস এনে  
এইখানে আপনি থাকুন, বাবুজি—পালিয়ে আমাদের মুখে আর কালি  
মাখাবেন না।

অপূর্ব। আপনি ঠিক বলেছেন। এ বাসা আমার ছাড়া হবে না।

তলোয়ারকর। এই ত আমি চাই বাবুজি, এই ত আমি চাই।  
অত্যাচারে ভয়ে আমরা অনেক পালিয়েছি—কিন্তু ব্যস! আর নয়।

### পঞ্চম দৃশ্য

শশির কক্ষ

রাইমোহন ভট্টাচার্য ও নবতারা

রাইমোহন। নবতারা নবতারা করে শশি কবি পাগল হয়ে গেছে,  
তা তুমি জান?

নবতারা। না।

রাইমোহন। শশি মদ খায়, তা তুমি জান?

নবতারা। জানি।

রাইমোহন। তবু তার সঙ্গে তুমি মেশ কেন?

নবতারা। এ বিদ্বেশে তার চেয়ে আপন কাউকে পাইনি বলে।

রাইমোহন। হঁ। তুমি তাকে ভামোয় পাঠিয়েছিলে?

নবতারা। ভামোয় যেতে বলিনি। তোমার খোঁজ করতে বলিচি।

রাইমোহন। আমার খোঁজ করতে?

নবতারা । হ্যাঁ ।

রাইমোহন । কেন ?

নবতারা । আমাদের এখানে একা ফেলে কোথাও তুমি চলে গেলে  
তাও জানতে চাইব না ?

রাইমোহন । শশির সঙ্গে তুমি আর দেখা করতে পারবে না ।

নবতারা । কেন ?

রাইমোহন । আমার হুকুম ।

নবতারা । হুকুম করবার তোমার কী অধিকার আছে ?

রাইমোহন । আদালতে অধিকার অস্বীকার করতে পারবে না ।

নবতারা । সে অধিকারের দাবী যদি তোল, নিজের ক্ষাদেই  
পা দেবে ।

রাইমোহন । তাই নাকি ?

নবতারা । এক বছর একটি পয়সা দিয়েও তুমি আমাদের সাহায্য  
করনি...

রাইমোহন । তোমার দৃপসজ্জা দেখে কেউ বিশ্বাস করবে না তুমি  
অভাবে দিন কাটাও । বোঝা যায়, রোজগার তোমার মন্দ নয় ।

নবতারা । ( উঠিয়া দাঁড়াইল ) এমন কথাও তুমি আমাদের বলতে  
পার ?

রাইমোহন ! অস্বীকারেই পারি ।

নবতারা । অমানুষ বলছি পার ।

গাইতে উদ্ধত হইল

রাইমোহন । শোন । তোমাকে দেশে ফিবে যেতে হবে ।

নবতারা । কেন ?

রাইমোহন। আমার হুকুম।

নবভারা। দেশে গিয়ে খাব কি ?

রাইমোহন। আমি টাকা পাঠাব।

নবভারা। তোমার টাকা আমি নোব কেন ?

রাইমোহন। টাকা নেবে না যদি, তবে টাকা দিইনি বলে অত্যাচার  
করছিলে কেন ?

নবভারা। অত্যাচার করিনি। কথাটা শুধু তোমায় মনে করিয়ে  
দিয়েছি।

রাইমোহন। আমি তোমায় নিয়ে ঘর করবোনা।

নবভারা। সে আমি জানি।

রাইমোহন। তবে কি আশায় রেছোনে পড়ে থাকতে চাও ?

নবভারা। নিজের বাসনা চরিতার্থ করবার আশায়।

রাইমোহন। আমার মুখের ওপর একথা বলতে তুমি সাহস পাও !

নবভারা। তোমাকে আর ভয় কিসের ! তুমি যাও, যেখানে  
ইচ্ছে, যার কাছে ইচ্ছে, চলে যাও তুমি। তোমার সঙ্গে আমার কোন  
সম্বন্ধই আর নেই।

ক্রান্ত চলিয়া গেল। রাইমোহন কিছুকাল তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া কহিল

রাইমোহন। ইন্স! তেজ দেখিয়ে চলে গেল। আচ্ছা দেখা যাবে।

বেগে বুরিয়াই দেখিল শশি দাঁড়াইয়া আছে

শশি। এই যে ভট্টচাঁদ মশাই। আমার আগেই এসে পৌঁচেছেন।

নবভারার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

রাইমোহন। ছাখ কবি, চং করে পাগল সেজে বেড়াও তুমি। কিন্তু  
আমি জানি পাগল তুমি আদৌ নও।

শশি। ভুল করলেন ভট্টাচার্য্য মশাই। পাগল বলে নিজেকে আমি কখনো প্রচার করতে চাইনি। তবে হ্যাঁ, মাতাল বলে কিছু খ্যাতি অর্জন করিচি। কিন্তু আমার কথা ছাই চাপা দিন, নবতারার কথা বলুন। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

রাইমোহন। আমার জ্ঞার নাম ধরে ডাকবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে ?

শশি। নবতারাই দিয়েছেন।

রাইমোহন। এতদূর !

শশি। এটুকু অধিকার পেতে বেশি দূর যেতে হয় না মশাই।

রাইমোহন। শোন কবি।

শশি। দাঁড়ান মশাই ! বোতলটা আর ব্যাঙ্কলটা সামলে নি !

বোতল বেহালা রাখিখা

এবারে বলুন কি বলতে চান।

রাইমোহন। নবতারার সঙ্গে তুমি দেখা করতে পাববে না।

শশি। আমার অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়নি যে তাঁর দেখা না পেলে হাট ফেল করে মারা যাব।

রাইমোহন। দেখা করবে না, বল।

শশি। এক সপ্তে।

রাইমোহন। সপ্ত টপ্ত কিছু নেই।

শশি। নিশ্চয় থাকবে।

রাইমোহন। কী সপ্ত।

শশি। আপনি নবতারাকে ত্যাগ করবেন না, তাঁকে নিয়ে ঘর করবেন।

রাইমোহন। অসম্ভব।

শশি। আপনি নবতারাব স্বামী। তাই কাজটা অবৈধ হবে না।

রাইমোহন। নবতারাকে নিয়ে আমি ঘব করলে তোমার অবস্থা কি হবে শূনি?

শশি। তুরীয় অবস্থা। কারু জন্ত কোন দায়িত্ব থাকবে না। মনের আনন্দে মদ খেয়ে বেড়াব।

বসিয়া বোতলটা গুলিয়া থানিকটা থাইয়া লইল

কি বলেন? সন্তে রাজী? আপনার ভামোর কৌত্তি নবতারাকে বলিনি।

ওকে নিয়ে দেশে চলে যান। সব কিছু চাপা পড়বে।

রাইমোহন। মনে মনে নবতারাকে আমি জ্ঞা বলে স্বীকার করতে পারি না।

শশি। একটু মদ খেয়ে নিন, স্থিতি ফিবে আসবে।

রাইমোহন শশির হাতের বোতলের দিকে চাহিয়া দেখিল হঠাৎ চিলের মত ছৌ দিয়া

শশির হাত হইতে বোতল কাড়িয়া লইয়া ঢক ঢক করিয়া থানিকটা থাইয়া লইল।

আরো খান! আরো খান, আরো—কেবল তলায় একটুখানি বেখে দেবেন এই নির্কাসিত যক্ষের জন্ত।

ভট্টগাঘ, থানিকটা থাইয়া বোতল রাখিয়া দিল

That's like a good boy। এখন শুভ্রন। এইখানেই নবতারাকে নিয়ে থেকে যান। আমি প্রতিজ্ঞা কব্চি ভিক্ষে করেই গোক, আর চুরি কদেই হোক, ফি রোজ আপনাকে একটা করে বোতল দিয়ে যাব।

ভট্টগাঘ্ যাবার বোতল তুলিয়া লইল

আজ আমি গরিব। কিন্তু এ দিন আমার থাকবে না। দশ বিশ হাজার তাতে আসবেই।

ভট্টাচার্য্য বোতল রাখিবা দিল শশি সেটা তুলিয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল

রাইমোহন। তুমি কী বলচ, কবি ?

শশি। বলচি নবতারাকে নিয়ে মনের আনন্দে এইখানেই থাকুন। আমি চল্লিশ, নবতারাকে কখনো দেখা দোব না।

ভট্টাচার্য্য শশির হাত হইতে বোতলটা কাড়িয়া লইয়া কহিল

রাইমোহন। তবে যে তুমি বললে, ফি বোজ একটা কবে বোতল দিয়ে যাবে ?

শশি। ঠিক ! ঠিক ! বলেছিলুম বটে ! তা এক কাজ করবেন। বোজ ছুপুরে রাত্তার মোড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমি চুপি চুপি দিয়ে চলে যাব।

ভট্টাচার্য্য বোতলটা ফেলিয়া দিয়া যাইতে যাইতে কহিল

রাইমোহন। একটা পাইট এনে খয়রাত করচ বাবা। সত্যায় কিস্তি। থাকগে। এখন শোন আমার শেষ কথা। নবতারাকে নিয়ে আমি ঘর করবো না।

ছগারের দিকে অগ্রসর হইল। শশি তাহাকে ধরিল

পিছু টানছ কেন বাবা ?

শশি। আজ আপনাকে কিছুতেই যেতে দোব না।

রাইমোহন। কেন দেবে না ?

শশি। নবতারা যদি মনে করে আমি আপনাকে মদ খাইয়েছি বলে আপনি চলে গেলেন, না খাওয়ালে যেতেন না ?

রাইমোহন। ককক না মনে বা তার ইচ্ছে।

শশি। না, না। আমি আপনাকে মদ খাইয়েছি। অস্ত্রায় করিচি।  
আপনি বাবেন না, আপনাকে আমি বেতে দোব না।

রাইমোহন। কবি, তুমি সবল লোক। তাই তুমি বোঝ না যে,  
মং সাহেবের সম্পত্তি, আর বন্দী স্ত্রী, কোনটাই উপেক্ষাব নয়।

বলিয়া শশিকে ধাক্কা দিয়া চলিয়া গেল

শশি। শুহুন ভট্টচাষ্মশাই, শুহুন, শুহুন—

নবতারি পিছন হইতে কহিল

নবতারি। ও শুনবে না।

শশি নবতারার দিকে ফিরিল

শশি। আমি তোমার সর্বনাশ করিচি তান্না, 'ওকে যদি মদ না  
খাওয়াতুম, তাহলে হয়ত চলে যেত না।

নবতারি। তাহলেও বেত। (নবতারি সোফায় বসিল) বিষেও  
হয়ে গেছে ?

শশি। না, না। ও বে মিথ্যে কথা বলে, তা ত তুমি জান।

নবতারি। কিন্তু তুমি, কবি, তুমি ত মিথ্যে কথা বল না। তামোয়ে  
গিয়ে তুমিই কি জেনে আসনি ও নিয়ে কবেচে ?

শশি। আমি ত তা বলিনি।

নবতাবা। বলনি। কিন্তু অস্বীকার করতে পার কি ? (শশি নীবব  
রছিল) দেখচ, অস্বীকার করতে পারচ না। আমি যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে  
শুনলুম ও বলে গেল বন্দী স্ত্রী উপেক্ষার পাত্রী নয়। উপেক্ষার অবহেলাব  
অবজ্ঞার পাত্রী কেবল বাঙালী স্ত্রী !

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শশি সোফার পিছনে গিয়া  
দাঁড়াইল। তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে কহিল

শশি । তারা, তারা, নবতারা ! হতাশায় আজই ভেঙ্গে পোড়ো না । সব্যসাচী এসেছেন । তিনি সবই ঠিক করে দেবেন ।

নবতারা মুখ তুলিয়া কহিল

নবতারা । সব্যসাচী ?

শশি । হ্যাঁ, সব্যসাচী ।

নাতারা । সব্যসাচী নারী'ব ব্যথা বোঝেন না ; বুঝলে স্মিত্রাদিকে অত দুঃখ দিতেন না ।

শশি । সব্যসাচী দেবতা ।

নবতারা । হ্যাঁ, পাথরে'ব দেবতা !

### ষষ্ঠ দৃশ্য

স্মিত্রাব কক্ষ

ডাক্তার । দুটো দিন এক বায়গায় স্থি'ব হয়ে বসবার আমার উপায় নেই, একথা তুমি না বুঝলে কে বুঝবে 'স্মিত্রা ? সময়ের যে এত দাম আগে তা বুঝিনি ।

স্মিত্রা । সবাই পাবে তোমাব অথঙ মনোযোগ, শুধু আমিই তোমার কাজের ভার নিয়ে তোমার স্থতির বাইবে পড়ে থাকব, এই কি তুমি চাও ?

ডাক্তার । স্মিত্রা !

স্মিত্রা । ডাকছিলে ?

ডাক্তার । হ্যাঁ ।

উষ্টিয়া দাঁড়াইল



সুমিত্রা । না, না, এখুনি চলে যেয়ো না ।

ডাক্তার কোন কথা না কহিবা দুই হাতে তাহার দুই বাহ ধরিয়া তাহার  
মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর কহিল

ডাক্তার । আমার কাজের ভার সত্যিই কি তুমি নিয়েচ ?

সুমিত্রা । নোব না এমন কথা ত কোন দিনই বলিনি ।

ডাক্তার । নিতে ভবসা হয় ?

সুমিত্রা । সে দস্তগু কখনো প্রকাশ করিনি ।

ডাক্তার । একটু আগেই যে বলে, তোমার ওপর কাজ দিয়ে স্বতির  
বাইবে তোমাকে ফেলে রাখতে চাই ?

সুমিত্রা ডাক্তারের নিকট হইতে সরিয়া যাইতে যাউতে কহিল

সুমিত্রা । এত বড় নিষ্ঠুর তুমি, যে আমাব এই অভিমানটুকু  
তুমি রাখবে না ?

ডাক্তার । পথের দাবীর কাজে কি তোমাব ভৃগুি নেই ?

সুমিত্রা । আছে । উৎসাহ নিয়ে এ কাজ কেবল ততক্ষণই কবতে  
পাবি, বতরুণ মনে করি এ তোমাবই কাজ, আমি মাত্র উপলক্ষ । কিন্তু  
বখনই এব বাইবে তোমাব চলে যেতে দেখি, তখুনি বুঝি, কত ক্ষুদ্র, কত  
তুচ্ছই না এই কাজকে তুমি মনে কব—আর কত ছোট কবেই না  
আমাদের তুমি ছাখ ।

ডাক্তার । না, না, তোমাকে আমি ছোট মনে কবিনা, সুমিত্রা ।

সুমিত্রা । নিশ্চয় কর । নইলে এই খেলনা দিয়ে তুমি আমাবে  
ভুলিয়ে রাখতে চাইতে না ।

সুমিত্রা সরিয়া গেল

ডাক্তার । “পথের দাবী” আমাব নয়, তোমারই বন্ধনা-প্রসূত । তুমিই

এব সভানেত্রী, প্রেসিডেন্ট। বক্তৃতা এর গভীর মাঝে থাকি, ততক্ষণ আমিও তোমারই আদেশবশত। আমি যদি একে তুচ্ছ মনে করতুম, এক যুহুর্ভব জন্তোও আমি এর নিয়মে ধরা দিতুম না।

সুমিত্রা একপাশি বসে জইয়া ডাক্তারের দিকে ফিরিয়া শুনিতেন নাগিল

আমি জানি, আমি বিশ্বাস কবি, ক্ষুদ্র পরিসর এই পথেব দাবী একদিন বৃহৎ হয়ে উঠবে। বৃহত্তর ভাবত বৃহত্তম জগত একদিন পথেব দাবীব অঙ্গভূত হবে। সেদিন এব গভীর বাইবে থাকবাব উপায় আমারও থাকবে না।

সুমিত্রা। সত্যিই কি পথেব দাবীর এই মর্যাদা তুমি দিতে চাও?

ডাক্তার। নইলে সুমিত্রাকে দিয়ে আমি কি বাজে কাজ করিয়ে নিতে চাই।

সুমিত্রা। তাহলে আজই একটা কথা দিবে নাথ।

ডাক্তার। বল কী তুমি চাও।

সুমিত্রা। বিপদ যেদিন দুর্ভাব হবে, সেদিন আমাকে তোমার পাশে দাঁড়াবার অধিকার দেবে?

শশি প্রবেশ করিয়া একটা বিকট শিশু দিয়া ফিরিয়া বাইতেনছিল

ডাক্তার। কবি!

শশি ফিরিয়া কহিল

শশি। বন্ধন না আর। আমার নিশ্চয় কান্না পাচ্ছে :

ডাক্তার। ( হাসিয়া ) কেন কবি, তোমার আবার কি হোল?

শশি। বেকুন্দের মত ববে ঢুকে একটি পরম মুহূর্ত্ত আমি নষ্ট করে দিয়েছি।

সুমিত্রা। তুমি আজও মদ খেয়েচ?

শশি। Only a drop President. পকেটে মোটে দশটা পয়সা ছিল। তাতে আর ক ফোঁটাই বা পাওয়া যায়।

ডাক্তার আসনে বসিতে বসিতে কহিল

ডাক্তার। একটু ব্যায়লা শোনাবে কবি ?

শশি। শুনতে চান শোনাতে পারি। কিন্তু আপনার ভালো লাগবে না, শ্রার।

ডাক্তার। কেন ?

শশি। স্মিত্রা দেবী যদি অভয় দেন বলতে পারি।

ডাক্তার। স্মিত্রার কাছেত তোমার সাত খুন মাপ।

শশি। তাহলে কথাটা বলেই কেলি শ্রার। যে কানে স্মিত্রা মধু ঢালুছিলেন, শশির ব্যায়লা সে কানে বেঙ্গুবোই বাজবে।

স্মিত্রা। তুমি বুঝি ভাবছিলে আমরা প্রেমলাপ করছিলুম।

শশি। যদি না করে থাকেন, অজ্ঞায় কবেচেন। আকণোষের শেষ থাকবে না।

স্মিত্রা। কেন ?

শশি। শ্রার হঠাৎ এসেচেন হঠাৎ চলে যাবেন। তখন কি করবেন ? যেমন দেবী তেমন দেবতা না হলেত প্রেম জন্মবে না।

ডাক্তার। কিন্তু স্মিত্রা বলছিলেন, তিনি তোমাকেই ভালবাসেন, কবি।

শশি। মাপ করবেন, শ্রার। বাধিনীর প্রেমের প্রত্যাশা আমি করি না। গেন্দি বুঁচির অভাব রেঙ্গুনে নেই। এক ছটাক মদ খাইয়ে এক বোতল প্রেম নির্যাস নিয়ে অনায়াসে ঘরে ফেরা বায়—আঁচড় কামড়ের ভয় থাকে না।

সুমিত্রা। You are getting vulgar.

শশি। Excuse me President, কান মলে দিন।

সুমিত্রা। নবতারাকে বলে দোব।

শশি। She is no less vulgar.

ডাক্তার। সে কি শশি!

শশি। মিলিয়ে দেখে নেবেন, আর।

নিউটনের ওপন হাউসে ভারতী ডাকিল

ভারতী। সুমিত্রাদি!

ডাক্তার। আদে এস এস, ভাবতী এস।

ভারতী। দাদা!

নিউটন দিয়া তর তর করিয়া নামিয়া আসিল, ডাক্তারের পায়ের ধূলো লইল

ডাক্তার। বোস ভারতী!

ডাক্তার সুমিত্রা ও হারটীর মাঝখানে বসিল

অপূর্ণবাবু খবর কি বল ত?

ভাবতী। আজ এসেছিলেন।

সুমিত্রা। তোমার বাচ্চাহরি আছে, ভাবতী। অতবড় গোড়া  
হিন্দুটিকেও তুমি ঘায়েল করলে!

ভাবতী। বাবকে বে বাঁধতে পারে, তার কি এতে বিস্মিত হওয়া  
সাজে, দিদি?

সুমিত্রা। খেলাব বাবকে নিশ্চয়ই বাঁধতে পারি। কিন্তু তুমি বার  
কথা বলচ, তিনি যে Man-cater!

ভারতী। তাই নাকি দাদা?

ডাক্তার। কথাটা মিথ্যে নয়। তিন চার দিন যখন খাবার জোটে না, তখন মনে হয় মাল্‌ষ গরু যা পাই ধরি আর গিলি।

ভারতী। আচ্ছা দাদা, শুনে তোমার মান অভিমান নেই, দয়ামায়া নেই, বুকেব ভেতরটা একেবারে পাষাণ দিয়ে গভা ?

ডাক্তার। কে একথা বলে ভারতী ?

ভারতী। যেই হোক ; নিশ্চয় বলে।

ডাক্তার। সে আমাকে তাহলে সত্যি সত্যিই ভালবাসে।

ভারতী। তা বাসে।

ডাক্তার। সে আর কি বলে ভারতী ?

ভারতী। আর বলে তোমার অন্তরে আছে নাকি মাত্র একটি বস্তু— জননী জন্মভূমি। কেমন করে হোল ?

ডাক্তার। কেমন কবে হোল ! (সায়ের দিকে দৃষ্টি ভাসাইয়া) কই কনি ! একটি বাব ব্যায়না শোনাও না।

শনি বেহালা ঠিক করিতে লাগিল

ভারতী। বল দাদা তা কেমন করে হোল ?

ডাক্তার। সেও এক ছেলেবেলার ঘটনা, ভারতী।

ভারতী। দাঁড়াও দাদা, আমার জায়গাটিতে বসতে দাও।

নানিয়া পায়ের কাছে বসিল। শনি বেহালা বাজাইতে লাগিল

ডাক্তার। জীবনে কত কি এল, কত কি গেল, কিন্তু সে দিনটি স্মৃতিতে একেবারে অক্ষয় হয়ে রইল ! আমাদের গ্রামের প্রান্তে বৈষ্ণবদের একটা মঠ ছিল। একদিন রাতে সেখানে পোড়ল ডাকাত। চৈত্যা-মেচি কাল্লাকাটিতে গ্রামের বহুলোক চারদিকে জড়ো হলো। কিন্তু ডাকাতদের একটা গাদা বন্দুকের ভয়ে কেউ কাছে এগুতে পারল না। আমার এক

জাঠহুতো দাদা হিলেন—যেমন সাহসী, তেমন পথোপকাবী। বাবার জন্তে তিনি ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু গেলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘেনে সবাই তাঁকে ধবে বেখে দিল। নিকশাব হয়ে তিনি ডাকাতদের গান দিতে লাগলেন। ডাকাতরা গাদা বন্দুকের জোরে, দু-তিনশ লোকের সায়ে মোহান্ত বাবাজীকে খুঁটিতে বেঁধে তিল তিল কবে পুড়িয়ে মারলে।

ভাবতী। য্যা।

পাঁশর বেহালা খানিগা গেল, হুমিত্রা আসিগা ডাক্তারের পিছনে দাঁড়াইল

ডাক্তার। ভাবতী! আমি তখন ছেলেমানুষ ছিলাম। কিন্তু আজও মোহান্তের কাকুতি, মিনতি, মবণ-আর্তনাদ মাঝে মাঝে যেন কানে শুনে পাই। উঃ। কি সে ভয়ানক বুকফাটা আর্তনাদ!

ডাক্তার চুপ করিল, পাশি আবার সেই ককণ হুরটা বাজাইতে লাগিল

চলে বাবার সময় ডাকাতের সর্দার, বড়দাদাকে শাসিয়ে গেল যে, মাস-খানেক পরে ফিরে এসে গালাগালির সে প্রতিশোধ নেবে। বড়দাদা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিয়ে কঁদে-কেটে পড়লেন, একটা বন্দুক চাই। মাগেব দিতে বাজী হলেন না।

হুমিত্রা। এত বড় সর্দনাশ আসন্ন জেনেও না?

ডাক্তার। না। শুধু যে বন্দুকই দিলেন না, তা নয়—বড়দাদা ব্যাকুল হয়ে যখন তাঁর ধন্যক বর্ষা স্নেহ তৈরি করলেন, খবর পেয়ে পুলিশের লোক তাঁও নিয়ে গেল।

ভাবতী। তার পর?

ডাক্তার। তার পর ডাকাতের সর্দার সেই মাসের মধ্যেই তার প্রতিজ্ঞা পালন করল। এবার আরো একটা বন্দুক বেশী ছিল। বাড়ীর

আর সবলেই পানালে। শুধু বড়দাদাকে কেউ নড়াতে পারলে না। ডাকাতের গুলিতে .. তিনি প্রাণ দিলেন।

ভারতী। প্রাণ দিলেন!

ডাক্তার। হাঁ। বগটা-চাবেক সজ্জানে পৌঁচে ছিলেন। গ্রামভক্ত জড় হয়ে হৈ চৈ করতে লাগল। কেউ ডাকাতদের, কেউ ম্যাজিষ্ট্রেটকে গাল দিতে লাগল। শুধু দাদা আমার চুপ কবে বইলেন। গ্রামেব ডাক্তার ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে এনে ঠাব হাতটা সরিয়ে দিয়ে, দাদা বহোন—থাক, আমি বাঁচতে চাই না।

উঠিয়া দ্বির হইয়া দাঁড়াইয়া আবার কহিল

বড়দাদা আমাকে বড় ভালবাসতেন, আমার কারা শুনে, তিনি একটি বার চোখ মেলে চাইলেন। তারপর আন্তে আন্তে বহোন, ছিঃ! মেয়েদের মতো এই সব গল্প ভেড়া ছাগলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তুই আর কাদিসনি শৈল। কিন্তু রাজত্ব করবার মোভে বাবা সময় দেশের মধ্যে মানুষ বলতে আর একটি প্রাণীও বাথেনি, তাদের তুই জীবনে কখনো ক্ষমা করিসনি, কখনো না। এই একটি কথা। এত বেশি আর একটি কথাও তিনি বলেন নি।

ডাক্তার বসিল একটু বা। চুপ করিয়া থাকিয়া আবার কহিল

এই কথা-ভরা ইতিহাসে মুখ্যটাই আসল ট্রাজেডি নয় ভারতী, আসল ট্রাজেডি হচ্ছে, ওই মুহুর ভিতর দিয়ে শুল্লিত, পদানত, ভানতবাসীর যে উপায়বিহীন অক্ষমতা প্রকাশ পাচ্ছে তাই। আপন ভাইয়ের প্রাণ বাঁচানোর অধিকারও তার নেই!

## দ্বিতীয় অঙ্ক

### প্রথম দৃশ্য

১০

অপূর্ব। আসতে পারি ?

ভারতী দুয়ার পন্যস্ত আগাইয়া গেল

ভারতী। আগুন, আগুন, বসুন। এতদিন গৌর নেননি মোড় ?

অপূর্ব। আপনিও গো আগাদের গৌর নেননি।

ভারতী। আপনাকে পাবারই ঘো নেই। সারা বর্ষা মলুকে আপনি যে ভাবে ঘুবে বেড়াচ্ছেন,—হাতে ভগ্ন ছত্র কোনদিন পুলিশ হয় ত আপনাকেই সবাসাচী বলে ধরবে।

অপূর্ব। সবাসাচীব নাম আপনি শুনলেন কোথায় ?

ভারতী। চারদিকে সাড়া পড়ে গেছে। আপনি তাকে জানেন না কি।

অপূর্ব। না, শুধু নামটাই শুনেছি। যাচ্ছা আপনি এমন করে চলে এলেন কেন ? মাত্র দশদিন আমি বেঙ্গলেনব বাইরে ছিলাম। এসে দেখলাম কত কি পরিবর্তন হয়ে গেছে।

ভারতী। হ্যাঁ, মা বাবা দুজনাই মারা গেলেন।

অপূর্ব। শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

ভারতী। দুদিন আমি উঠতেই পারিনি।

অপূর্ব। তারপর নিজের কাজ কর্ম, খাওয়া দাওয়া এমন কি বাঁচা মরার কথাও ভুলে গিয়ে তেওয়ারীব শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করলেন।



ভারতী। কি করি বলুন! বেচারার বসন্ত হলো। আপনি নেই। হাসপাতালে ও যেতে চাইলে না। বাধ্য হয়ে আমাকেই ভার নিতে হোলো। কিন্তু এ সব আপনি কি করে জানলেন?

অপূর্ব। তেওয়ারী বললে। বললে, বাবু, ভারতী দিদি মানুষ নয়, দেবী। আমার মা-ও ও-রকম কবে আমাকে বাঁচাতে পারতেন না।

ভারতী। কিন্তু একটা ভারি বিপদ হয়েছে যে!

অপূর্ব। কি বলুন তো?

ভারতী। আপনাকে অনেক টাকা খরচ কবে তেওয়ারীর প্রায়শ্চিত্ত করাতে হবে। আমার হাতের জল, আমার তৈরী পথ্য, তাকে খেতে হয়েছে।

অপূর্ব। তেওয়ারীকে, রোগে পড়ে খেতে হয়েছে, কিন্তু আমাকে স্বস্থ থেকেই খেতে হবে।

ভারতী। কেন?

অপূর্ব। নইলে আমি মবে যাব।

ভারতী। স্বে কি!

অপূর্ব। তেওয়ারীর স্বস্থ হয়ে উঠতে এখনো অনেক দেরী আছে। উড়ে বাগুনটার বামা আমি মুখে তুলতে পারি না। মানুষ না খেয়ে বাঁচে কি করে বলুন?

ভারতী। তাই আমাকে আপনার রাঁধুনির চাকরী নিতে হবে?

অপূর্ব। আমি যে আমার মাখের হাতের রান্না খেয়ে বড় হয়েছি। মা আমার রাঁধুনি নন, তবুও তিনি রাঁধতেন।

ভারতী। তা হলে মাকেই আনিয়ে নিন।

অপূর্ব। বুড়োমানুষকে এখানে এনে কি হবে? আপনিই তো রয়েচেন।

ভারতী। আমি কে? আপনার খাওয়া খাকার ব্যবস্থা করবার ভার তো আমার ওপর নেই। কেউ তা দেয় নি। না ভগবান— না মানুষ।

অপূর্ব। আপনি ও বাড়ী থেকে চলে এলেন; একবার ভাবলেন না আমি একা ওখানে থাকি কি করে।

ভারতী। একা মানে?

অপূর্ব। একা বই কি! তেওয়ারীর দিকে চেয়ে দেখতে এখনো আমার ভয় হয়। সারা মুখে এখনো বসন্তের দিকট দাগ। আবো ভয় হয় এখন ভাবি তেওয়ারীর মত আমারও যদি বসন্ত হয়। তখন কে আমার দেখবে! আপনি তো আগে থেকেই পালিয়ে এসেছেন। আমার দেখবে কে?

ভারতী। আপনার বন্ধু তলোয়ারকরকে খবর দেবেন।

অপূর্ব। না, না, তা কিছুতেই হবে না। আমি রোগে পড়লে হয় আমার না, না হয় আপনি, একজন কাছে না থাকলে আমি বাঁচবো না। কাল যদি আমার বসন্ত হয় আমার একথা আপনি কিছুতেই যেন ভুলবেন না।

ভারতী। ( গম্ভীর হইয়া গেল ) আপনি বড় ভীতু লোক তো!

অপূর্ব। তেওয়ারীর অল্পখের কথা ভাবলে সত্যিই আমার ভয় হয়।

ভারতী। সবাই কিছু বসন্ত হয় না, আপনারও হবে না। আপনি বসুন, আমি এখুনি আসছি।

অপূর্ব। আমি একা বসে থাকব?

ভারতী। ভয় কি! এ বাড়ীতে কারু তো বসন্ত হয় নি! আপনার বন্ধু তলোয়ারকর এখুনি এসে পড়বেন।

অপূর্ব। তলোয়ারকরের সঙ্গে কোথায় আপনার আলাপ হল?

ভারতী । তেওয়ারীর অস্থখের সময় তিনিও যেতেন কি না ।

অপূর্ব । তা এখানে আসেন কেন ?

ভারতী । তা আলাপ হয়েছে আসবে না । আপনি আসেন কেন ?

অপূর্ব । আমরা একজাতের লোক । বাঙালী ।

ভারতী । আমি বাঙালী হলেও খুঁটান, সে কথা কি ভুলে গেলেন ?  
বলুন আপনি ।

ভারতী দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতে অপূর্ব কহিল

অপূর্ব । শুনুন । তলোয়ারকবকে আপনার কেমন লাগে ?

ভারতী । তলোয়ারকর বেশ লোক । যেমন তার দেহে, তেমন মনেও  
বেশ জোর আছে । তিনি আপনার মত ভীতু নন, ভীকুও নন ।

ভারতী বাহির হইয়া গেল । অপূর্ব মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল

তলোয়ারকরের প্রবেশ

তলোয়ার । এই যে বাবুজি, ভারতী কোথায় ?

অপূর্ব । আপনারকে এখানে দেখতে পাব আশা করিনি ।

তলোয়ার । ( হো গো করিয়া হাসিয়া ) আমার সঙ্গে কোনদিন  
তার ঝগড়া হয়নি, আপনার হয়েছিল ।

অপূর্ব । আপনিও একদিন ওদের জাতকে খ্রিষ্টিয়ান বলতেন ।

তলোয়ার । আর মজা এই যে, আজ আমরা দু'জনেই ভারতীর  
ভক্ত হয়ে পড়েছি ।

অপূর্ব । ভক্ত ! ভক্ত হতে যাব কিসের জন্তে ? তবে তেওয়ারীর  
শুশ্রূষা যে ভাবে করেচেন, তা শুনে শ্রদ্ধা না করে পারি না ।

তলোয়ার । তবুও আপনি নিজের চোখে তা দেখেন নি । রাতের

পব রাত রোগীর শিয়রে যেন হিব দীপ-শিখা ! সব্যসাচীন উপকৃত্তা শিখা ।

অপূর্ব । ( লাকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ) কে সব্যসাচীন উপকৃত্তা শিখা ?

তলোয়ার । কেন, ভারতী ।

অপূর্ব । ভারতী সব্যসাচীর শিখা ?

তলোয়ার । তাঁরই মুখে শুনেচি ।

অপূর্ব । সব্যসাচীকে তুমি দেখেচ ?

তলোয়ার । না, ভারতী বলেচেন দশনের ব্যবহা তিনিই করে দেনেন ।

অপূর্ব । এই ভেবেই আজ আশ্চর্য্য হচ্ছি তলোয়ারকর, যে কত ভুলের মধ্য দিয়ে, কত অপ্রীতিকর অবহার মধ্য দিয়েই না ভারতীর সঙ্গে আমাদের পার্শ্ব নিবিড় হয়ে উঠেছে । আজ দেখতে পাচ্ছি, ভারতীর সাহায্য ছাড়া আমাদের এর পাও এগুয়ার উপায় নেই ।

তলোয়ার । দেখবেন বাবুজী, লক্ষণ ভালো নয় । প্রেমের বীজাণু ওবকম পরিবর্তন আনে ।

অপূর্ব । হাসবান কথা নয় । সব্যসাচী মথকে কোতুহল আমারও ছিল । কিন্তু ভাবিনি ভারতীর সাহায্যে তাঁর দেখা পাওয়া যেতে পারে ।

তলোয়ারকর দেখালে লে ঃ “পথের দাবী” দেখাইয়া বলিল

তলোয়ার । এটা দেখেচেন বাবুজী ?

অপূর্ব । “পথের দাবী” । অর্থ কি তলোয়ারকর ?

তলোয়ার । বাঙলা আপনারই মাতৃভাষা, আমার নয় । ( হাস্য )

অপূর্ব । ওর কি অর্থ, আমি জানি নে ।

তলোয়ার। আমি ভেবেছিলুম আপনার কাছ থেকেই জেনে নেব।

অপূর্ব। কেন, ভারতী আপনাকে ওর মানে বলে দেন নি ?

তলোয়ার। দ্বিজ্ঞাসা করেছিলুম। জবাবে জানিয়েছিলেন—  
সবস্যাচীই নানে বলে দেবেন।

অপূর্ব। সবাসাচী ! সবাসাচী বেন আলোয়ার আলো হয়ে রয়েছে।  
পুলিশ অবধি তাব পরশ পাচ্ছে না। গভর্ণমেন্টের কত টাকাই না বুনো  
হাঁস ধরবার জন্য ব্যয় করা হচ্ছে।

তলোয়ার। বুনো হাঁস ধবড়ে বাঙলা দেশ থেকে যাবা এসেচেন,  
তাদের মধ্যে আপনিই না একদিন বলেছিলেন, আপনার একজন  
অস্ত্রীষ আছেন ?

অপূর্ব। হ্যাঁ, তাঁকে আমি কাকা বলি। তিনি আমার শুভাকাকী।  
তাই বলে আমার দেশেব চেয়ে তো তিনি আপন নন। তাঁর চেয়ে বাকি  
তিনি দেশের টাকায় দেশেব লোক নিযোগ কবে শিকারের মতো তাড়া  
কবে বেড়াচ্ছেন, তিনি আমার চেব, ঢের বেশী আপনার।

তলোয়ার। এ কথা বলায় দুঃখ আছে, বাবুজী।

অপূর্ব। থাকে তাই নোব। কিন্তু তাই বলে তলোয়ারকব, শুধু  
কেবল আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর যে কোন দেশে, যে কোন যুগে,  
যে কেউ তার ভ্রমভূমিকে স্বাধীন করতে চেয়েচে, তাকে আপনার নয়  
বলবার সাধ্য আর বার থাক, আমার নেই।

তলোয়ার। বলুন যে দুঃখ গোতে হয়, তা কি আপনি সহিতে পারবেন  
বাবুজী ?

অপূর্ব। কেন পারব না ?

তলোয়ার। আমি পারি নি কিনা।

অপূর্ব। তুমি পার নি মানে ?

তলোয়ার। ছ'বছর জেল খাটলুম।

অপূর্ণ। জেল খেটেচ তুমি!

তলোয়ার। আর এই জামাটা যদি গুলে ফেলেন, তা হলে দেখতে পাবেন, ওখানে বেতের দাগে দাগে আব জায়গা নেই।

অপূর্ণ। বেতও খেয়েচ তলোয়ারবাবু?

তলোয়ার। স্বাধীনতার উপাসকরা যা সয়েচেন, তাই তুলনায় এ দুঃখ কিছুই নব। তুচ্ছ যা তাও আমি সহিতে পারলুম না। স্থখের সন্ধানে জী কত্না নিয়ে চাকবি কবতে রেঙ্গুণে এলুম। তাই ত্রো দুঃখ সহিবাব বড়াই আব কবি না, বাবুজী!

ভারতীর পুনঃ প্রবেশ

অপূর্ণ। আহুন ভারতী! ওই যে ওখানে লোকা রয়েছে “পথের দাবী” ওর অর্থ কি, বলবেন?

ভারতী। ও হচ্ছে আমাদের সমিতির নাম। ওর অর্থ অসমতা সবাই পথিক। মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চলবার সকল দাবী নিয়ে আমরা পথ চলি। আমাদের পথে যারা আসবে তারা যেন গিনা বাধায় হাটতে পারে। তাদের অবাধ মুক্ত গতি কেউ যেন না রোধ করতে পারে, এই আমাদের পণ। আসবেন আমাদের দলে?

অপূর্ণ। এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আছি আমি আপনাদের দলে।

ভারতী। তা হলে চলুন, ডাক্তাবেব সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে আপনাকে পথের দাবীর সভ্য কবে নোব।

অপূর্ণ। তিনি বুদ্ধি সভাপতি?

ভারতী। তিনি মূল শিকড়, মাটির তলায় থাকেন। তাঁর কাজ চোখে দেখা যায় না।

অপূর্ব । তিনিই কি সব্যসাচী ?

ভারতী । সব্যসাচী সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের জবাব দেবার নিয়ম নেই।

প্রয়োজন বুঝলে তিনি নিজেই আত্মপ্রকাশ করেন।

অপূর্ব । ওঃ ! আব ডাক্তার ঝাঁকে বলচেন—তিনি কে ?

ভারতী । মুখের কথায় তাঁব পরিচয় দেওয়া যায় না। তাঁকে জানতে হয়, বুঝতে হয় ; পরিচয় দিতে গেলে তাঁকে ছোট করে ফেলবো। চলুন।

মক্কে প্রথম দৃশ্য

## দ্বিতীয় দৃশ্য

“পথের দাবী” ক্লাব ঘর

সুমিত্রা । মনোহরবাবু ! আপনি ছেলেমানুষ উকিল নন। আপনার তর্ক যদি অসংলগ্ন হয়ে পড়ে, তা হলে তো মীমাংসা কবতে পারব না।

মনোহর । অসংলগ্ন তর্ক করা আমার পেশা নয়।

সুমিত্রা । আপান নবতারা'র স্বামী'ব পক্ষ' নিয়ে কথা বলচেন। আপনি জানেন নবতারার স্বামী' তাকে ত্যাগ করে এক বর্শীকে বিয়ে করেচেন। নবতারার খোঁজ খবর কিছুই নেন না। একটি পবসা দিয়েও তাঁকে সাহায্য করেন না। নবতারার দিন চলে পথের দাবীর মাথা'ঘেঁষে।

অপূর্ব ও ভারতীর প্রবেশ

মনোহর । ' তাতেই কিছু স্ত্রীর ওপর স্বামী'ব অধিকাংশ ক্ষুণ্ণ হয় না।

সুমিত্রা । আপনি মনে করেন তাতে স্বামী'ব অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে ? '

মনোহর । Exactly.

সুমিত্রা । কিন্তু আমরা তা মনে করি না । জীৱ ওপর স্বামীব অধিকার গায়েব জোৱেব অধিকার নয় ।

মনোহর । আমিও গায়ো জোৱেব অধিকারেব কথা বলচিনে । আমি বসতি আইন স্বামীকে যে অধিকার দিয়েচে তার কথা ।

নবভাবা । আপনাব বন্ধকে আইনেব আশ্রয় নিতেই বলুন ।

মনোহর । তবুও আপনি দেশে ফিবে বাবেন না ?

নবভাবা । না ।

মনোহর । আপনাব স্বামী একদিন আপনাব কাছে ফিৰেও যেতে পারেন ।

নবভাবা । একদিন ফিৰে যেতেও পারেন ! সুমিত্রাদি, এই অপমান থেকে তোমরা আমাকে বাঁচাও ।

সুমিত্রা তাহার পিছনে গিরা দাঁড়াইল, নাখাঘ হাত ব্লাইবা নিতে । গিন

মনোহর । আপনাদেন প্রশ্ন পেখেই উনি বিপথে পা বাড়িয়েছেন ।

সুমিত্রা । ব্যক্তিগত স্বামী কবে ব্যক্তিগত ক্লান্ত হয়ে সেবা পাবার নোভে পরিত্যক্তা জীৱ কাছে ফিবে বাবেন, তারই আশা নিয়ে আপনি নবভাবাকে অপেক্ষা করে থাকতে বসতে পারেন, আমি পারিনা ।

মনোহর । নবভাবা তার বদলে কি কববেন ?

সুমিত্রা । নবভাবা দেশের কাজ করতে চান । তাঁকে তাই কবতে দিন ।

মনোহর । এ বসনে এই দলের মাঝে দশজনের সঙ্গে মিশে উনি যে নতীত বজায় বেখে দেশের কাজ কবতে পারবেন, এ তো কোন মতেই বলা যায় না ।



সুমিত্রা। জোর করে কিছুই বলা যায় না, উচিতও নয়। নবতারার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, সাহস আছে, আর সব চেয়ে বড় যা, সেই পরজ্ঞান আছে। দেশেব সেবায় এই আমবা যথেষ্ট বলে মনে কবি। তবে আপনি বাক্যে নতীত বলচেন তা বজায় করে রাখবার সুবিধে ঐব হবে কিনা উনিই জানেন।

মনোহর। যদি উনি তা নাও রাখেন তাকেও বোধকবি আপনারা ক্ষতি মনে করেন না ?

সুমিত্রা মনোহরের দিকে ভীক দৃষ্টি হানিয়া কহিল

সুমিত্রা। খুব যে বড় রকমের ক্ষতি হবে তাই কি বলা যায় ?

মনোহর। ( হাত জোড় কবিয়া ) দোচাই আপনার ! নিজেবা বা ইচ্ছে হয় তাই কখন, কিন্তু অপনকে এ বিশ্বাস দেবেন না। ইউরোপের সভ্যতা আমদানি কবে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু মেয়েদেব তাতে মাতিয়ে তুলে, ভারতবর্ষের আর ক্ষতি কববেন না।

সুমিত্রা। মনোহরবাবু, ইউরোপীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আপনার বিশেষ জ্ঞান নেই। তাই তা নিয়ে তর্ক কবলে শুধু সময় নষ্ট হবে। আমাদের অর্থ কাহ্ন আছে।

মনোহর। সময় আমারও অপখ্যাপ্ত নয়। ( উঠিয়া দাঁড়াইল ) আমি শেষবার জিজ্ঞাসা করচি, নবতারা তা হলে যাবেন না ?

নবতারা। ( উঠিয়া দাঁড়াইয়া ) না।

মনোহর। ঠুর দায়িত্ব তা হলে আপনারাই নিচ্ছেন ?

নবতারা। আমার দায়িত্ব আমিই নিতে পারব। আপনাব চিন্তার কারণ নেই।

মনোহর। সুমিত্রা দেখি, আপনিই বলুন, স্বামী-গৃহে বিবাহিত জীবনের চেয়ে নারীর গৌরবের বস্তু আর কিছু আছে কি ?

সুমিত্রা । অপবের বাই হোক, অতঃ নবতারার শূন্য স্বামী-গৃহ যে গৌরবেব হতে পারে, আমি তা মনে করি না ।

মনোহর । এইবার ঘরে বাইরে তাঁব অন্তী জীবনটাকে বোধ করি গৌরবেব বলবেন ?

ডাক্তার নুথ বুঝাইয়া চাহিয়া দেখিল, ব্রজেন্স তাহার বাহ উল্লেখ করিল

সুমিত্রা । মনোহরবাবু ! আমাদের সমিতির মধ্যে সংঘত ভাবে কথা বলা নিয়ম ।

মনোহর । সে নিয়ম যদি না মানি ?

সুমিত্রা । বাব কবে দেওয়া চলে ।

মনোহর । কি বললেন ?

সুমিত্রা । বাব কবে দেওয়া হবে । ব্রজেন্স—

ব্রজেন্স অতি মনোহর-এব সাননে গিয়া দাঁড়াইল । মনোহর ব্রজেন্সের বিখাল মস্তিষ্ক দিকে আপাদমস্তক দেখিল তারপর কহিল

মনোহর । আচ্ছা গুডবাই ! ( খানিক দূর গিয়া ফিরিয়া ) আমি চাখা নই যে, অপমান করে তাড়িয়ে দিয়ে রেহাই পাবে । আমি এডভোকেট । কোথায় বিচার পেতে হয়, কেমন কবে তোমাদের হাতে শেকল পবাতে হয়, আমি ভালো রকমেই জানি । সেই দিনের জন্তে তৈরি হয়ে থেকো ।

মনোহর চলিয়া গেল । কেহ কোন কথা বলিল না

সুমিত্রা । অপূর্ববাবু !

অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইল

আপনি আমাদের সভ্য হতে চান ?

অপূর্ব । সভ্য !

সুমিত্রা। ( ভাসিয়া ) আমাদের কোন রকম চাঁদা নেই, টাকাকড়ি দিতে হবে না।

অপূর্ণ। নাম ধাম লেখাতে হবে নাকি ?

সুমিত্রা। সে বথাস্থানে লেখা হবে গেছে।

অপূর্ণ। হয়ে গেছে !

সুমিত্রা। ভয় পেলেন কেন !

অপূর্ণ। না, না, ভয় কেন ? তবে সমিতির কি উদ্দেশ্য, কি আমাদের কর্তব্য হবে, কিছুই জানতে পারলুম না।

সুমিত্রা। কেন, ভারতী জানায় নি ?

অপূর্ণ ভারতীর দিকে চাহিল

অপূর্ণ। ও! হ্যাঁ, উনি কিছু কিছু জানিয়েছেন। অতিরিক্ত যদি কিছু...

ডাক্তার। সুমিত্রা! তোমার “পথের দাবী” অবশেষে শেষ হলো ?

ভারতী। উঠে দাঁড়ান। উনিই আমাদের ডাক্তার।

ডাক্তার অগাধা আনন্দ, নবতারা তাহাকে প্রণাম করিল

ডাক্তার। যে পথে আদ হুঁনি পা বাড়ালে, সেই পথে চলবার শক্তি তুমি লাভ কর। ( অপূর্ণের দামনে আনিয়া ) আমাদের বোধ হয় ভুলে যান নি, অপূর্ণবাবু!

অপূর্ণ। আপনি--

ডাক্তার। এঁরা আমার ডাক্তার বলেন। আপনিও তাই বলবেন।

অপূর্ণ। 'নিমাইবাবু খাতায় আব একটা যে ভদ্রানক নাম লেখা রয়েছে...

ডাক্তার। ভয়ঙ্করের বিষণ্ণ যেদিন দিকে দিকে বেজে উঠবে সেইদিন তার দেখা পাবেন অপূর্ববাবু, তার আগে নয়।

শশি প্রবেশ করিল

শশি। প্রেসিডেন্ট! ডাক্তার!

ডাক্তার। কি কবি! খবর কি?

শশি। খবর বড় সুবিধের নয়। আপনাকে সরে পড়তে হবে।

ডাক্তার। কেন বলতো?

শশি। পেছু নিষেচে।

ডাক্তার। কে?

শশি। পুলিশ।

ডাক্তার। পুলিশ?

শশি। জগদীশ দাবোগার কি সে জেরা!

ডাক্তার। বখা?

শশি। সব্যসাচী বেঙ্গুণে এসেচেন আমি নাকি তা নিশ্চয় জানি।

ডাক্তার। তোমাকে তাঁরা কি কবতে বলেন?

শশি। বলে দিতে হবে তাঁর আড্ডা কোথায়।

ডাক্তার। সঙ্গে করে দাবোগা সাহেবকে নিয়ে এলেন কেন?  
আমিই দেখিয়ে দিতুম।

অপূর্ব। আপনি তো আচ্ছা লোক মশাই!

শশি। কেন, আমি আবার কি করলুম?

অপূর্ব। থানা থেকে সোজা এখানে এলেন! বাড়ীটা চিনিয়ে  
দিলেন! এখুনি হয়ত এখানে এসে পড়বে।

ব্রজেন্দ্র । এসে পড়ে যদি বিদেয় করবার পথ আমাদের জান আছে ।

বাহ হ'খানি উর্ধ্বে তুলিল

ভারতী । আশ্বন অপূর্ববাবু ! আমার সঙ্গে আশ্বন ।

ডাক্তার । অপূর্ববাবু ! আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না, পথের দাবীর কাজে স্মিত্রাকে আপনি সাহায্য করবেন ।

অপূর্ব । পথের দাবী না পথের দাবী । দাবীর বহর যে এত, তা আগে কে জানত ? আর আপনিও তো ছিলেন ! নাম লেখবার আগে আপনার জানা উচিত ছিল আমার বথার্থ মতামত কি !

স্মিত্রা । ব্রজেন্দ্র ! রাত হয়ে গেছে নবতারাকে পৌছে দিয়ে এস । কবি শোন ।

স্মিত্রা কবিকে লইয়া বাহির হইয়া গেল । নবতারা ও ব্রজেন্দ্র বাহির হইয়া গেল

ডাক্তার । জানলেন অপূর্ববাবু ! মেয়েরা একটা ব্যাপার করেচেন । তাঁরাই জানেন কাকে মেথার করবেন, কাকে করবেন না । আমি চঠাৎ জুটে গেছি মাত্র ।

অপূর্ব । কেন ছলনা করচেন, ডাক্তারবাবু । স্মিত্রাকেই প্রেসিডেন্ট করুন, আর থাকেই যা করুন, দল আপনার, আর আপনিই এর সব । পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পারেন, কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না ।

ডাক্তার । আপনি মিথ্যে ভয় পাচ্ছেন অপূর্ববাবু । আমাকে যদি এন্যাক্ষিপ্ট মনে করেন করুন, কিন্তু শুনেচেন তো তাদের হলো জীবন-মৃত্যুর খেলা । তারা আপনার মতো ভীতু লোককে দলে নেবে কেন ? তারা কি পাগল ? যাও ভারতী । অপূর্ববাবুকে বুঝিয়ে দাওগে যে, তোমরা

পথের দাবীর দল হচ্ছে আসলে সমাজ সংস্কারকের দল। সে কাজে আমার আদৌ উৎসাহ নেই। আচ্ছা, শুউনাইট অপূর্ববাবু।

হাত বাড়াইয়া দিল। অপূর্ব হাত মলাহল। ডাক্তার একটু চাপ দিল

অপূর্ব। উঃ! উঃ!

ডাক্তার হাত ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব হাতখানা কিছুকাল নাড়িয়া

বা হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল

এইবার বুঝিচি!

ডাক্তার। (হাসিয়া) কি বুঝলেন?

অপূর্ব। সেদিন পুলিশের অফিসে কাকাবাবু বলেছিলেন পাঁচ সাতজন পুলিশের ভবলীলা শুধু চড় মেরেই তিনি সাবাড় কবে দিতে পারেন। সেদিন কাকাবাবুর মুখের ভঙ্গী দেখে হেসেছিলুম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে থানা ঠিক ঠগনি। আপনি পাবলেও পাবতে পারেন।

ডাক্তার। আপনাব কাকাবাবু কাকে ও কমপ্লিমেন্ট দিয়েছিলেন?

অপূর্ব। আপনাকে! সব্যসাচীকে!

ডাক্তার। আবারো ভুল করছেন অপূর্ববাবু! সব্যসাচীর আত্মপ্রকাশের সময় এখনো আগেনি। শুউনাইট।

ভারতী। আসুন আমার সঙ্গে।

অপূর্বকে লইয়া ভারতী চলিয়া গেল। ডাক্তার মাথা নত করিয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। হুমিত্রা প্রবেশ করিল

হুমিত্রা। কি ভাবচ?

ডাক্তার। অপূর্বের কথা! এত ভীতু মানুষ।

হুমিত্রা। ভাবতী ওর সব দায়িত্ব নিয়েচে।

ডাক্তার। অপূর্ব ভাগ্যবান! কিন্তু ভারতী কেন একাজ করলে।

তুমি নিশ্চয় পারতে না!

সুমিত্রা। কি ?

ডাক্তার। একটা ভীক লোককে ভালবাসতে।

সুমিত্রা। নিশ্চয় পারতুম। পাষণকে ভালবাসতে পারি, আর ভীক মানুষকে পারতুম না ? তবুও তো মানুষ।

ডাক্তার। পাষণকে ভালোবাসায় অন্ততঃ এই লাভ আছে যে, ভালোবাসার উপদ্রব থাকে না।

সুমিত্রা। নিকপদ্রব ভালবাসাব আবার মূল্য কি ?

ডাক্তার। তোমার ভ্রমলগ্ন আমার জানা নেই, সুমিত্রা। কিন্তু আমার মনে হয় বাঙালির মাঝেই হয়তো তোমার দ্রব হয়েছিল, হয়ত আকাশ চিরে তখন বিদ্যুৎ হেনেছিল, বাজ পড়েছিল। তাই নিকপদ্রব জীবনও যেমন তুমি চাও না, তেমন চাও না নিকপদ্রব ভালবাসা। তুমিই আদর্শ বিপ্লবী।

## তৃতীয় দৃশ্য

ভারতীর ঘর

//

অপূর্ণ। অপরূপ একটা আরাম কেদারায় শুইয়া আছে। ভারতী

একটা আলো লইয়া প্রবেশ করিল

ভারতী। ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?

অপূর্ণ। দেখুন তো ! এতো রাতে আবার কিরে আসতে হোলো।

ভারতী। যাবার সময় বলে গেলেন না কেন ? আপনার খাবারটা আনিয়ে রাখতুম।

অপূর্ণ। তার মানে ! কিরে আসবার কথা আমি জ্ঞাতাম নাকি ?

ভারতী। এতক্ষণ দুজনে কোথায় বসে কাটালেন ?

অপূর্ব। সে আপনাদের ভাঙ্কারকেই জিজ্ঞেস করবেন। বাপ, ক্রোশ তিনেক হাঁটিয়ে আবার এইখানেই দিয়ে গেলেন।

ভারতী। হাঁটাই সার হোলো।

অপূর্ব। শেষটা লাভেরই হোলো দেখ্‌চি।

ভারতী। তাই নাকি!

অপূর্ব। অস্বীকার করবার উপায় নেই।

ভারতী। বড় তাড়াতাড়ি উন্নতি হচ্ছে।

অপূর্ব। পথের দাবীতে নাম লিখিয়েচি যে।

ভারতী। হুঁ। সন্ধ্যা আছিকের বাংলাই আছে, না গেছে!

অপূর্ব। বায় নি। আর এ জীবনে বাবেও না।

ভারতী। তা হলে কাপড় এনে দি। ওগুলো সব ছেড়ে ফেলুন।

অপূর্ব। আপনাব দেওয়া কাপড় পরে সন্ধ্যা আছিক করা বায় নাকি!

ভারতী। আগে দেখুন কি দিই।

অপূর্ব। জানি, তমর কিংবা গরদ। কিন্তু তার দরকার নেই।

ভারতী। সন্ধ্যা করবেন না?

অপূর্ব। না।

ভারতী। থাকেন না?

অপূর্ব। না।

ভারতী। গতি?

অপূর্ব। তামাসা করচেন নাকি!

ভারতী। আপনার সাধ্য কি উপোস করে থাকেন! (কাপড় আনিল) এই নিন। একেবারে নিভাঁজ নতুন। ওই ঘরটায় যান। হাত মুখ ধুয়ে মনে মনে সন্ধ্যা আছিকটা ওইখানে সেরে নিন। ভয়ঙ্কর কিছু অপরাধ হবে না।



অপূর্ণ। দিন কাপড়। কিন্তু যার তার হাতে ভাত খেতে পারব না, তা বলে দিচ্ছি।

ভারতী। সরকার মশাইকে বলে পাঠিয়েচি। বেশ ভালো বায়ুন, হোটেল করেচেন। নিজেই রান্না করেন। ডাক্তারের খাবারও তাঁর ওখান থেকে আসে।

অপূর্ণ। ডাক্তার তো জ্ঞাত মানেন না।

ভারতী। সরকার মশাই মানেন।

অপূর্ণ। যা তা খেতে কিন্তু আমার বড় ঘৃণা হয়।

ভারতী। আমিই কি আপনাকে যা তা খেতে দিতে পারি? যান আর দেৱী করবেন না।

অপূর্ণ পাথের ঘরে গেল। ভারতী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটি চাকর লইয়া সরকার মশাই প্রবেশ করিল। তাহার হাতে ঢাকা দেওয়া কাতের খালা। চাকরের হাতে গুলের ঘটি, গ্লাস ও আদম

সরকার। এই যে মা, বেশী দেবী করিনি।

ভারতী। দাঁও তো বাবা ভুনা জায়গাটা কবে। জল দিয়ে ভালো করে জায়গাটা মুছে দিও।

ভুনা জায়গা করিতে লাগিল

সরকার। আগে জানলে ছোটো ভালো তরকারী বেঁধে দিতুম।

ভারতী। দিতে পেরেচেন তাই ভালো।

সরকার। আমি একটু বসি। বাবুটির খাওয়া হলেই নিম্নে যাব এখন।

ভারতী। না, না, তার দরকার নেই। আপনাকেও ছুটি কিছু মুখে দিতে হবে ত।

সরকারী : তাহলে ভুলুখাট্টা বাইরে বসে থাকুক। কখন কি লাগে ?

ভারতী : তাই থাক। একেবারে বাসন নিয়ে যাবে।

সরকারী : আয়বে ভুলুখা ।

সরকারী : ভুলুখা বাহিরে গেল। 'অপূর্ব' গরমের কাপড় পরিয়া কিরিয়া আসিল

ভারতী : আর দেয়ী করবেন না, বসে পড়ুন।

অপূর্ব : আসনে বসিল

অপূর্ব : এত রাতে কোথেকে কি সংগ্রহ করলেন ?

ভারতী : আমরা সব পারি।

অপূর্ব : আব কি পাবেন তা জানিনে, তবে ক্ষুধিতের মুখে অন্য  
তুলে দেবার আশ্চর্য্য শক্তি আছে বলেই তো আপনারা অন্নপূর্ণা।

চাকা তুলিয়া পাশে রাখিল

ভারতী : দেখি, দেখি কী দিয়েচে ? (বুঁকিয়া দেখিল) থাক  
থাক ! হাত এঁটো করবেন না।

অপূর্ব : কেন ?

ভারতী : ও আর খেয়ে কাজ নেই।

অপূর্ব : ক্ষিধেব পেট জ্বলচে, সাম্নে ভাত, আর আপনি বলচেন  
খেয়ে কাজ নেই ! সত্যি করে বলুন তো আপনার মতলব কি ?

ভারতী : এ আপনি খেতে পারবেন না।

অপূর্ব : বেশ পাবব।

ভারতী : এই দিলুম ছুঁয়ে।

অপূর্ব : করলেন কি ! খিষ্টান হয়ে ছুঁয়ে দিলেন। এখন আমি  
খাব কি ?

ভারতী। এই ছাই পাশ মরে গেলেও আপনাকে আমি খেতে দিতে পারব না। আপনি উঠুন।

অপূর্ব। তা আমি খাব ক'?

ভারতী। দেখি আর কি ব্যবস্থা করতে পারি। উঠুন! উঠুন!

অপূর্ব দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিল। ভারতী চলিয়া গেল। অপূর্ব ভারতীর  
খালার দিকে দেখিল তারপর ইঞ্জিচেয়ারে শুইয়া আপন মনে বাঁলল—

অপূর্ব। মতলব বোঝাই দায়।

ভারতী। ( বাঙিরে ) দেবী করো না যেন।

ভারতী খরে ঢুকিল

আগে বলে গেলে এত কাণ্ড হোত না।

অপূর্ব। যেতে দিলেন না, তাতেও দণ্ড শেষ হলো না।  
ডাক্তারবাবু বললেন—চলুন ফিরে চলুন। তাই তো ফিবে এলুম।

ভারতী। ও। ডাক্তার বলেন। আমি ভেবেছিলুম আপনি ইচ্ছে  
করেই ফিরে এসেছেন।

অপূর্ব উঠিয়া বসিল

অপূর্ব। কত্থনো না, নিশ্চয় না। ডাক্তারবাবুকে জিজ্ঞাসা করে  
দেখবেন।

ভারতী। কাজ কি আমার অত জিজ্ঞাসা পড়ার!

অপূর্ব আবার শুইয়া পড়িল। একটি জাপানি সাজিতে কতগুলি বন,

একখানা বাটি আর একখানা খালা লইয়া ভুলুখা প্রবেশ করিল

এই যে এসেচে 'ভুলুখা'। রাখ এইখানে। ভারতের খাল! তুমি নিয়ে  
যাও। আমি ছুঁয়ে দিয়েছি বলে উনি খেতে পারবেন না।

ভূপুষ্ণা খাসা লইয়া চলিয়া গেল

অপূর্ণ। আপনি কেন ওকে বল্লেন আপনি ছুঁয়ে দিযেছেন বলে আমার খাওয়া হলো না।

ভারতী। থাকেন আমার ছোয়া? বলুন তা হলে ষ্টোভ খরিয়ে বেঁধে দি।

অপূর্ণ। এক বেলা না খেলে মরে বাব না।

ভাবতী। কেউ মরে না। আপনি বলুন, না খেয়ে মরব, ওবু জাত দোব না। আপনার মুখে তাই ভালো মানাবে। সরকার মশাই শুনে লজ্জা পাবেন বলেই ভুলুয়াকে ও কথা বল্লুম। এইবার উঠুন তো।

অপূর্ণ। কেন?

ভারতী। কটা ফল আনিয়েচি। তাই খেয়েই বাতটা কাটিয়ে দেবেন।

অপূর্ণ। ঢের হয়েচে। আব না খেলেও চলবে।

ভারতী। না, চলবে না। উঠুন।

অপূর্ণ। (উঠিতে উঠিতে) উঃ! কী কৃষ্ণণেই ফিরে এসেছিলুম। বলুন, কি করতে হবে?

ভাবতী। আগে ভালো করে বটিখানা ধুয়ে নিন। দেখবেন হাত ঘেন না কাটে। এইবার খোসা ছাড়িয়ে ফলগুলো কেটে ফেলুন।

বসিয়া ফল কাটিতে লাগিল। ভারতী পিলপিল করিয়া হাসিল

অপূর্ণ। হাসছেন যে?

ভাবতী। ও কি করছেন?

আবারো হাসিল

অপূর্ব। হাসবেন না, হাসবেন না। পুরুষ মানুষ বঁটিতে কাটতে পাবে না, সবাই জানে।

ভারতী। তাই বলে এমন! তেওয়ারী ভালো হয়ে গেলেই মাকে আমি চিঠি লিখে দোব। হয় তিনি আসুন আর না হয় তাঁর ছেলেকে নিয়ে যান।

অপূর্ব। ফেব্রুয়ার পথে তো আপনিই কাঁটা দিলেন।

ভারতী। মানে?

অপূর্ব। পথের দাবীতে নাম লিখিয়ে পুলিশের খাতায় নাম তুলে দিলেন। আজ ডাক্তারের খোঁজ করচে, দু'দিন বাদে আমাকে ধরে জেলে দেবে।

ভারতী। তা হলে আমাকেও নিশ্চয় দেবে।

অপূর্ব। তাতে আমার হুঁখের লাগব হবে না।

ভারতী। একই জেলে যদি দুজনকে পুরে দেয়?

অপূর্ব। থামুন, থামুন। জেল টেল নিয়ে এমন বরে ঠাট্টা কববেন না। কখন টিকটিকি ডেকে উঠবে আর মুখের বাক্য ফলে বাবে।

ভারতী। মেয়ে মানুষের মতো কথা বলতে পারেন, আর মেয়ে মানুষের মতো ফল কাটতে পারেন না?

অপূর্ব। কথাগুলো বৌদিদের মুখ থেকে শুনিচি।

ভারতী। বৌদিদের কথা না শিখে কাজগুলো শিখে নিলে এত কষ্ট পেতে হতো না।

অপূর্ব। বাড়ীতে ছুটি বউ। তবু মাকে আমার নিজের রেঁধে খেতে হয়। দাদারা ছোঁন না খান না এমন জিনিষ নেই। তবুও এমনি মা কারু ওপর জোর করেন না।

ভারতী। মা বাকি জ্ঞানক হিন্দু?

অপূর্ব। আমার মাকে আপনি দেখেন নি। কিন্তু দেখলে একেবারে আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সমস্ত জীবনই স্বামীপুত্রের স্বেচ্ছাচার নিঃশব্দে সহ্য কবে আসচেন। তাঁর একটি মাত্র ভরসা আমি। তাঁর আশা আমার বউ এলে হবে তাঁকে রেঁধে খেতে হবে না।

ভারতী। তাঁর সেই আশাটি পূর্ণ কবে আসাই তো উচিত ছিল।

অপূর্ব। ছিলই তো। বার ব্রত করবে, আচার বিচার মানবে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরবেশ মেয়ে হবে, মাকে কখনো দুঃখ দেবে না, সেই তো আমি চাই। কাজ কি আমার গান বাজনা জানা বিদ্রূষী মেয়ে।

ভারতী। কাজ কি !

অপূর্ব। আমার হাতের কাজ দেখে হাসছিলেন। এই দেখুন সব গুলো ফলটিকে কেটে ফেলেছি।

বউ সরাসরি রাখিল

ভারতী। এইবার সবগুলোই খেয়ে নিন।

অপূর্ব। আপনি !

ভারতী। আমি কি ?

অপূর্ব। আপনি খাবেন না ?

ভারতী। না।

অপূর্ব। ( হাত দিয়া থালা তেলিয়া ) বাঃ ! তাও কি কখনো হয়। আপনিও না খেয়ে রয়েছেন, আর—

ভারতী। মাঃ ! আপনি ভারী জ্বালাতন করেন। ক্ষিদে থাকে খান, না হয় জানালা দিয়ে ফেলে দিন।

উঠিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল। অপূর্ব কাঠের মত বসিয়া রহিল। ডাক্তার

প্রবেশ করিল। তাহার মাথাখ পাগড়ী, গায়ে লম্বা কোট। একটা

চামড়ার ট্রাপ দিয়া কতগুলি বাঙালি বাধা

ডাক্তার। অপূর্ণবাবু!

অপূর্ণ। কে!

ডাক্তার। পেশোয়ারী বাবুজী, ভালো ভালো শালের নমুনা আছে।

অপূর্ণ ঠা করিয়া রহিল। ডাক্তার<sup>১২৫৬</sup> হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আরে! একেবারে গরদেব ছোড়! ভারতীয় মনে মনে এই ছিল।

চুপি চুপি হিন্দু মতে বিয়ে কবে ফেল?

অপূর্ণ। জোড় কোথায়? এত শুধু শাড়ী।

ডাক্তার। তা হলে জোড়টা বেমন মিথো, গিয়েটাও কি তাই?,  
যাক্গে মাথা বামাবার সময় নেই, আমি এখন চলতি।

অপূর্ণ। তঠাৎ চলতি কি রকম?

ডাক্তার। তঠাৎ শব্দটি আমাদের অভিধানে নেই।

হুমিরা ও ভারতীয় প্রবেশ

ভারতী। এ কি! আপনি থান নি যে!

অপূর্ণ। আপনি ফেলে দিতে বলেন কেন?

ডাক্তার। ফেলে দিয়ে কাজ নেই। আমাব পকেটে পুরে দিন  
রসদ জমা থাকবে।

অপূর্ণ ডাক্তারের পকেটে প্রিয়া দিতে উদ্ভট হইল

ভারতী। ওকি করচেন? কিছু জানেন না। বাথুন, রাখুন।

অপূর্ণ রাগিয়া দিল। ভারতী একপাশা কামালে বাধিয়া দিতে লাগিল

অপূর্ণ। কোথায় চলতি ডাক্তারবাবু?

ডাক্তার। সম্প্রতি ভামোর পথে। কিছু উত্তরে।

সুমিত্রা। কিছুদিন ওদিকে না গেলেই কি হতো না?

ডাক্তার। এই তো সুমিত্রা! মনে মনে চাও উত্তেজনা, চাও বিপ্লব, কিন্তু সময় এলেই সাবধান থাকতে বল।

সুমিত্রা। উত্তেজনা চাই নিজের জীবনে, বিপদকে অগ্রাহ্য করে চলতে চাই নিজে! কিন্তু তোমার বিপদের কথা ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে। একে যদি দুর্বলতা বল স্বীকার করতে লজ্জিত হব না।

ডাক্তার। ও তো সাধারণ মেয়েদের কথা—মাঘের কথা, বোনের কথা, স্ত্রীর কথা, সাধারণ নারীর কথা।

ভারতী ঘরের পুঁটলি ডাক্তারের পকেটে দিল

সুমিত্রা। আমি আর কিছুই না হই, নারী ত বটেই।

ডাক্তার। সেইটেই বড় পরিচয় নথ সুমিত্রা। তোমার পরিচয় তুমি পথের দাবীর ভয়শেষণানা ভেজস্বিনা সন্ন্যাসিনী সত্যানেত্রী! (ঘড়ি দেখিয়া) আন দেবী করণে ট্রেন ধবা বাণে না। চলুন। (ব্যাগ তুলিতে তুলিতে) পশমী কাপড়ের নানা নমুনা বয়েছে এই ব্যাগে।

অপূর্ব। যদি তাহা কেউ চিনতে পারে আপনাকে। যদি ধরে ফেলে?

ডাক্তার। ধবে ফেলে হয়তো ফাঁসিই দেবে।

সুমিত্রা ডাক্তারকে প্রণাম করিল। ডাক্তার মাথায় হাত

দিন। সুমিত্রা বাহিরে চলিয়া গেল

অপূর্ব। ফাঁসি! ভাবতী!

ডাক্তার। ভাবতীর ওপর বিশ্বাস রাখবেন অপূর্ববাবু। ঠিকে দিয়ে আপনার কোন অমঙ্গল কখনো হবে না। (ডাক্তার অপূর্বকে নমস্কার



করিল) স্মৃতি থাক বোন। চল্লম অপূর্ববাবু। (ছাড়ার কাছের গিয়া)  
অপূর্ববাবু, আমিই সব্যসাচী।

এহান

[অপূর্ব। সব্যসাচী!

ভারতীয় মুখের দিকে চাহিল

ভারতী। হ্যাঁ অপূর্ববাবু, ডাল্লারই সব্যসাচী!

হুজুনাই সেইখানে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।]

## চতুর্থ দৃশ্য

খেনমং-এর ঘর

ভানো। ঘরটি শুষ্ককার। বাহির চাইতে একটি আলো আনখা পাড়িয়াছে।

জামাল একা পাখচারি করিতেছে। সে যেন অত্যন্ত উত্তেজিত।

মিসেস জামাল একটি আলো লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল

[জামাল। নিয়ে যাও। আলো নিয়ে যাও বলিচি!

মিসেস। কেন?

জামাল। আমাব হকুম। যাও বলিচি। যাও!

মিসেস জানাল ভাষ পাইয়া চলিয়া গেল। জামাল ঘুরিয়া বেড়াইতে  
লাগিল। [প্রবেশ করিল রাহমোহন

ভাইচাখ!

রাহমোহন। বল!

জামাল চটিকা গিয়া তাহার জামার কলার ধরিল

জামাল। বথরা দাও।

রাই। কিসের বথরা?

জামাল। দশ হাজার টাকা।

রাই। দূব পাগল! সে কি ধরা পড়েচে যে টাকা পাওয়া যাবে।

জামাল্‌স্ত্রীর মত চ্যাঙ ঢুকিয়া টেবিলেব পিছনে ঢুকাইল।

জামাল। তবে পুলিশ তোকে ডেকে নিয়ে গেল কেন?

রাই। মং সাংগেব বলেচেন সব্যসাচীর নামও তিনি কখনো শোনেন নি।

জামাল। মিথ্যে কথা।

রাই। মিথ্যে কথা ত বটেই।

জামাল। সে কথাও মিথ্যে, তোর কথাও মিথ্যে।

রাই। তুই তোবাঁবি করিস্‌ নি বলচি।

জামাল। তোব চোখ রাঙানি আমি সহিব নাকি রে?

রাই। জেরবাদীর বদজবানী আমিই কি সহিব?

জামাল। টাকা দিবি কি না বল?

রাই। টাকা পাই নি। আর পেলো দোব না। জেরবাদী!

জামাল। কর দেখি কেমন কবে ভোগ করবি টাকা।

হোরা বাঁহির করিয়া আঘাত করিল

রাই। ও! বাবাগো!

পড়িয়া গেল। জামাল তাহার ওপর নাকাইয়া পড়িল

জামাল। জেরবাদী বলবি আর?

আবার আঘাত করিল

বাগ তুলবি আর?

আবার আঘাত করিল

চ্যাণ্ড। Murder ! Murder ! Help ! Help !

জামাল বাহিরে ছুটিয়া গেল। মেয়েরা তালো লইয়া ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

থেনমং প্রবেশ করিল

মিসেস্ ভট্‌চায্। ওগো ! এ সর্বনাশ কে করলে ?

চ্যাণ্ড। Chinaman see ! Chinaman can say !

ডাক্তার জামালকে ধরিয়া প্রবেশ করিল

ডাক্তার। Come on ! Come on, man ! হাতে তোমার রক্ত ! পালাবার চেষ্টা করো না।

থেনমং। তুমি এই করলে জামাল !

রাই। আমি আর বাঁচব না।

ডাক্তার। Let me examine him ladies ! An ounce of brandy, quick !

থেনমং। ব্রাউনেব বর থেকে নিয়ে এসো।

মিসেস্ ভট্‌চায্। আমার কি হবে বাবা ?

থেনমং। ভয় নেই, মা। ভট্‌চায্ ভালো হয়ে উঠবে।

চ্যাণ্ড প্রাণি আনিয়া ডাক্তারের হাতে দিল

ডাক্তার। এইটুকু খেয়ে নাও। আব একটু। আর একটু।

রাই। আমি আব বাঁচবো না ! বাঁচবো না !

ডাক্তার। চুপ, কথা বলোনা ! He must be immediately sent to a Hospital.

থেনমং । ওকে এখনি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে । এখনি—

ডাউন, চ্যাঙ ও মেয়েরা ধরাধরি করিয়া রাউমোহনকে বাহিরে লইয়া গেল ।

থেনমং হুয়ারের বাহিরে তাহাদের পৌছাইয়া ফিরিয়া আসিল । সেই

অবসরে ডাক্তার খরের চারিদিক দেখিয়া লইল

থেনমং । Who are you, please ?

ডাক্তার । মং সাহেবেব অকুজিন বন্ধ ।

থেনমং । সবাসাচী !

ডাক্তার । না, না, A shawl merchant from Peshawar ।

থেনমং । তুমি কেন এলে বন্ধ ? পুলিশ নিত্যা তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে ।

ডাক্তার । খুঁড়ক । শাল মাৰ্শেণ্ট গোলাম মহম্মদকে তারা তো ধরে নিয়ে গাণে না ।

থেনমং । অচ্চা বন্ধ, আমার জামাই কি পাচবে না ?

ডাক্তার । হাসপাতালে পৌছুতে দেরী হলে কি হয় বলা যায় না ।  
কিন্তু একি ! আসামী কোথায় ? সব পডল নে । দেখ বন্ধ, দেখ—

থেনমং । কি আব দেখবো বন্ধ । সেও আমার জামাই । চাবটি  
মেয়ে চারটি জামাই, প্রত্যেকে প্রত্যেকেব শত্রু ।

ডাক্তার । তাই তো !

থেনমং । তুমি বলেছিলে জাতীয়তাব চেয়ে আন্তর্জাতিকতা বড় ।  
তাই আমি বিষয়েত বাধা দিই নি । ফল তো চোখেই দেখলে ।

ডাক্তার । আদার আন্তর্জাতিকতার অর্থ তো এ নয়, থেনমং ।  
আমি চাই জাতিব বাবধান ঘুচে যাক, বর্ণের পার্থক্য, ধর্মের পার্থক্য  
লোপ পাক, সকল কুসংসার সবলে সবিয়ে দিয়ে মানুষ মানুষের

সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করুক। কিন্তু এরা তো দেখছি মানুষই হয় নি।

থেনমং। কিন্তু এদের আমি জব্দ করব। তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। আজ তুমি এসেছ, আমার দৃষ্টিভঙ্গি দূর হয়েছে, আমি এখুনি আসছি।

থেনমং চলিয়া গেল। ডাক্তার হুরিয়া হুরিয়া ঘরটা দেখিল। জানালা দিয়া মূখ  
বাটাইয়াও দেখিল। থেনমং একপাশা দাঁড়ান হাতে লইয়া ফিরিয়া আসিল  
আমাব সম্পত্তির লোভে এরা এই উপদ্রব করচে। ছাথ আমি কি  
ব্যবস্থা করেছি।

দলিল ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার নীরবে পড়িতে লাগিল  
আমার খনি, আমার বন, আমার নগদ টাকা, সবই তোমার—বন্দার—  
ভারতের—পৃথিবীর—বিশ্বমানবের।

ডাক্তার একবার থেনমং-এর দিকে চাহিল। তারপর ধীরে ধীরে টেবিল  
ল্যাম্পের ওপর কাগজখানা খুলিল

থেনমং। ও কি করলে বন্ধু!

দলিল দলিলখানা হাতে লইয়া ডাক্তার বলিতে লাগিল

ডাক্তার। বন্দার শ্রেষ্ঠ পুরুষ তুমি। বন্দাকে ভালোবেসে নিজের  
মেয়েদের বঞ্চিত করে তুমি আমাকে বা দিতে চেয়েচ, তা নেবার অধিকার  
আমার নেই। নেবার জন্ত নয় বন্ধু, দেবার জন্ত আমার আবির্ভাব! সুখ,  
স্বার্থ, সম্পদ, জীবন, এজন্মে সবই শুধু দিবে যেতে হবে।

জানালার কাছে গেল

থেনমং । বন্ধু ! সব্যসাচী !

বাণীর আওয়াজ

নেপথ্যে । পুলিশ পুলিশ !

সব্যসাচী দ্রুত বোচকাটা বঁধে ভূগিয়া ওঠে লইতে কহিল—

ডাক্তার । প্রিয় বন্ধুবা এলেন তা হলে । গুডনাইট !

জান্না দিয়া বাহির হইয়া গেল । থেনমং জান্নালাষ দাঁড়াইলেন ।

গোটা দুই রিডসবারের আওয়াজ হইল

জামাল । আসুন ! আসুন ! এই ঘবেই আছে ।

জামালের পিছনে পিছনে পুলিশ অফিসারের প্রবেশ

বিলাস । কোথায় ?

জামাল । আমরা ভায়রা-ভাইকে পেশোয়ারী সঙ্গে খুন কবেচে ।

আমি নিজে দেখেছি । মও সাহেবেব সঙ্গে কথা কইছিল ।

বিলাস । আপনার বন্ধুকে কোথায় লুকিয়ে রাখলেন মিঃ থেনমং ?

থেনমং । কান কথা জানতে চাইছেন আপনারা ?

বিলাস । আপনার বন্ধু ! আপনার জামাইকে যে খুন করে গেল ।

থেনমং । Excuse me officer । আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না ।

রমেন । তাকামো করবেন না মিঃ থেনমং !

বিলাস । You are under arrest !

থেনমং । সে তো অনেকদিনই হয়ে আছি । নতুন আর কি !

বলুন । থানায় যাবার পথে আমার জামাইকে একবার দেখে যাব ।

# তৃতীয় অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

শ্রমিকদের ঘর

ছোট ছোট দুইটা পোপ। প্রতি নরেন্দ্র নাচার মত রহিয়াছে। গাহারও ওপর লোক রহিয়াছে। নীচেতেও লোক। ভালো আলো নেই। প্রবেশ করিল ভারতী ও অপূর্ব।

ভারতী। অবস্থাটা দেখুন।

অপূর্ব। এমন জায়গাতেও মানুষ থাকে !

ভারতী। এই মানুষদের পশু করেই অজ্ঞকার সভ্যতা গড়ে উঠেছে।  
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন। পাঁচকড়ি—

পাঁচকড়ি। কে, দিদিমণি !

অজ্ঞকার কোণ হইতে একটি বুড়ো বাতির চুইয়া আসিল। গাহার শ্রলোপ দেওয়া একখানা হাত মাল্লগা খুলিতেছে, কোন মতে দু'হাত এক জায়গায় করিয়া করিল—

পেছাম চুই দিদিমণি।

ভারতী। কেমন আছো আজ ?

পাঁচকড়ি। আমি তো একটু ভালো আছি কিন্তু—

অজ্ঞকার কোণে কাৎরাণী শোনা গেল

ওই শোন। যেহেটা বাঁচবে না। ছেলোটাবও ভারী অর।

ভারতী। দাঁড়াও, দেখে আসি।

অজ্ঞকারের দিকে গেল

পাঁচকড়ি। একটা পরসা নাই যে এক ফোঁটা ঝুখ এনে দি।

অপূর্ণ। পরসা নেই কেন ?

পাঁচকড়ি। পুলিশর শেকল পড়ে ডান হাতটা জখম হয়ে গেছে। মাস-  
থানেক কাজে বেরতে পাবিনি। পরসা থাকবে কি করে বাবু মশায় ?

অপূর্ণ। কারপানাব ম্যানেজাব ব্যবস্থা কবেন নি ?

পাঁচকড়ি। আপনি দেখচি কিছুই জানেন না, বাবু! দিন-মজুর  
আমবা। কাজ কবলে হুপ্তা পাব, কামাই করলে নয়। তা অসুখই  
হোক আব যাই হোক। বিশ বছর কাজ কচ্ছি মশাই, তবু দয়াও নেই,  
মাথাও নেই।

মাচার ওপর থেকে মাণিক কহিল—

মাণিক। কিছু নেই জেনেই তো মদ খেয়ে মজা লুটি।

অপূর্ণ। ( উপর দিকে চাফিয়া ) ওখানে উঠে বসে আছ কেন ?

পাঁচকড়ি। মাণিকের রোজগার কম। গোটা ঘব ভাড়া নিতে পারে  
না। অল্প ভাড়া দেয়, ঐখানেই থাকে !

অপূর্ণ। ঐখানেই থাকে ?

মাণিক। শুধু একাই থাকি না মশাই, দস্তব মত পরিবার  
নিষে থাকি।

পাঁচকড়ি। চুপ কব মাণিকে ?

মাণিক। লজ্জা কিসের ? বাবুবা দোতলায় থাকে না ? এও আমার  
দোতলা। কিছু কম আছি নাকি রে ! সুশীলা হারামজাদী সেই যে  
গেল, এখনও ফেরবাব নাম নেই।

ভারতী আগাইয়া আসিল

ভারতী। তোমার ছেলেমেয়েদের দেখলুম পাঁচকড়ি। সেরে উঠবে,



ডয় নেই। কাল সকালেই আমি ডাক্তার 'ওম্বু-পত্তব সব পাঠিয়ে দোব।

পাশের খোপ হইতে হারমোনিয়মের আওয়াজ, বেহুরো বাজনা, মজ্জ-বিজ্জড়িত কণ্ঠের হল্লা শোনা গেল। পাঁচকড়ি মুখ কিরাইয়া কহিল—

পাঁচকড়ি। পাম না রে শালারা ! একটা ভদ্র লোক বাড়ী আসতে পারে না।

অপূর্ব পকেট হইতে একখানা পাঁচ টাকার নোট বাহির করিয়া কহিল—

অপূর্ব। এই নোটখানা ওকে দিন।

ভারতী ভাড়াভাড়ি নোটখানা হাতে চাপা দিল

ভারতী। রাগুন, বাখুন, পকেটে রাগুন। পাঁচকড়ি ! এই নাও। ছেলেদের জন্তে চার পয়সার মিছবী আর চার পয়সার সাপ্ত। আর বাকি দু আনার চাল ডাল এনে তুমি এ বেলাব মত খাও।

পাঁচকড়ি পাশের পোপে ঢুকিয়া গেল

অপূর্ব। আপনি ভারি রূপণ। আমাকেও দিতে দিলেন না, নিজেও দিলেন না।

ভারতী। ঐ তো দিলুম।

অপূর্ব। ওকে দেওয়া বলে। এই হুঃসময়ে পাই পয়সা হিসেব করে চার আনা মাত্র গাতে দেওয়া তো অপমান !

ভারতী। কিন্তু পাঁচ টাকা দিয়ে আপনি যে ওর সর্বনাশ করতেন। মদ খেয়ে ও বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকত, আর ছেলেমেয়ে ছটো মরে যেতো।

অপূর্ব। মদ খেতো !

ভারতী। খেত না ! হাতে টাকা পেলে মদ খায় না এমন অসাধারণ লোক ওদেব মাঝে কেউ আছে নাকি !

অপূর্ণ। আপনার সব কথাই ভাষা ! কল্প সন্তানের চিকিৎসার টাকায় বাপ মদ কিনে খাবে, একি কখনো সত্যি হতে পারে ?

ভারতী। নইলে দাতাব হাত চেপে ধরে ছুঃখীকে পেতে দেব না— সত্যি বলুন তো আমি কি এতই ছোট !

মাণিক। (মাচানের ওপব থেকে) ওবে স্ত্রী ! স্ত্রীয়ে—

দশ এগার বছরের একটি মেয়ে প্রবেশ করিল

স্ত্রীলা। এই যে বাবা, ঘোড়া মার্কো মদ আর নেই, তাই টুপি মার্কো মদ নিয়ে এসে। চাপটে পয়সা বাকি বইল।

মাণিক মাচান হঠতে লাফাইয়া পড়িয়া বোতলটা লইয়া পৃথিবী

মাগাঘো খুলিবার চেষ্টা করিয়া

ভারতী। তোমার মা কোথায় স্ত্রীলা ?

স্ত্রীলা। মা ? মা তো পরশু রাত্তিবে বহু কাকার সঙ্গে বেরিয়ে গিয়ে লাইনের বাইরে ঘর ভাড়া কবেচে।

মাণিক। করাচি, দাঁড়া। এ বাবা নিয়ে করা পরিবার, ফ্যালসানির চার্জ—

বোতল মুখে ঢালিল। অপূর্ণ ভারতীকে শাড়ির আঁচাল ধরিয়া টানিয়া কহিল—

অপূর্ণ। চলুন, চলুন এখান থেকে।

ভারতী। এক মিনিট দাঁড়ান।

অপূর্ণ। না, এক মিনিটও নয়।

মাণিক। যেদো শালা আমায় জানে না। আমি দেশোঙ্ডার ছেলে। জেল, ফাঁসি কিছু ভয় করি না।

বোতলটা লইয়া মাচানে উঠিতে লাগিল

অপূর্ব। তারামজাদা, নছাব, পাজা, মাটাল, খেন নরককুণ্ড বানিয়ে রেখেচে। এখানে পা দিতে আপনার ঘণা হ'ল না।

ভারতী। (অপূর্বর মূখের দিকে চাহিয়া) না, তাব কারণ, এ নরককুণ্ড এবা বানায় নি।

অপূর্ব। এবা বানায নি. আমি বানিয়েচি। মেয়েটার কথা শুনলেন, খেন ওব মা কোন তীর্থ যা'ত্রা কবেচে। নির্লজ্জ বেগাষা শয়তান! আব কখনো যদি এখানে আসবেন তো টের পাবেন বলে দিচ্ছি।

ভারতী। আমি মেচ্ছ খুঁটান। আনাব এখানে আসতে দোষ কি?

অপূর্ব। দোষ নেই? ক্রৌঞ্চানের জন্তে কি সৎ অসৎ বস্তু নেই? নিজেদের সমাজেব কাছে তাদের জবাবদিতি করতে হয় না?

ভারতী। কে আছে আমার জবাবদিতি কবব?

অপূর্ব। এ সব আপনার চালাকি। আপনি যবে ফিরে চলুন।

ভারতী। আমার এখানে কাজ আছে। আপনার ভাণো না লাগে আপনি ফিরে যান।

অপূর্ব। ফিরে যান বল্লই কি আপনাকে এখানে রেখে আমি যেতে পারি?

ভারতী। তাঁ হলে সঙ্গ থাকুন। মাগুমের প্রতি মানুষ কত অত্যাচার করচে চোখ মেলে দেখতে শিখুন।

তাহারা পাশের পোশে অবশ্য করিল। সেখানে কতগুলি নরনারী মিলিয়া  
মদ পাইতেছিল, হারমোনিয়ম, তবলা, বাজাইতে ছিল। 'ভারতী ও  
অপূর্ব কিছুকাল চূপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অপূর্ব  
পকেট হইতে কমল বাতির করিয়া নাকে চাপা দিল

ভারতী। মিজি মশাই! কাল আমাদের মিটিং। যাওয়া চাই।  
কীনাচাদ। চাই বই কি দিদিমণি।

এক পাত্র মদ গলাষ ঢালিয়া : দণ

ভারতী। তোমরা ছাড়া এত বড় কাবখানা কি একদিনও চলে?  
তোমরাই তো এম সত্যিকারের মালিক।

অনেকে। ঠিক! ঠিক!

ভারতী। অথচ কত কষ্ট তোমাদের একবার ভেবে দেখ দিকি।  
যখন তখন বিনা দোহে মালিকেবা তোমাদের জুতো মেরে তাড়িয়ে দেয়।  
তারা যে কোব কোব টাকা লাভ করে সে কাদেব দোহতে, কাদেব  
গায়ের রক্ত জল-কবা পরিশ্রমে?

জ্বাল। সব ফর্সা করে দিতে পারি। এমন একটা বন্টু চিলে  
করে বেথে দোব সে কড়্ কড়্ কড়াং। বাস্! কাবখানা ফর্সা।

ভারতী। না, না, জ্বাল, ও সা কাজ কথখনো করো না। শুধু  
তোমরা এক হয়ে দাঁড়িয়ে একবার বল অবিচার তোমরা সহবে না।

লোকগুলো সব উঠিয়া দাঁড়াইল। অপূর্ব ভারতীর মুখ চাপিয়া

ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল

অপূর্ব। না, না, না, এ সব কথা আপনাকে আমি বলতে দোব না।

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে অগ্গ দ্বার দিয়া হুমিত্রা ও তলোয়ারকর অবশ্য  
করিল। হুমিত্রার গায়ে সবুজ রঙের কোট, ইগুন রঙের শাড়ি

সুমিত্রা । কেন বলতে দেবেন না অপূর্ববাবু ? ভারতী বা বলছিলেন,  
তা কেন বলতে পারবেন না, বলুন ?

অপূর্ব । যদি সাহেবদের কানে যায় ?

সুমিত্রা । গেলে কি হবে ?

অপূর্ব । একটা অশান্তি উপদ্রব—

সুমিত্রা । তলোয়ারকব । পপেন দাঁড়ী সভা হয়েও অপূর্ববাবু  
শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভাব নিয়েছেন । ভাবতী কান্ড, আমিও অসুস্থ ।  
তাই আগাদেব কথা আপনিই এদের বুঝিয়ে দিন ।

অপূর্ব । না, না, তলোয়ারকব ।

তলোয়ার । কেন বাবুণী ?

অপূর্ব । আপনি বিয়ে করেছেন, আপনার স্ত্রী আছে, মেয়ে আছে,  
আপনি গৃহস্থ ।

তলোয়ার । গৃহস্থের কি দেশ সেবার অধিকার নেই ?

অপূর্ব । কিছ এতে যে অনেক বিপদ ।

তলোয়ার । দেশের সেবা কবাব নামই তো বিপদ, অপূর্ববাব !  
আমাদেব হিন্দুব ঘরে নিবাসটা ধর্ম্য । কিছ মা গৃহভূমির সেবা তারও চেয়ে  
বড় ধর্ম্য । এক ধর্ম্য আব এক ধর্ম্যচরণে বাধা দেবে, এ যদি আমি  
একদিনও মনে করতাম বাবুজী, তাহলে আমি কখনো বিয়ে করতাম না ।

একজন আমিরের হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ

শ্রমিক । পালাও, পালাও সব ।

সকলে । কেন রে, কেন ?

শ্রমিক । মারপিট হবে । বড় সাহেব পুলিশ নিয়ে এইদিকে আসতে ।

সব মেরে তাড়িয়ে দেবে ।

তলোয়ারকর। ভাই সব! ওই শস্মদাবী সান্নীদেব ঘারা আমাদেব বিক্কে, তোমাদেব বিক্কে, লেলিষে দিয়েচে, তাবা তোমাদেব কারখানাব মালিক। তারা চায় না যে তোমাদেব হুংখ হুর্দিশার কথা আমরা তোমাদেব শোনাই।

অনেকে। আমবাও চাই না। আমবাও চাই না। তোমবা উপদেশ দাও।

তলোয়ার। তোমবাও চাও না?

অনেকে। না।

তলোয়ার। ওবে বন্ধিতের দল, ওবে নির্যাতিত নিপীড়িতের দল, আমার মিনতি, আমাদের সকলের মিনতি, আমাদের তোমবা অবিস্থাস কোর না। তোমাদেব ঘুম ভাঙাবা শঙ্খধ্বনি, আমরাই চিরদিন কবে এসেচি, আমরাই তোমাদেব বারবার বোঝাতে চেয়েচি, তোমরা যত হুংখী, যত দরিদ্র, যত অশিক্ষিতই হও, তবুও তোমরা মান্তব। ধনীর বিক্কে দরিদ্রের আত্মবক্ষাব সংগ্রাম দিকে দিকে স্তবক হয়েচে। তোমরাও মান্তবেব মতো—

বিলাস। Stop! Stop, I say!

বিলাস দারোগা, মদলবলে প্রবেশ করিল

অনেকে। দোহাই দারোগাবাবু, আমাদের দোষ নেই।

বিলাস। ( তলোয়ারকবকে ) আপনি বক্তৃতা করছিলেন?

তলোয়ার। হ্যাঁ।

বিলাস। আপনাকে arrest করলাম।

সুমিত্রা। কেন?

বিলাস। Class hatred প্রচার করবার অপরাধে।

সুমিত্রা । আপনি শুনেচেন ওঁর কথা ?

বিলাস । বারা শুনেচে তাবাই সংক্ষী দেবে ।

সুমিত্রা । উনি বা বলেচেন আমরাও তাই বলতে প্রস্তুত ।

ভাবতী । আমাদেরই বলবাব কথা উনি বলেচেন ।

তলোয়ার । বলিচি এবং এখনো বলণো ।

বিলাস । কলতে আপনাকে দোব না । বমেন—

বিলাস বমেন তিন চার জন পাঠারগুথানা ছোর করিষা তলোয়ারকবাব টানিতে টানিতে লইয়া গেল । তলোয়ারকবাব বলিতে বলিতে হাহাদেব সঙ্গে চলিল—

তলোয়ার । এরা অত্যাশকাবী, এরা ভীক, সভ্যকে এরা কোন-মতেই তোমাদেব শুনতে দিতে চায় না । কিন্তু এরা জানে না যে, সভ্যকে গলা টিপে মারা যাবে না । সে চিবকীণী, সে অমব । চলো কোথায় যেতে হবে ।

সকলে শুক হইয়া রহিল ।

ভারতী । এ কি হলো সুমিত্রাদি !

সুমিত্রা । হত্যাশ হয়ো না বোন । চল ।

সুমিত্রা ওগ্রসর হইল

ভারতী । চলুন অপূর্ণদা !

অপূর্ণ । কোথায় ?

ভারতী । আমাদের বাসায় ।

অপূর্ণ । সেখানে তো আমার আব ঠাই হতে পারে না ।

ভারতী । চলুন, চলুন । পথের দাবীতে আপনার স্থান নাও থাকতে পারে । কিন্তু আর একটা দাবী থেকে আপনাকে স্থানচ্যুত করতে পারে সংসারে এমন কিছুই নেই ।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

### নবতারার ঘর

শশি বসিযা মদ থাইতেছে। বেহালাটা পাশে পড়িয়া আছে। নবতারা অবশ করিল। তারার বিষবার বেশ। কিন্তু সে বেশে দেখে নেই, চোখে ঘুম ও শোকের চিহ্ন নেই। মকমলের শূণ্য সাদা ঘূর্তি। তার হাতা সাদা ব্রাউজ, সাদা হিল তোলা জুতো, হাতে একটি বালো ব্যাগ, গলায় নোখাব চেন, ঠোটে রঙ, চোখে সূক্ষ্মা, গালে কজ। শশির পিছনে কিছুকাল চুপ কাঁদয়া দাঁড়াইয় বসিল। শশি গ্লাসটা মুখে তুলিতেই পিছন হইতে হাত বাড়িয়া ধরিল।

নবতারা। আর তোমায় মদ খেতে দোব না।

শশি। ( খাড সুবাহিষা ) Who are you ? A woman in white। শুকুবসনা স্বন্দরী ? I had been dreaming of such a beauty.

নবতারা। ভালো করে আঁখ ; আমি নবতারা।

শশি। White all through ! stainless, pure, perfection itself.

বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। নবতারার দুই বাহু ধরিয়া মুগ্ধের দিকে চাহিয়া রহিল

নবতারা। চিনতে পাবছ না ? আমি নবতারা।

শশি। নবতারা। New star...or an evil star !

নবতারা। কি যা তা বলছ মদ খেয়ে, বুঝতে পারচ না !

শশি। বেশ বুঝতে পারচি বাবা।

নবতারা। তুমিও যদি এ রকম কর, তাহলে আমি যাই কোথায় বল। সংসারে আমার একমাত্র বন্ধু তুমি।



শশি। Sure. একমাত্র বন্ধু আমি। বারা গৃহহারা, ভাগ্যহারা, সর্বহারা, একমাত্র শশি কবিতা তাদের বন্ধ। And he is proud of their freindship, proud—proud I say, do you hear me ?

নবভারা। একটু সহানুভূতি পাব বলে তোমার কাছে ছুটে আসি। তাও তুমি দেবে না ?

শশি। উ ! সহানুভূতি ? Sympathy ? বহু, বহু এইখানে—

নবভারাকে চেয়ারে বসাইয়া দিল

সত্য প্রতিভাবাব ব্যথা আমারও বুকে বাজে। I am sorry, genuinely sorry !

পাথের কাছে বসিল

ঠিক এমনিট যে হবে তা ভাবিনি। কিন্তু কি কববেন উপায় নেই। স্বামী বেঁচে থাকতেও আপনার গবর নিতেন না—স্বর্গে গিয়েও নেবেন না। It makes very little difference !

নবভারা। কিন্তু এ সহানুভূতির কোন দবকার নেই।

শশি। নিশ্চয় নেই। পথের দাবীর সত্য আপনি, শুধু পথই চলবেন—চলবেন সাথে দৃষ্টি রেখে, পাশে পেছনে কোন দিকে চেয়েও দেখবেন না। কথখনো নয়।

নবভারা। তাইতো চলিছি কবি।

শশি। Chcerio !

নবভারা। কিন্তু একা একা আর যে চলতে পারিচি না।

শশি। Then stop dead. থমকে দাঁড়ান।

নবভারা। কবি !

শশি। Yes, madam.

নবতারা। আমার এই চলার পথে দোসর রূপে তোমাকে কি পাওয়া যায় না ?

শশি। What did you say ?

নবতারা। আমি আর একা থাকতে পারি না, কবি।

শশি কোন কথা কহিল না। নবতারার ঘুরের দিকে চাহিয়া রহিল

যেদিন বিয়ে হ'ল সেদিন ভাবলুম জীবনের একটা সঙ্গী পেলুম, একান্ত আপন জেনে স্বামীকে সেদিন সর্বস্ব নিবেদন করে দিলুম, ভাবলুম আমার এক সঙ্গে থেকে জগতের সব আনন্দ উপভোগ করব। সেই আশা নিয়েই বেঙ্গুনে এলুম।

শশি গ্রামের দিকে চাহিয়া মাথা চুলকাইতে লাগিল

রেঙ্গুনে আসবার পর যা হোলো তা ত তুমি জান কবি। স্মৃতিত্রাদি আশ্রয় দিলেন। বর্জ্যবাণু দেখিয়ে দিলেন। একলে দিলেন উৎসাহ। ভাবলুম পথের দাবী মিটিখেই জীবনের দেনা পাওয়া শোধ করতে পারব। কিন্তু বর্জ্য, উপদেশ, উৎসাহ, কিছুই তো আমার অহরের ক্ষুধা নিবারণ করতে পারল না।

শশির চুই হাত চাপিয়া ধরিল

নবতারা। আমায় কাছে লাগাবার চেষ্টা অনেকে কবেচে—কিন্তু হৃদয়ের দিকে কেউ চেয়ে দেখেনি। তোমার কোন কাজের বালাই নেই, নৈতিক উপদ্রব নেই, তুমি আমায় কাছে টেনে নাও, আমার নিঃসঙ্গ জীবনের বাণী দূব কর।

শশি। Ah ! I am tempted to believe this is love making !

নবতারা। কাউকে ভালো না বেসে আমি আর থাকতে পারি না

কবি। আজ আমার কোন বন্ধন নেই, কোন দায়িত্ব নেই—সংসার, সমাজ, সংস্কার, সবার বাইবে আজ আমি ছিটকে পড়েছি। তুমি আমার নাও!

শশি। Not a bad idea! Let me think over it. নদীর ধারে ছোট্ট একখানা বাড়ী—চাবদিকে তাব ফুলের ফসল—অন্তঃপুবে গুল্লবসনা সুন্দরী, কর্তে তার গান—That makes life worth living.

নবভারা। সেই সুখের নোড়ে বসে তুমি মুক্তিব গান রচনা কববে, আর আমি সেই গান কর্তে নিয়ে মুক্তপক্ষ পাখীর মতো নিদ্রিত নব-নাগরীকে স্থপ্তি থেকে ডেকে তুলব।

শশি। Not altogether a bad idea! আমাদের কাজেব আর অন্ত থাকবে না। ডাক্তারের দলে আনবা ভাজার হাজার লাখো লাখো লোক জুটেবে দেব; এমন সব লোক, বাবা জাত ভেঙ্গেছে, সংস্কার ছেড়েছে, সর্বপ্রকার স্বাধীনতাকে বাবা কাম্য বলে জেনেচে, বুঝেচে, আশঙ্ক কবতে চেয়েচে।

নবভারা। সকল বকমে মুক্ত আমরা সব স্বাধীনতাব বিককে বিদ্রোহ বোষণা করব।

শশি। কিঙ্ক ওবা? ওরা কি বলবে?

নবভারা। কারা?

শশি। ডাক্তার, সুমিত্রা, ভারতী? তোমাদের পথেব দাবীব দলের লোকেরা?

নবভারা। বাব যা ইচ্ছে বলুক।

শশি। Right you are! যার যা ইচ্ছে বলুক। আমরা পথ চলবই।

নবভারা। আমাদের বিবাহিত জীবন কি সুখের হবে?

শশি। বিবাহিত জীবন! Do you really propose to marry me ?

নবতারা। আর অমত করো না। সত্যি যদি তুমি আমাকে পুখী করতে চাও, তা হলে আমাকে নাও।

শশি। কিন্তু বিবাহের স্বপক্ষে সত্যি আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। 'আচ্ছা, আমার দুটো দিন ভাবতে সময় দাও। একেবারেই তৈরি ছিলাম না কি না।

নবতারা। আশ্চর্য্য!

শশি। সত্যি তারা, এ বড়ই আশ্চর্য্য! কখনো মনে হয়নি, কখনো ভাবিনি। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

বলিতে বলিতে বেহালাটা তুলিয়া লইয়া বাজাইতে লাগিল। নবতারা তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া গলা জড়াইয়া ধরিল। শশি আপন মনে বাজাইতে লাগিল

## তৃতীয় দৃশ্য

### পুলিশ অফিস

নিমাইবাণু অস্থির ভাবে পায়েচাষি করিতেছে। হুগদীশ আর বিলাস গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছে।

নিমাই। তুমি তাকে বেল দিতে গেলে কেন? তোমার বলা উচিত ছিল বেল দিলে Conspiracy কিমারা হবে না।

বিলাস। বোথা কোম্পানীতে চাকরী করে। একজন ব্যারিষ্টার জামিন হলো। তারপর তলোয়ারকর সহক্রে কোন Instructionও আমি পাই নি। কি করে বুঝব বলুন।

জগদীশ। আপনার কথাই ঠিক হোলো। বর্ষাতে সত্যিই Conspiracy-র শিকড় গজিয়ে উঠল।

নিমাই। আমার কথা অঙ্করে অঙ্কবে মিলে বাবে; তুমি দেখে নিও। মং সাহেবের বাড়ীতে পুলিশকে গুলি করে বে পেশোয়ারী শালওয়ালা পালিয়ে গেল, সেই আবার শিখ হয়ে কাল রেঙ্গুণে দেখা দিল।

জগদীশ। কিন্তু মং সাহেব তো কিছুতেই স্বীকার করছেন না। আর তাঁর জামাইদেব মাঝে যারা খববটা দিয়েছিল, তাঁদের একজন গেন মবে, আর একজন ভায়রা-ভাইকে খুন করে হলো ফেরাব।

বিলাস। আব সেই বায়লাওলা vagabondটারও কোন পাত্তা নেই।

নিমাই। হয়ত একদিন দেখবে সেই বাটাঁই সব্যসাচী! আমি তোমাকে বলছি জগদীশ, মং সাহেবের জামাই ভামাল ফেরার হয়নি। তাকেও খুন কবেচে।

বিলাস। বলেন কি!

জগদীশ। কে খুন কববে?

নিমাই। সেই পেশোয়ারী শালওয়ালা, সব্যসাচী!

জগদীশ। কিন্তু dead body?

নিমাই। A dead body devoured by wild animals tells no tale! কোন পাগাড়ে অথবা কোন জঙ্গলে জানালের মৃতদেহ হয়ত জানানোবাব খাও হয়েছে।

বিলাস। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় তলোয়ারকরের সঙ্গে সব্যসাচীর কোন যোগ আছে?

নিমাই। যদি চেলিয়ার চকিতে দেখা সেই শিখ মহাপ্রভু সত্যি

সবাসাচী হন, তাহ'লে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি বিলাস, তলোয়ারকর মহাপ্রভুরই শিষ্য।

বিলাস। তা হলে আর যাবে কোথায় ?

নিমাই। অর্থাৎ ?

বিলাস। তলোয়ারকরের মামলায় সবই বেরিয়ে পড়বে।

নিমাই। মামলা হবে তুমি ভেবেচ ?

জগদীশ }  
বিলাস } মানে ?

নিমাই। তলোয়ারকরকেও পাবে না, মাদ্রাজী ব্যারিষ্টার কৃষ্ণ আইয়ারকেও পাবে না।

বিলাস। এ আপনি কি বলছেন! তলোয়ারকর স্ত্রীকত্তা নিয়ে এখানে বাস করে।

নিমাই। খুব তো বললে তুমি। নিজেদের প্রাণ খারা হাতে করে নিয়ে বেড়ায় দেবার জন্তে, তার ভাই বন্ধু দারা স্ত্রীর কোন দাম দেয় না। জগদীশ একবার ভাই মং সাহেবকে আনো। দেখি তার কাছ থেকে কিছু বার কবা যায় কি না।

জগদীশ উঠিয়া চলিয়া গেল

ছেলে মাছ হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে!

বিলাস। আচ্ছা, সেই মেয়ে ছোটোর কাছ থেকেও তো খবর কিছু পাওয়া যেতে পাবে।

নিমাই। ওরে বাবা, ওদের মনে স্বেচ্ছা কিছুই নেই। মেয়ে-গুলোকেই ওরা মজিয়েচে, মেয়েরা ওদের মজায়নি। কাজের কথা তাদের কাছেও কিছু পাওয়া যাবে না। আমি কেবল ভাবি বিলাস, বাঙ্গালীর বংশে এমন সব ছেলেমেয়ে কোথেকে এলো ?

ধেনমংকে লইয়া জগদীশ প্রবেশ করিল

নিমাই । Good evening Mr, Maung !

ধেনমং । The same to you.

নিমাই । Sit down Mr. Maung.

ধেনমং সাহেব বসিলেন

ধেনমং । আমি বাংলা বুঝি, বাঙালীর মতই বাংলা বলতে পারি ।

নিমাই । সব্যসাচীর কাছে শিখেছেন বুঝি ?

ধেনমং । না, আমি কলকাতায় পড়তুম ।

নিমাই । আপনাব জামাই জামালের খবর পেয়েছেন ?

ধেনমং । না ।

নিমাই । আচ্ছা, সেদিন যে পেশোয়ারী শালওলা এসেছিল, তার সঙ্গে আপনার কতদিনের পরিচয় ?

ধেনমং । আমি তাকে চিনি না ।

জগদীশ । অচেনা একটা লোক রাতের বেলায় আপনাব ঘরে কি করছিল ?

ধেনমং । কেন সে এসেছিল, তা বলে যায় নি ।

নিমাই । আপনি জানতে চাইলেন না কেন ?

ধেনমং । জামাই আহত । তাকে নিয়েই ব্যস্ত তখন । কে এল, কে গেল, কে আর দেখে ।

নিমাই । সেই পেশোয়ারী অর্থাৎ সব্যসাচী ধরা পড়েছে ।

ধেনমং । You don't mean to say it !

নিমাই । 'Come confess ; tell us who he is.

ধেনমং । I don't know.

জগদীশ । Mr. Maung, আপনি সাপ নিয়ে খেলা করছেন ।

থেনমং । ছোবলও তো খাচ্ছি । খলে খালি করে বিষ ঢেলে দিন,  
একেবারে সব শেষ হয়ে যাক ।

জগদীশ । ভেবেচেন এমনি ঝাঁকামো কবে রেহাই পাবেন ?

থেনমং । ও খপ্পবে যে দিন পড়েছি সেইদিনই বুঝেচি রেহাই  
নেই ।

নিমাই । You can have your liberty in a moment  
Mr. Maung.

থেনমং । The Price may I ask ?

নিমাই । A clean confession.

থেনমং । I have no secret to keep.

জগদীশ । পেশোয়ারী শালওলা ধবা পড়েছে শুনে আর্ন্তনাদ করে  
উঠলেন কেন ?

থেনমং । তার অন্তঃকরণের কথা ভেবে ।

জগদীশ । তার ফাঁসি হবে ।

থেনমং । হতেই পারে, যখন দণ্ডযুগেব কঠা আপনারা ।

নিমাই । আপনাকে কিন্তু আমরা মুক্তি দিতে পারি ।

থেনমং । দিন না, অনেকদিন মেয়েগুলোকে দেখিনি । তাদের  
আবার মা নেই ।

নিমাই । আচ্ছা একটা বাঙালী বিপ্লবীর জন্তে কেন বৃথা এই  
দুঃখ বরণ কবে নিচ্ছেন ?

থেনমং । কার কথা বলছেন ?

নিমাই । সব্যসাচীর । বলে দিন সে কোথায় ? আপনাকে এখন  
ছেড়ে দিচ্ছি ।



থেনমং। Officer ! your cross examination betrays your inability.

নিমাই। Is that so Mr. Maung ?

জগদীশ। বিজ্ঞের মত বুলি আওড়াচ্ছেন আর প্রাণপণে মিথ্যে কথা বলছেন।

থেনমং। মিথ্যেকে আপনাই তো ঢাকতে পাবছেন না।

নিমাই। তাই নাকি ?

থেনমং। ভুলে যাচ্ছেন কেন, একটু আগে বললেন—সেই পেশোয়ারী যে সব্যসাচী তা আপনাবা জানেন। একটু আগেই শোনালেন সে ধরা পড়েছে তাব ফাঁসি হবে। তারপরেই আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন, সব্যসাচী কোথায় ? মোদ্দা কথা দাঁড়াল এই যে, পেশোয়ারী সব্যসাচী নয়, সব্যসাচী ধরা পড়েনি। আর ফাঁসিও তার হবে না, যদি না আমি তাকে ধরিয়ে দিতে পারি।

নিমাই। Your logic is quite good. Now tell us where is Sabyasachi !

জগদীশ। সব্যসাচীর খবরটা আমাদের দিয়ে দিন, আপনাকে এখুনি ছেড়ে দিচ্ছি।

নিমাই। শুধু যে ছেড়েই দোব তা নয়, দশ হাজার টাকা পুংস্কারও দোব।

থেনমং। বাস্ ! বাস্ ! আর কোন কথা নয়। সব্যসাচীকে আমি জানি না। এই আমার শেষ কথা।

সকলে কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল

নিমাই। Send him back to the lock up Jagadish !

জগদীশ । দবওয়ালা !

সিপাই । ভজুর !

জগদীশ । লে বাও ।

সিপাই । চলিয়ে সাব ।

নং সাহেবকে লইয়া সিপাহীর প্রস্থান

জগদীশ । Sir, একটা কিছু উপায় বলে দিন । নইলে চেলিয়া  
বাটা আবার রিপোর্ট করবে ।

নিমাই । চেলিয়া ! চেলিয়া ! ভদ্রদেবে বাঙালীর চেয়ে সে চালাক ।  
বকক না স্যাসাচৌকে ।

জগদীশ । ধরবার দায়িত্ব তো তার নেই ; সে শুধু রিপোর্ট করবে ।

নিমাই । ককক বিপোর্ট । ভয় কি ?

রমেনের প্রবেশ

এই যে রমেন । পবব ভালো ত ?

রমেন । কোথায় আঁব ভালো Sir ! আপনার বর্ণনা মত সেই  
ইঙ্গল বাড়ীটার সকান ত পেলাম, কিঙ—

নিমাই । Search কবলে না !

রমেন । না ।

নিমাই । আঃ । এক্ষুণি কাগজ-পত্র সবিয়ে ফেলবে ।

রমেন । শুণন না আর ! দূর থেকেই দেখলুম বাড়ীটা দাউ দাউ  
কবে জ্বলচে ।

নিমাই । বল কি !

রমেন । আঙ্কে হাঁ । ফায়ারব্রিগেড পাশের বাড়ীগুলো বাঁচাবার

চেপ্টা করচে। খবর নিয়ে জানলুম বাড়ীতে ছটা লেডী টিচার থাকত !  
সকালে তারা বেরিয়ে যায়। আর বিকেলেই আগুন লাগে।

নিমাই। লেডি টিচারদের সঙ্গে কেউ ছিল ?

রমেন। এক শিখ ভদ্রলোক ছিলেন।

জগদীশ। শিখ !

বিলাস। বোধ হয় চেলিয়া থাকে দেখেছিল।

জগদীশ। চেলিয়া'র মতে ঐ শিখই সব্যসাচী।

নিমাই। আমার মতেও তাই। 'পথের দাবী' ঘরের গভী ভেঙ্গে গথে  
পা দিল। এইবার তার পদচিহ্ন প্রকাশ পাবে রক্ত-লেখায়। বিলাস  
তোমার মামলা গেল। তলোয়ারকর গেল, কৃষ্ণ আইয়া'র গেল,  
ধরবার ছোবার মত কিছুই আর রইল না।

জগদীশ। আপনি কি বলচেন স্মার ?

নিমাই। অপূর্ণ'র বাসায় গিয়েছিলে ?

রমেন। হাঁ, কিন্তু তাকে পেলুম না।

নিমাই। পেলো না ?

রমেন। না Sir !

নিমাই। হয়ত বেচারী অপূর্ণ'ও গেল।

কপালে হাত দিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলেন। অন্তর বিষয়ে হতবাক হইয়া  
ভাহার নিকে চাহিয়া রহিল

## চতুর্থ দৃশ্য

অঙ্গুরের মধ্যে ভাঙা একটা বাড়ী।—মোমবাতি জলিতেছে। সুমিত্রা, রামদাস তবোষারকর, কৃষ্ণ আইয়ার, ব্রজেন্দ্র, ডাক্তার বসিমা আছে, বাথখানে সুমিত্রা। দুইপাশে ডাক্তার আর ব্রজেন্দ্র মুখোমুখি। সবাই নিস্তব্ধ। শ্রীরাসিং ভারতীকে লইয়া প্রবেশ করিল। দূরে দাঁড়াইয়া ণ্ণাপুট করিয়া ভারতীকে আগাইয়া বাইতে ইসারা করিল। ভাবতী অঙ্গুর হইল।

ডাক্তার। এস ভারতী আমার কাছে এসে বোস।

সকলেই আবার কিছুকাল চুপ করিয়া রহিল

সুমিত্রা। ভারতী! তোমার মনের ভাব আমি জানি। তাই তোমাকে ডেকে এনে হুঃখ দেবার ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিন্তু ডাক্তার কিছুতেই হতে দিলেন না। অপূর্ববাব কি কবেচেন জানো?

ভাবতী। কি করেচেন?

সুমিত্রা। বোথা কোম্পানী রামদাসকে আজ ডিসমিস্ করেছে। অপূর্বরও সেই দশা হতো। শুধু নিমাই-দারোগার কাছে আমাদের সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করে, তাব চাকরিটা বেঁচেছে। শুধু তাই নয়।

কিছু কাজ চুপ করিয়া থাকিয়া

পথের দাবী যে বিদ্রোহীর দল, আব আমরা যে লুকিয়ে পিস্তল রিভল-বাব রাখি, সে সংবাদও তিনি গোপন করেন নি। এর শাস্তি কি ভারতী?

ভারতী মাথা নিচু করিল

ব্রজেন্দ্র। ডেথ্।

ভারতী ক্যালক্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল

রামদাস। সব্যসাচীই যে ডাক্তার এ খবরও তারা পেয়েছে।

সুমিত্রা। ডাক্তার ধরা পড়লে তার কন কি জানো? হয় ডেথ্ না হয় ট্রান্সপোর্টেশন!

ডাক্তার। অপূর্ব যদি না বলেও দিত, তা হলেও ও সম্ভাবনা ঘোপ পেত না।

সুমিত্রা। বাকিটুকু তা হলে তুমিই বলো। অপূর্বের treachery আমাদের এমন কি ঐ ভারতীরও অবস্থা কি কবেচে, তাই ভাবতীকে বুঝিয়ে দাও।

ডাক্তার। সে সব তোমরাই আনার চেয়ে ভালো বোঝাতে পারবে।

সুমিত্রা। তলোয়ারকবের ঘরে দেববাব উপাখ্য নেই। যে মামলা তার নামে কজু হয়েছে, তাতে শাস্তি হয়ত হতো না। কিন্তু তবুও তাকে ফেরার হতে হলো।

তলোয়ারকর। নইলে ফাঁসি বা ছাঁপাস্তব!

সুমিত্রা। তাবপর-তাবপর—‘পথের দাবী’র চিহ্নও আজ আমাদের লোপ করে দিতে হলো। আমরা আসবার পর ডাক্তার বাড়ীটা পুড়িয়ে দিয়ে এসেছেন। নইলে পুলিশ এতক্ষণ আমাদের খাতাপত্র হস্তগত করত। আমাদেরও অর্থাৎ তোমাকে আর আমাদেরও রেস্‌পুন্সের পথে দেখতে গেলেই পুলিশ গ্রেপ্তার করবে।

তলোয়ারকর। বাজড্রোহের অপরাধে শাস্তি দেবে।

ব্রজেন্দ্র। আমাদের সব আয়োজন গণ্ড করে দিলে।

সুমিত্রা। অপূর্বের এ অপরাধের শাস্তি কি?

ব্রজেন্দ্র, তলোয়ারকর, }  
 জীরাসিং, কৃষ্ণ আইয়ার } Death!

সুমিত্রা। তা হ'লে Death sentence-ই দিলুম।

ব্রজেন্দ্র। এক্সিকুউশনের ভার আমি নিলুম। আমি কিন্তু গুলি গোলা, ছুরি ছোরা বুঝিনে।

বাঘের মত ডই খাবা শূণ্যে তুলিয়া কহিল—

এই আমার গুলি—এই আমার গোলা।

কৃষ্ণ আইয়ার। But how to dispose of the dead body ?

ভারতী। দাদা! দাদা!

ডাক্তার বাহু বেঠেনে ভারতীকে কাছে টানিয়া নইয়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল

ব্রজেন্দ্র। বাগানেব উত্তর কোণে একটা শুকনো কুয়া আছে। একটু বেশী মাটি চাপা দিয়ে কিছু শুকনো ডালপালা ফেলে দেওয়া চাই। গন্ধ না বেরোয়।

তলোয়ারকর। বাবুজীকে ন্যায়-দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়ে দেওয়া হোক।

সুমিত্রা। হীরাসিং!

হীরাসিং স্তম্ভট করিয়া চণিয়া গেল। ভারতী মাথা তুলিয়া বসিল। খাড ঘুরাইয়া চারিদিক দেখিতে লাগিল। হীরাসিং অপূর্বকে লইয়া আসিল। অপূর্বর দুইহাত পিঠের দিকে শক্ত করিয়া বাঁধা। কোমর হইতে একাধি একখানি পাথর বুলিতেছে। ভারতী দেখিয়া আর্তনাদ করিয়া মুখ লুকাইল। অপূর্ব আর্তনাদ শুনিয়া ভারতীর দিকে চাহিল

ভারতী। উঃ!

সুমিত্রা। অপূর্ববাবু, আপনাকে আমরা Death sentence দিয়েছি।

অপূর্ব। Death sentence!

সুমিত্রা । আপনার কিছু বলবার আছে ?

অপূর্ব । বলবার ! ( ঘনঘন ঘাড় নাড়িয়া প্রায় রুদ্ধ কণ্ঠে ) না ।

ডাক্তার । তোমার রিভলবার ?

হীরাসিং । উন্কী পাস হায় ।

সুমিত্রাকে দেখাইল

ডাক্তার । সুমিত্রা, রিভলবার দাও ।

সুমিত্রা বোট হইতে গুলিয়া দিয়া

আর কারু কাছে আছে ?

রুক্ষ আইয়ার । Here is mine.

ডাক্তার । ব্রজেন্দ্র !

ব্রজেন্দ্র । ও সব কিছুর ধার ধারি না !

ডাক্তার । সুমিত্রা, তুমি বল্লে ডেথ্ সেটেন্স আমরা দিলুম । কিন্তু ভারতী ত দেয়নি ।

সুমিত্রা । ভারতী দিতে পারে না ।

ডাক্তার । পারা উচিত নয় । তাই না ভাবতী ?

ভারতী মুখ তুলিল

অপূর্ববাবু যা করে কেলোছেন সে আর ফিরবে না । ফল আমাদের ভোগ করতে হবেই । শান্তি দিলেও হবে, না দিলেও হবে । তাই আমি বলি শান্তি দিয়ে কাজ নেই । একদিন ভারতী ওর দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন, আজও ভারতীর ওপরই ওর তার দি । ভারতীই এই দুর্বল মানুষটিকে মজবুত করে তুলুন । কি বল সুমিত্রা ?

সুমিত্রা । না, তা হতে পারে না ।

সকলে। না, না।

ব্রজেন্দ্র। ভারতীর কি? তিনি ত মনের আনন্দে ঠুকে নিয়ে ঘর করবেন।

ডাক্তার। ব্রজেন্দ্র, ব্যাটাভিয়াতে একবার তোমাকে শাস্তি দিতে দাখ্য হয়েছিলুম। দ্বিতীয়বার আমাকে যেন তা করতে না হয়।

সুমিত্রা। অপূর্বের এত বড় অত্মারকে যদি আমরা প্রসন্ন্য দিই, তাহলে আমাদের সবই যে ভেঙেচুরে ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

ডাক্তার। যদি যায় ত উপায় কি?

সুমিত্রা। ডাক্তার আমরা সকলেই একমত।

তলোয়ারকর। দেশের জন্ত, স্বাধীনতার জন্ত, আমরা কিছুই মানব না।

রুক্ষ আইয়ার। Our will must prevail.

ডাক্তার। Must it.

ব্রজেন্দ্র। ভয় দেখিয়ে আপনি আমাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করবেন না। আপনার একার মতে কিছুই হতে পারবে না।

ডাক্তার সকলের মুখের দিকে চাহিল

ডাক্তার। তোমরা ত জান, আমার একার মত তোমাদের একশ জনের চেয়েও বেশি কঠিন। ভয় নেই ভারতী, অপূর্বকে আমি অভয় দিলুম।

ভাবতী। কিন্তু দাদা ঠুঁরা, ঠুঁরা ত অভয় দিলেন না।

ডাক্তার। এখনো দেয়নি সত্য। কিন্তু একথা ঠুঁরা বোঝেন যে আমি যাকে অভয় দিলুম, তাকে স্পর্শ করা যায় না। এই কটা আঙুলের চাপে আজও ব্রজেন্দ্রের মত বড় বাঘের খাবা গুঁড়ো হয়ে যাবে! কি বল ব্রজেন্দ্র? অপূর্ব যেন বন্দী আঁর না থাকে—দেশে ফিরে যাক।



অপূর্ব ট্রেটর নয়, স্বদেশকে ও সমস্ত মন দিয়েই ভালবাসে। কিন্তু অধিকাংশ—থাক স্বজাতির নিন্দা আর করব না। অপূর্ব দুর্বল।

সুমিত্রা। কিন্তু এখান থেকে গিয়ে অপূর্ব সোজা কোথায় উঠবে জান ?

ডাক্তার। যদি ওর নিমাই কাকার কাছে গিয়েই ওঠে, তাতে আমাদের বেশী কি ক্ষতি হবে ? ঘর বখন পুড়েই গেছে, তখন কিছুকাল ত বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবেই। রেঙ্গুণ এখন কার পক্ষেই নিরাপদ নয়—না আমার, না তোমাদের।

সুমিত্রা। শুধু এই সর্বনাশ যে করল সে থাকবে নিরাপদ ?

ডাক্তার। তবুও তুমি আজ সভা ভঙ্গের আদেশ দাও সুমিত্রা।

সুমিত্রা। অধিকাংশের মত যেখানে ব্যক্তি বিশেষের গায়ের জোরে পরাভূত হয়, সেখানে সভা গ্রহসনেই দাঁড়ায়। এ সভার নেত্রীত্ব করতে আমি আর সম্মত নই।

ডাক্তার। সেই ভালো সুমিত্রা। সকলের সব ভার আমারই কাঁধে চাপিয়ে দাও। ডুবি আমি একাই ডুবব। হীরাসিং অপূর্ববাবুর বাঁধন খুলে দাও।

হীরাসিং বন্ধন খুলিতে লাগিল

তলোয়ারবর। এ রকম যে হতে পারে, এ আমার ধারণাও ছিল না।

ডাক্তার। তলোয়ারবর। অপূর্ব তোমার বন্ধু। তার দুর্বলতা তোমার ক্ষমা করা উচিত। ভারতী, অপূর্ববন সঙ্গে আমি এখন তোমায় পাঠিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু ও ত নিমাই কাকার কবল থেকে তোমাকে বাঁচাতে পারবে না। তাই তোমাকে কিছুদিন আমাদের সঙ্গেই থাকতে হবে।

ভারতী। 'আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না।

ডাক্তার। জোর করে কিছুই বোলো না। একদিন ছাড়তে হবেই।

চল অপূর্ববাবু, তোমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি। এই নাও স্মিত্রা।  
কৃষ্ণ আইয়ার তোমার পিস্তলটা আমার কাছেই রইল। চল হীরাসিং।

একটু অগ্রসর হইল

ব্রজেন্দ্র, তোমরা সবাই তামাসা করে বলতে অন্ধকারে আমি পাঁচাব মত  
দেখতে পাই—আজ যেন কেউ সে কথা ভুলো না।

স্মিত্রা। ফাঁসির দড়িটা কি নিজের হাতে গলায় না পরলেই হত না।

ডাক্তার। সামান্য একটা দড়িকে ভয় করলে চলবে কেন স্মিত্রা ?  
ভারতা, তুমিও এস ! অপূর্ববাবুকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

ভারতী, ডাক্তার, অপূর্ব ও হীরাসিংএর শ্রবান

ব্রজেন্দ্র। বন্দ্যাব একটিভিটি আমাদের উঠল।

কৃষ্ণ আইয়ার। পশুর মত এখন বনে জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে হবে।

তলোয়ারকব। জীবনের প্রতিদিন হবে দুর্ভিক্ষ।

ব্রজেন্দ্র। আপনি সভানেত্রী হয়ে ডাক্তাবেব এই স্বেচ্ছাচাবের কাছে  
মাথা নত করলেন।

স্মিত্রা। অলস্য কবেচি ব্রজেন্দ্র। তারজন তোমরা আমায় শাস্তি দাও।

ব্রজেন্দ্র। না, না, শাস্তির কথা বলচিনে। আপনি একটু জোর  
কবলে আমবাও বিদ্রোহ করতুম।

স্মিত্রা। তুমি হয়তো বিদ্রোহ করতে পাবতে ব্রজেন্দ্র, কিন্তু আমি  
পাবতুম না। দুটো দিন লুকিয়ে থাকতে হবে বলে, দুটো দিন খাওয়া  
পরা থাকার অসুবিধে হবে জেনে আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠিচি। আর সে  
মাস্তুমটি বছরের পর বছর এই সব অসুবিধা নিত্য নীরবে সহ করে প্রতি  
মুহূর্ত্ত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে মাতৃভূমির মুক্তির আয়োজন করচে, তার বিরুদ্ধে  
বিদ্রোহ কবব ? না, না, আমি পারবো না—আমি তা পারবো না।

# চতুর্থ অঙ্ক

## প্রথম দৃশ্য

### শশিতারা লজ্জা

#### শশির বব

ফুল আর লতা পাতা দিয়া দরটী উৎসবের মত করিবা সাজান হইয়াছে। শশি এক কোণে একখানি ভাঙ্গাচেয়ারে বসিয়া বেহালা বাজাইতেছে। তাহার পরনে দিশিদ্ভূতি। গায়ে শিখের পাঞ্জাবী। ভারতীকে লইয়া ডাক্তার প্রবেশ করিল। ডাক্তার একটা ইভিনিং স্ট পরিয়া আসিয়াছে। বটন হোলে একটা সাদা ফুল। ভারতী পরিবাছে সোনালী পাড়ের নীলাশ্রী।

ডাক্তার। বাঃ! বিয়ের উৎসবের বেশ আভাস পাওয়া বাচ্ছে।

শশি। আস্থন, আস্থন। আস্থন ভারতী। ভাবতেই পারিনি যে আপনারা পায়ের ধুলো দেবেন। বস্থন, বস্থন।

ডাক্তার। এ সব নতুন ফার্নিচার কোথায় পেলে কবি?

শশি। কিনতে হোলো। সেই-টাকাটা পেলুম কিনা।

ডাক্তার। টাকা পেয়েচ?

শশি। হাঁ, দাদা মশায়ের দেওয়া দশতাকার টাকা। আমি বরাবর বলতুম টাকা আমি পাবই কেউ বিশ্বাস করতো না। কিন্তু এবার অধীকার করবার উপায় নেই। দেখুন না।

একখানি খাম আনিয়া ডাক্তারের হাতে দিল। ডাক্তার না গুলিয়া

ডাক্তার। কিন্তু দশহাজার কেন? বিশহাজার টাকা পাবার কথা ছিল যে।

শশি। তা দশহাজার টাকাই কি কম। তা ছাড়া নিজের মাসভূতো ভাই; যদি কিছু কম করে পাঠিয়ে থাকেন, এমন দোষের কি? এমন হৃদয় চিঠি লিখেচেন।

আবার চিঠি আনিতে গেল

ডাক্তার। থাক থাক, দশহাজার টাকা যিনি ঠকিয়ে নিলেন, তাঁর চিঠি দেখবার আগ্রহ আমার নেই।

শশি। না, না, ঠকানোর কথা বলবেন না। ভুলবেন না সম্পত্তি দেখবার ঝগড়াটো আমাকে পোহাতে হবে না।

ডাক্তার। তা এই টাকাটা ব্যয় করবার কষ্টটুকুই বা তোমাকে কেন দিলেন! না দিলে তুমি ত আরো খুশী হয়ে উঠতে।

শশি। টাকাটা যখন পেলুম, ভাবলুম ব্যাঙ্কে জমা করে দি। মাতাল, জোচ্চোর, Spend thrift যা মুখে এসেচে লোকে বলেচে। ভেবেছিলুম বুঝিয়ে দেব এবার।

ডাক্তার। Past tense ব্যবহার করচ কেন? সাধু সঙ্কল্প ত্যাগ করেচ নাকি?

শশি। হাঁ, অতসব আমার পোষায়?

ডাক্তার। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

ভারতী। আসবার সময় দেখলুম দরজার মাথায় বড় বড় হরকে লেখা আছে—শশিতারা লজ। ওটা কি?

শশি। ওটা আপনার নকল।

ভারতী। আমার নকল?

শশি। আপনার ঘরে ঝাউ পাতা দিয়ে “পথের দাবী” লেখা ছিল না? আমিও তাই “শশি” আর নবতারার “তারা” Compound করে, শশিতারা করে নিলুম—বাড়ীর নাম করলুম “শশিতারা লজ্জ”, কিন্তু নামটা তুলে ফেলতে হবে।

ভারতী। কেন?

শশি। বিয়ে আর হোল না।

ডাক্তার। সে কি হে! আমরা বে নেমস্তন্ন খেতে এলুম।

শশি। খাবাব ব্যবস্থা ঠিকই আছে, শুধু ওই বিয়ের ব্যবস্থাটাই বদলে গেছে।

ভারতী। আপনি কি বলচেন শশিবাবু!

শশি। কাল রাতে নবতারার ওখান থেকে এসে ফর্দটর্দ করে ফেললুম। আজ সকালে হোটেল থেকে খাবাব আনলুম, দুজন্য কাপড় জামা বিছানা পল্লব কিছু কিছু কিনে ফেললুম। ঘরটা সব সাজিয়ে ফেলেচি, এমন সময় নবতারার এলেন—ফিরোজা রংয়ের শাড়ী পরে। বেশ মানিয়ে ছিল।

একগ্রাস জল খাইল

তিনি বলেন, ভুল ধরা পড়লেই তা শোধরাতে হয়। আমি বলুম—বুদ্ধিমানেরাই তাই করে থাকে। তিনি বলেন—ভুল করেই তিনি ভেবেছিলেন এ বিয়েতে আমরা সুখী হব। আমি বলুম—বিয়েতে যে সুখ পাওয়া যায়, এ বিশ্বাস আমার নেই। তিনি বলেন—যাকে বিয়ে করে সুখ পাওয়া যায়, তার সন্ধান তিনি পেয়েছেন। আমি বলুম—তথাস্তু।

ডাক্তার। বা: বা: কবি। তুমি সত্যিকারের রস-বৈদাস্তিক!  
হা: হা: হা:—

ভারতী। কি করচ দাদা। সত্যিই কি একেবারে হৃদয়হীন ?

ডাক্তার। হৃদয় বলে একটা পদার্থ হয়ত ছিল, কিন্তু আজ তা সত্যিই হারিয়ে ফেলিচি। তারপর কবি, নবতারা এবাব কাকে বিয়ে করবেন ?

শশি। বিয়ে তাদের হয়ে গেছে আজই। তারা রেঙ্গুণ বেড়াতে গেছে।

ডাক্তার। ভাগ্যবান ব্যক্তিটী কে শুনতে পাই।

শশি। সেই যে আহমেদ। ফর্সা মতন চমৎকার দেখতে, কুট সাহেবের মিলের টাইম-কিপাব আজ—তারই সঙ্গে নবতারার বিয়ে হয়ে গেছে।

ভারতী। আপনি এখন কি করবেন শশিবাবু ?

শশি। এতদিন যা করে এসেচি।

ডাক্তার। আবাব মদ ধর কবি।

শশি। না, নবতারার মাথায় হাত রেখে প্রতিজ্ঞা কবেচি, মদ আর হোঁব না। কাজ কি তার অমঙ্গল করে। এখন কাজের কথাটা বলে নি ডাক্তার। ওই যে থামটা আপনার হাতে রয়েছে ওর মাঝে পুরো দশহাজার টাকা নেই। যা আছে তাই আপনি নিন।

ডাক্তার। এ টাকা তুমি আমাকে দিলে ?

শশি। হ্যাঁ, আমার আর কি হবে ? আপনি নিন। কাজে লাগবে।

ডাক্তার। কত টাকা আছে ?

শশি। সাড়ে চার হাজার। পঞ্চাশটা টাকা আমাকে দেবেন।

ডাক্তার। সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা এরই মাঝে তুমি খরচ করে ফেললে ?

শশি। এসব জিনিষ পত্তর কিনতে হলো, আংটাও কিনতে হলো,

নবতারার জন্তে বেশ ভালো দেখেই একটা কিনিচি। তা ছাড়া নবতারাকেও পাঁচ হাজার দিতে হলো কিনা।

ভারতী। তাকে আবার কবে টাকা দিলেন ?

শশি। আজই দিলুম। আহমেদ ত মোটে ত্রিশটি টাকা মাইনে পায়। ওরা বিয়ে করেছে। একটা বাড়ী না কিনলে চলবে কেন ?

ডাক্তার। তা কখনো চলে।

ভারতী চোখে আঁচল দিখা উঠিয়া পেছন দিকে গেল

ভারতীর মন বড় নরম। যাক্ না নবতারা, তবু ত ভারতী আমাদের আছে, এত দুর্দশাতেও এ অমূল্য রত্নটি আজও বাংলার খোয়া যায় নি।

ভারতী। ফেব্রুয়ার সময় কি হয় নি দাদা ?

ডাক্তার। না, এখনো সময় হয় নি। শশি, ভাই এ টাকাটা তুমি রেখে দাও।

শশি। আমার এ টাকা আপনি নেবেন না ?

ডাক্তার। তুমি বাঁচবে কি কবে শশি ? মদ গেল, নবতারা গেল, বথা সর্ব্ব স্ব বিক্রি করা টাকাও যদি যায়, তুমি ত বাঁচবে না।

ভারতী। তামাসা করা সহজ দাদা। কিন্তু সত্যি সত্যি এ কথাটা একবার ভেবে দেখ দিকি।

ডাক্তার। ভেবে দেখেই বলচি ভারতী। কাল সবই ছিল, আজ ওর জীবনের যা কিছু আনন্দ, যা কিছু সাধনা, এক দিনে এক সঙ্গে বড়যন্ত্র করে যেন ওকে ত্যাগ কবে গেল। তবু কারও বিরুদ্ধে ওর নালিশ নেই, বিদ্বেষ নেই; এমন কি আকাশের পানে চেয়ে একবার সজল চক্ষে বলতেও পারলে না, যে ভগবান! আমি কারো মন্দ চাইনে, কিন্তু তুমি যদি সত্য হও ত এর বিচার কোরো।

ভারতী। তাই গুর ওপর তোমার এত মেহ।

ডাক্তার। শুধু মেহ নয় শ্রদ্ধা। শশি সাধু লোক; সমস্ত অন্তর-  
খানি ওর যেন গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ, নির্মল। ও হুঃখ পাবে কিন্তু  
কখনো কাউকে হুঃখ দেবে না। আমি চলে গেলে ওকে একটু  
দেখো বোন।

শশি। আপনার কাজে আমাকে ভর্তি করে নিন ডাক্তার—বাস্তবিক  
আমি মদ আর খাই না।

ডাক্তার। ( শশির কাঁধে হাত দিয়া ) না কবি, ওতে তোমার আর  
ভর্তি হয়ে কাজ নেই।

শশি। তবে আমি কি করব ডাক্তার ?

ডাক্তার। তুমি আমার বিপ্লবের গান কোরো।

ভারতী। তোমার বিপ্লবের গান ত শশিবাবুর মুখে সাজবে না  
দাদা। তোমার বিদ্রোহের গান, তোমার গুপ্ত সমিতির...

ডাক্তার। না, না। আমার গুপ্ত সমিতির ভার আমার ওপরেই  
থাক বোন—ও বোঝা বইবার মত জোর—না, না, সে থাক, সে শুধু  
আমার ! তোমাকে ত বলেছি ভারতী, বিপ্লব মানে শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড  
নয়, বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন ! রাজনৈতিক বিপ্লব  
আমার। তুমি কবি, তুমি শুধু প্রাণ খুলে সামাজিক বিপ্লবের গান শ্রব  
করে দাও। যা কিছু সনাতন ; যা কিছু প্রাচীন জীর্ণ, পুরাতন  
ধর্ম, সমাজ, সংস্কার—সমস্ত ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক !  
কে ?

দ্রুত পকেটে হাত দিয়া রিভলবার বাহির করিল

ভারতী। কেউ ত আসেনি দাদা !



ডাক্তার। নিশ্চয় এসেচে। আমি পায়ের শব্দ পেয়েছি।

দরজার কাছে আসিয়া হীরাসিং দাঁড়াইয়া শ্রান্ত করিল

স্মিত্রা এসেচেন ?

হীরাসিং। সাম্পানে আছেন।

ডাক্তার। ভারতী, তোমাকে ভাই খানিকক্ষণ কবির কাছে থাকতে হবে, স্মিত্রাকে নিয়ে আমি একটা কাজে যাব।

ভারতী। কিন্তু দাদা—

ডাক্তার। শশির পুরো পরিচয় পাবার পরও তুমি ওর কাছে থাকতে সম্বোধন কর ? শশি অপূর্বের চেয়েও দুর্বল নয়।

বলিষা ঘর হঠতে বাহিরে চলিয়া গেল। শশি ও ভারতী চুপ করিয়া দাঁড়াইল

ভারতী। ডাক্তার আপনাকে খুবই স্নেহ করেন।

শশি। জাপানে একবার আমাদের হুজুনাগেই পালাতে হয়। সেই সময় আমাকে পিঠে নিয়ে দোতলা থেকে উনি একতলায় নেমেছিলেন rain water পাইপ বেয়ে। কে কাকে বোমা মেরেছিল। কিন্তু আমরা বিদেশী বলেই তাড়া করল আমাদের।

ভারতী। ওসব খুনোখুনির কথা থাক শশিবাবু ? যদি আপত্তি না থাকে, আপনি আমাকে বেহালা শোনান।

শশি। আপত্তি আবার কিসের ?

শশি বেহালা তুলিয়া লইয়া বাজাইতে লাগিল, ভারতী বসিয়া বসিয়া

গুনিতে লাগিল। ঝড় জল আসিল

শশি। ওই যা ঝড় জল একসঙ্গেই এল ?

## দ্বিতীয় দৃশ্য

টেলিগ্রাফ আপিস, সিগনালার বসিয়া ঝিমাইতেছে, হীরাসিং মাথা বাড়াইয়া ভিতরটা দেখিয়া লইল, তারপর সব্যসাচী ও স্মিত্রা প্রবেশ করিল

সব্যসাচী। মশাই কি ঘুমুচ্ছেন ?

সিগনালার। কে ? ( উঠিয়া দাঁড়াইয়া চোখ মুদিয়া ) কি চাই আপনাদের ।

সব্যসাচী। Dont you worry mister ! ইনি আমার জী।  
মিসেস ব্যানার্জি, তাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে বড় কোতূহলী। আপনিও দেখচি  
আমাদেরই মতো বাঙালী।

সিগনালার। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সব্যসাচী। হতেই হবে, মাথার কাজ বাঙালী ছাড়া চলে কখনো ?

সিগনালার। আমি বি-এ ক্লাশ অবধি পড়েছিলাম।

সব্যসাচী। বটে ! ফেল না করলে ত বিজ্ঞানসাগর হতে পারতেন।

সিগনালার। বরাত শ্রাব ! বিদেশে এই সিগনালারের কাজ  
করতে হচ্ছে।

সব্যসাচী। দুঃখ করবেন না, বিজ্ঞানের যুগে বৈজ্ঞানিকের কাজ  
করচেন, তা কি তুচ্ছ !

সিগনালার। দায়িত্ব ত কম নয়।

সব্যসাচী। হ্যাঁ হ্যাঁ, সারা পৃথিবী আঙ্গুলের ডগায় নিয়ে বসে  
থাকেন, বাসুকীর চেয়ে বড় আপনারা।

স্মিত্রা। 'আচ্ছা, আপনারা এই কলের সাহায্যে কেমন করে  
কথা বলেন।

সিগনালার। এক এক রকম শব্দে এক একটা অক্ষর হয়, তাই মিলিয়ে হয় কথা।

সুমিত্রা গালে হাত দিয়া বিস্ময়ের ভাণ করিল

সুমিত্রা। হ্যাঁ ?

সিগনালার। (গদগদ স্বরে) হ্যাঁ! হ্যাঁ!

সুমিত্রা। খুব শক্ত কাজ ত।

সিগনালার। না না এমন আব শক্ত কি ?

সুমিত্রা। আমি একবার ওই কলগুলো দেখতে পারি ?

সিগনালার। দেখবেন!

সুমিত্রা। প্রে, ভোট বিফিউজ মি!

সিগনালার। আচ্ছা, দেখুন।

সুমিত্রা টেবিলে বসিয়া কল টিপিতে লাগিল

আশ্চর্য! আপনি ঠিক পাবচেন ত!

সব্যসাচী। বিদ্যুী কি না!

সিগনালার। না, না, না, ও কি করচেন, আপনি যে জানেন দেখচি।

সব্যসাচী। বলুন যে বড়ই বিদ্যুী!

সিগনালার। করচেন কি। সিঙ্গাপুরকে ডাকচেন কেন?

সুমিত্রা। সিঙ্গাপুর পাওয়া যাবে নাকি! How thrilling.

সিগনালার। না না, দয়া করে আপনি উঠুন, কোন মেসেজ নেই আমার।

সব্যসাচী দুই হাত দিয়া তাহার কাঁধ ধরিয়া তাহাকে বুড়াইয়া লইয়া কহিল—

সব্যসাচী। 'মেসেজ তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে, হীরাসিং!

হীরাসিং দুয়ারের কাছে থেকে ছুটিয়া আসিয়া কহিল—

হীরাসিং । Yes শুকজী !

সব্যসাচী । বেঁধে ফ্যাল ।

পকেট হইতে রিভলবার বাহির করিল, হীরাসিং তাহাকে বাঁধিতে লাগিল

মিসেস ব্যানার্জি !

স্মিত্রা উঠিল, সব্যসাচী তাহাকে রিভলবার দিয়া কহিল—

সব্যসাচী । মাথা লক্ষ্য করে ধবে থাক । টু শব্দটি করলেই খুলি  
উড়িয়ে দেবে, হীরাসিং—

হীরাসিং । Yes শুকজী !

সব্যসাচী । মুখটাও বেঁধে দাও ।

হীরাসিং একখানা বড় ঝমাল দিয়া মুখ বাঁধিতে লাগিল, সব্যসাচী পাশের ঘরটি  
দেখিতে গেল, কিরিয়া আসিয়া তার একটা রিভলবার সিগনাবারের পোয়ে ধরিয়া কহিল—

হীরাসিং, বাইরে গিয়ে পাহারা দাও । Now signaller, move  
forward ! forward !

হীরাসিং বাহির হইয়া গেল, সব্যসাচী ওকে দুয়ারের কাছে লইয়া গিয়া ধাক্কা  
দিয়া অস্ত্র ঘরে কেলিয়া দিয়া এদিক হইতে গিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল । ছুটিখা টেবিলে  
বসিয়া টেলিগ্রাফ করিতে লাগিল । জবাব শুনিতে শুনিতে মাথাটা টেবিলের ওপর  
মুঠখা পড়িল, স্মিত্রা দৌড়াইয়া তাহার কাছে গিয়া কহিল—

স্মিত্রা । ডাক্তার !

সব্যসাচী শুধু একখানি হাত তুলিল, স্মিত্রা তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া কহিল—

কি হয়েছে ডাক্তার । সিদ্ধাপুর কি বল্লে !

সব্যসাচী । হীরাসিংকে ডাক !

সুমিত্রা দৌড়াইয়া দুয়ারের কাছে হইতে ডাকিল—

সুমিত্রা । হীরাসিং !

হীরাসিং প্রবেশ করিল

হীরাসিং এসেচে ডাক্তার ।

সব্যসাচী । এক গ্লাস জল হীরাসিং—

হীরাসিং জল গড়াইয়া ডাক্তারের কাছে গেল, এক চুমুকে জল খাইয়া সব্যসাচী উঠিয়া দাঁড়াইল । কিছুক্ষণ সুমিত্রার দিকে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল—

সিন্ধাপুর কি বলে শুনবে সুমিত্রা ?

সুমিত্রা । বল ।

সব্যসাচী । সাংসাইয়ের জ্যামেকা ক্লাব পুলিশে ঘেবাও করে, তনজন পুলিশ, আর আমাদের বিনোদ সেখানে মারা গেছে, দুই ভাই মহাতপ আর অঘোধ্যা সিং ধরা পড়েচে, অঘোধ্যা হংকংয়ে, দুর্গা আবহু রেশ পেনাঙে পুলিশের জাল ছিঁড়ে পালাতে পারে নি, ওদের সবারই হয়ত ফাঁসী হবে ।

সুমিত্রা । ফাঁসী হবে ।

সব্যসাচী । ফাঁসী হবে, খবরের পুরো অর্থ কি বোঝ সুমিত্রা ।

সুমিত্রা । বুঝি সব শেষ ।

সব্যসাচী । শেষ ।

সুমিত্রা । তবে ।

সব্যসাচী । শেষের খবরটা এখনো তোমাকে বলিনি, ইউরোপের মহাবুদ্ধের জন্তে এ অঞ্চলের সব সৈন্ত সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ।

সুমিত্রা। তবে ত সত্যি সত্যিই তোমার সব কাজ শেষ হয়ে  
গেল ডাক্তার।

সব্যসাচী। না, না, সুমিত্রা, কাজ শেষ হলো না কাজ হলো শুরু।  
ইংরেজের ওই সৈনিকদেরকেই স্বাধীনতার সৈনিকে রূপান্তরিত করতে  
হবে, সেই-ই আমার এখনকার কাজ। হীরাসিং—

হীরাসিং। Yes গুরুজী!

সব্যসাচী। আজ রাতেই পাহাড় ডিঙ্গিয়েই আমরা চীনের দিকে  
চলে যাবো।

হীরাসিং। বোর্ড গুরুজী।

সব্যসাচী। চল ওখানে ফেরাবাব পথে তলোয়ারকরের খবরটা  
নিয়ে যাই, সুমিত্রা, শশি তোমাকে আর ভারতীকে দিন কয়েক লুকিয়ে  
রাখতে পারবে?

সুমিত্রা। তার পর?

সব্যসাচী। চল, পথে যেতে যেতে ঠিক করা যাবে, হীরাসিং!

হীরাসিং। আইয়ে গুরুজী—

হীরাসিং অগ্রসর হইল, সব্যসাচী সুমিত্রার হাত ধরিয়া তাহার পিছু পিছু বাহির হইয়া গেল

## তৃতীয় দৃশ্য

### শশির বাড়ী

শশি বেহালা বাজাইতেছিল, ভারতী ডাকিল--

ভারতী। কবি।

শশি। বলুন।

ভারতী। ডাক্তার আর স্মিত্রা কোন বিপদে পড়েননি ত।

শশি। পড়া বিচিত্র নয়।

ভারতী। যদি ধরা পড়েন ?

শশি। ধরা দিতে না চাইলে ডাক্তারকে ধরবার শক্তি কেউ রাখে না :

ভারতী। আর স্মিত্রাদি ?

শশি। স্মিত্রার আগেকার ইতিহাস শোনেননি বুঝি ?

ভারতী। না ত।

শশি। আগে তাঁর নাম ছিল রোজ, মা ইছদী বাপ ব্রাহ্মণ, স্মাত্রায় তাঁকে প্রথম দেখেছিলেন বলেই ডাক্তার নাম দিলেন স্মিত্রা, মা আর মেয়ে চোরাই আপিমের কারবার চালাতেন।

ভারতী। একথা কখনো সত্য নয়।

শশি। ওদের মিলনের রোমান্সটাই শুধু আঁগে, জেটিতে একটা চোরাই আপিমের বাক্সের ওপর বসে আছেন রোজ, ডাক্তার সব্ব জাহাজ থেকে নেমে সেইখানে দাঁড়িয়েছেন। পুলিশ ধরে ফেল, বাক্সে রয়েছে চোরাই আপিম, রোজকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন, রোজ বলে বাক্স কার সে জানে না, প্রশ্ন হলো তুমি ওর ওপর বসে আছ কেন ? এমন সময় ডাক্তার পেছন থেকে এগিয়ে গিয়ে বলেন, আমার জী অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে

বাক্সটার ওপর বসে পড়েছিলেন, তাকে আর বিরক্ত করবেন না। পুলিশ হতভম্ব, ডাক্তার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন—এস স্মিত্রা, গাড়ী তৈরী, হাতে হাতে চোখে চোখে মিল হ'ল, দুজনা গিয়ে গাড়ীতে উঠলেন, পুলিশ হাঁ করে চেয়ে রইল।

ভারতী। বলেন কি ?

শশি। নিজের চোখে যা দেখেছি তাই বললাম।

ভারতী। সেই স্মিত্রাকে ডাক্তার করলেন ‘পথের দাবী’র প্রেসিডেন্ট।

শশি। আপনাবই মতো আশ্চর্য হয়ে আমিও। একদিন ডাক্তারকে তাই বলেছিলাম, শুনে একটু হেসে তিনি বলেছিলেন—কবি, স্মিত্রা একদিনে একুশ বছরের সংস্কার মুছে ফেলেছে, ওর ওই অল্পম শক্তিকে আমি শ্রদ্ধা করি—আমুন ডাক্তার, আমুন প্রেসিডেন্ট—কিন্তু।

সব্যসাচী ও স্মিত্রার প্রবেশ

ভারতী। কি হয়েছে দাদা ! স্মিত্রাদির চোখে জল কেন ?

সব্যসাচী। তলোয়ারকর ধরা পড়েছে ভারতী।

ভারতী। সে কি দাদা ?

ডাক্তার। চুপি চুপি স্ত্রী কন্যাকে দেখে আসতে বাচ্ছিল। পুলিশ সন্ধান পেয়ে ধরে ফেলেছে। ধস্তাধস্তিও হয়। তলোয়ারকর—আহত হবার আগে ধরা দেয়নি।

ভারতী। তাব কি হবে ?

ডাক্তার। হাসপাতাল থেকে যদি বেঁচে ওঠে জেল খাটবে।

ভারতী। না বাঁচবারও ভয় আছে নাকি ?



ডাক্তার। আছে বৈকি ! তবে বাঁচাও অসম্ভব নয়। বাঁচলেই  
স্বদীর্ঘ কারাবাস।

ভারতী। তার জী, তার ছোট্ট মেয়ে ?

ডাক্তার। হুমিত্রা জানেন।

ভারতী। তাদের কী হবে দিদি ?

হুমিত্রা। কী হবে জানি না।

ভারতী। দাদা ?

ডাক্তার। আমরা গৃহী নই, আমাদের ধন সম্পদ নেই, বিদেশীক  
আইনে নিজের জন্মভূমিতে আমাদের ঠাই নেই। বনের পশুর মতো  
বনে জঙ্গলে অন্ধকারে আমরা লুকিয়ে বেড়াই। সংসারীর দুঃখ মোচন  
করবার শক্তি ত আমাদের নেই ভারতী।

হুমিত্রা। তলোয়ারকরের দেশে এইমাত্র আমরা টেলিগ্রাম কবে  
দিয়ে এলাম। দেশ থেকে কেউ যদি এসে ওদের নিয়ে যায়, ওরা  
আশ্রয় পাবে।

ভারতী। কেউ যদি না আসে ?

হুমিত্রা। না আসে, নিরুপায় বিধবার যা হয়, তলোয়ারকরের  
বিধবারও তাই হবে।

ডাক্তার। বিদেশী রাজার জেলের মধ্যে যদি আজ তলোয়ারকরকে  
মরতেই হয় ভারতী, পরলোকে দাঁড়িয়ে জী-কন্ঠাকে ভিক্ষে করতে দেখে  
চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়বে সত্য, কিন্তু একথা নিশ্চয় জেনো,  
দেশের লোকের বিরুদ্ধে ভগবানের কাছে কখনো একটা নালিশ সে  
জানাবে না। লজ্জায় তার মুখ ফুটবে না।

ভারতী। এই তো তোমাদের পরিণাম ?

ডাক্তার। এ কি তুচ্ছ পরিণাম ভারতী ? জানি দেশের লোক

এর দাম বুঝবে না, হয়ত উপহাসও করবে। কিন্তু তাকে এই ঋণ কড়ায় গণ্ডায় শোধ দিতে হবে, হাসি তার মুখে সহজে যোগাবে না। ভারতী, নিজে ক্রীষ্টান হয়ে তুমি তোমার ধর্মের গোড়ার কথাটাই ভুলে গেলে? যিশুখৃষ্টের রক্তপাত কি সংসারে ব্যর্থ হয়েছে ভাবো?

শশি। আর মিছে রক্তপাতের কথা কেন ডাক্তার?

ডাক্তার। বুখা নরহত্যার আমি কোনদিনই পক্ষপাতী নই। ও আমি সর্কাস্ত্রকরণে ঘৃণা করি। নিজের হাতে আমি একটি পিণ্ডেও মারতে পারি না। কিন্তু প্রয়োজন হলে—কি বল সুমিত্রা?

সুমিত্রা। সে আমি জানি।, নিজের চোখেই ত আমি বার দুই দেখেছি।

ডাক্তার। দূব থেকে এসে যারা আমার জন্মভূমি অধিকার করেছে, আমার মনুষ্যত্ব, আমার মর্যাদা, আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল,—সমস্ত যে কেড়ে নিলে, তাঁদেরই রইল আমাকে হত্যা করবার অধিকার, আব রইল না আমার?

অপূর্বের প্রবেশ

একি অপূর্ববাবু যে! এই ঝড় জলে এত রাতে একা এলেন কি করে?

অপূর্ব। কেমন করে এলুম তা জানি না; জানি আমাকে আসতেই হোল।

ডাক্তার। কেন?

অপূর্ব। একদিন আপনার দয়ায় প্রাণ পেয়েছিলুম, সারাজীবন তা মনে রাখব, সেই কথাটাই জানাতে।

সব্যাসাচী। তুচ্ছ পাওয়ার ব্যাপারটাকেই কেবল বড় করে দেখলে অপূর্ববাবু, যে দিলে তাকে মনে রাখলে না। ভারতী, অপূর্ববাবু ভুল

করেন বটে, কিন্তু যাকে ভালোবাসেন, তাকে ভালোবাসতেও জানেন।  
 মানুষের মধ্যে যে হৃদয় বস্তুটি আছে, সে আমাদের সংসর্গে এখনো  
 শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় নি, ফুটন্ত পদ্মেই মতোই তাজা আছে।  
 হীরাসিং—!

হীরাসিং। Ready! গুরুজী—

সব্যসাচী। Thank you! Thank you! Thank you!  
 সরদারজী! But when—

হীরাসিং। Now—

সব্যসাচী। চল সরদারজী!

সুমিত্রা। আমি কি করব বলে যাও?

সব্যসাচী। তুমি সুরাবায় ফিরে যাও। সেখানে তোমার দাদামশাই  
 অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

সুমিত্রা। তোমার আদেশে তোমার জন্য অনন্তকাল অপেক্ষা করতে  
 পারি। তবুও বলে যাও আবার কবে তোমার দেখা পাব।

সব্যসাচী। সে শুধু জানেন ওপরের বিধাতা পুরুষ।

শশি। সব যেন ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার।

সব্যসাচী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন

হাসুন, আর যাই করুন, আপনি কাছে নেই মনে হলে সমস্তই যেন  
 ব্রাহ্ম, বাপসা হয়ে আসে। কিন্তু আপনার প্রতিবেশী ইকুম আমি  
 মেনে চলব।

সব্যসাচী। যথা?

শশি। যথা মদ খাব না, পলিটিক্সে মিশব না, ভারতীর কাছে থাকব,  
 এবং কবিতা লিখব।

সবাসাচী। Good ! Very good ! তাহলে আমি আসি এখন ।

ভারতী ডুকবাইয়া কাদিয়া উঠিল, ডাক্তার তাতার কাছে

আমিথা মাণায় গাত দিয়া কহিল—

কান্না কার ভরে ভাবতৌ, নালিশ কার কাছে ? দাদার ফাঁসী হয়েচে  
বদি শোন, জেনো বিদেশাব ভকুমে সে ফাঁসির দড়ি তার দেশের  
লোকেই তাব গলায় পরিয়ে দিয়েচে । আর দেবে নাই বা কেন,  
কসাইখানা থেকে গকব মাংস ও গকশেই এয়ে নিয়ে যাব । চল সদাবজী !  
'হীবাসিং । Ready গুবজী ।

সবাসাচী আর কাহারো দিকে না চাহিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল । পিছনে পিছনে  
হীরাসিং । মেন ঢাকিল লিছাং চমকলিল, দাঁরে বীরে মক স্বজ্ঞকার হইতে লাগিল

অপূর্ব । তুমি দেশেব ওজো সমস্ত দিয়াছ, তাহঁত দেশেব থেয়া  
তবী তোমাকে বহিতে পাবে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে গদ্যা পার  
হইতে হয় ; তাহঁত দেশেব রাজপথ তোমাব কাছে বন্ধ, দুর্গম  
পাণ্ডাও পান্ডাও ডিখাইয়া তোমাকে চলিতে হয় । কোন বিস্তৃত অতীতে  
তোমাব কতই ত প্রথম শৃঙ্খল বচিত হইয়াছিল ; কারাগার ত শুধু  
তোমাকে মনে করিখাই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল—সেই ত তোমাব  
গোবব । তোমাকে আরেলা কবে কার সাধ্য ! যুক্তিপথেব অগ্রদূত !  
পবধীন দেশেব তে রাজবিদ্রোহী, তোমাকে নমস্কাব, কোটী কোটী,  
শতকোটী নমস্কাব ।

### স্ববনিকা পতন

শুকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে

প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপুর ভট্টাচার্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস

২০৩১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট কলিকাতা—৬

ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সঙ্কলিত

শরৎচন্দ্রের

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত

রচনাবলী

শরৎচন্দ্রের বহু রচনা—অভিভাষণ, প্রবন্ধ, সমালোচনা,  
অসমাপ্ত উপন্যাস প্রভৃতি যাহা এযাবৎ পুস্তকাকারে  
প্রকাশিত হয় নাই—তাহাই সংগৃহীত হইয়া  
পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত অসমাপ্ত উপন্যাসগুলি ইহাতে আছে—

জাগরণ, রসচক্র, আগামী কাল।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

দাম—পাঁচ টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১/১/১. কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট • কলিকতা

